গাছের মূলে কুড়ালি লাগানো

আমিত্ব • হিংসা • অহংকার • অভিলাষ

আশিস রাইচুর

FOR FREE DISTRIBUTION ONLY

Produced and distributed by All Peoples Church & World Outreach, Bangalore, INDIA.
First Edition Printed: September 2004
Translated into Bengali: March 2021

Contact Information:
All Peoples Church & World Outreach,
319, 2nd Floor, 7th Main, HRBR Layout,
2nd Block, Kalyan Nagar, Bangalore 560 043
Karnataka, INDIA

Phone: +91-80-25452617
Email: bookrequest@apcwo.org
Website: apcwo.org

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are taken from the BSI-Bengali (Old Version) Bible Society of India.

Biblical definitions, Hebrew and Greek words and their meanings are drawn from the following resources:
Thayer's Greek Definitions. Published in 1886, 1889; public domain.
Strong's Hebrew and Greek Dictionaries, Strong's Exhaustive Concordance by James Strong, S.T.D., LL.D. Published in 1890; public domain.
Vine's Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words, © 1984, 1996, Thomas Nelson, Inc., Nashville, TN.

FINANCIAL PARTNERSHIP
Production and distribution of this book has been made possible through the financial support of members, partners, and friends of All Peoples Church. If you have been enriched through this free book, we invite you to contribute financially to help with the producing and distribution of free books from All Peoples Church. Please visit apcwo.org/give or see the page “Partner With All Peoples Church” at the back of this book, on how to make your contribution. Thank you!

MAILING LIST
To be notified when free books are released from All Peoples Church, you may subscribe to our mailing list at apcwo.org

গাছের মূলে কুড়ালি লাগানো

সূচীপত্র

ভূমিকা..1

1. আমিত্বের মূলে কুড়ালি লাগানো..4

2. হিংসার মূলে কুড়ালি লাগানো 16

3. অহংকারের মূলে কুড়ালি লাগানো 26

4. অভিলাষের মূলে কুড়ালি লাগানো...39

ভূমিকা

মথি 3:10-12
10 আর এখনই গাছগুলির মূলে কুড়ালি লাগান আছে; অতএব যে কোন গাছে উত্তম ফল ধরে না, তাহা কাটিয়া আগুনে ফেলিয়া দেওয়া যায়।
11 আমি তোমাদিগকে মন-পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত জলে বাপ্তাইজ করিতেছি বটে, কিন্তু আমার পশ্চাৎ যিনি আসিতেছেন, তিনি আমা অপেক্ষা শক্তিমান্; আমি তাঁহার পাদুকা বহিবারও যোগ্য নহি; তিনি তোমাদিগকে পবিত্র আত্মা ও অগ্নিতে বাপ্তাইজ করিবেন।
12 তাঁহার কুলা তাঁহার হস্তে আছে, আর তিনি আপন খামার সুপরিষ্কার করিবেন, এবং আপনার গোম গোলায় সংগ্রহ করিবেন, কিন্তু তুষ অনির্ব্বাণ অগ্নিতে পোড়াইয়া দিবেন।

এই পৃথিবীর কাছে যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময়ে, বাপ্তিস্মদাতা যোহন বলেছিলেন যে যীশু এসেছিলেন একটি পরিশুদ্ধ করার কাজ করতে। তিনি এমন একটি গাছের মূলে একটি কুড়ালি লাগানোর উদাহরণ ব্যবহার করেছেন, যে গাছ উত্তম ফল ধারণ করে না। বাপ্তিস্ম দাতা যোহন গম থেকে তুষ আলাদা করার কোথাও বলেছেন। এক কথায়, এই দুটো উদাহরণ একটি পরিশুদ্ধকারী ও শুচিকৃত করার বিষয়কে বর্ণনা করেছিলেন। গাছের মূলে কুড়ালি লাগানোর অর্থ হল শুধুমাত্র শাখা ও পাতা কেটে ফেলার চেয়েও একটি গভীর বিষয়। একইভাবে, খ্রীষ্ট এসেছিলেন সমস্যার মূলের সাথে মোকাবিলা করতে। তিনি উপরিতলের গভীরে প্রবেশ করেন এবং সেই লুকানো সমস্যার সাথে মোকাবিলা করেন যা সাধারণত আমাদের চোখে ধরা পরে না।

মথি 3:11 পদে উল্লেখ করা পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের বিষয়টির উপর জোর দেওয়ার সময়ে, আমরা খেয়াল করি না যে পদ 11 দুটি পদের মাঝখানে রয়েছে, যে দুটি পদ একটি পরিশুদ্ধ করার কথা বলে, যা করতে যীশু এসেছিলেন। অনেকে এই সত্য বিষয়টিকে অবহেলা করেছে যে তাঁর আগমন সেই সময়ের একটা ইঙ্গিত দেয় যখন "গাছগুলির মূলে কুড়ালি লাগানো রয়েছে" এবং যখন তুষগুলিকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হবে। যদিও আমরা পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মে আনন্দিত ও উল্লাসিত, পর ভাষায় কথা বলা ও পবিত্র আত্মার বরদানগুলি আমাদের জীবনে প্রকাশ পাওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকি, কিন্তু তবুও আমরা পবিত্র আত্মার পরিশুদ্ধকারী কাজের প্রতি প্রতিনিয়ত মনোযোগ দিই না। পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের আগে ও পরে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদের জীবনে একটি পরিশুদ্ধকারী কাজ করে থাকেন। এটি একটি দুঃখজনক বিষয় যে আমাদের অনেকেই আমাদের জীবনকে তাঁর পরিশুদ্ধকারী কাজের কাছে খুলে দিই না, এবং শুধুমাত্র পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মকে চেয়ে থাকি। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা প্রভুকে অনুমতি দিই আমাদের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ কাজ করতে।

যদিও ঈশ্বরের বাক্যকে মধুর সাথে তুলনা করা হয়েছে যার স্বাদ আমাদের কাছে ভাল লাগে, প্রতিদিনের মান্নার সাথে তুলনা করা হয়েছে যা আমরা উপভোগ করে থাকি, বৃষ্টি যা সতেজতা নিয়ে আসে, একটি প্রদীপ যা দিক নির্ণয় করতে সাহায্য করে, তবুও এটাকে আগুনের সাথেও তুলনা করা হয়েছে যা তুষকে জ্বালিয়ে দেয়, একটি হাতুড়ি যা পাথরকে টুকরো-টুকরো করে, এবং একটি দ্বিধার তলোয়ার যা আমাদের প্রাণ ও আত্মা ভেদ করে যায়। ঈশ্বরের বাক্যকে একটি হাতুড়ি, আগুন, এবং তলোয়ার হিসেবে দেখা যেন আমাদের জীবনের সেই ক্ষেত্রগুলিতে একটি পরিশুদ্ধকারী কাজের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আসে, যে ক্ষেত্রগুলিতে পরিষ্কার করার প্রয়োজন আছে!

বাইবেল বলে, *"আর তাঁহারা প্রস্থান করিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন; এবং প্রভু সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করিয়া অনুবর্ত্তী চিহ্নসমূহ দ্বারা সেই বাক্য সপ্রমাণ করিলেন"* (মার্ক 16:20)। এই শাস্ত্রাংশটি পড়ার পর, আমরা অনেকসময়ে তাড়াতাড়ি এই উপসংহার করি যে ঈশ্বর আমাদের সাথে কাজ করবেন, সে আমরা যেমনই হই না কেন। যদিও এটা সম্পূর্ণ ভাবে সত্য যে ঈশ্বর চান আমাদের সাথে কাজ

করতে, তবুও আমাদের জীবনে কিছু বিষয় থাকতে পারে যা ঈশ্বরকে বাধা দিয়ে থাকে আমাদের সাথে কাজ করা থেকে। আমাদের জীবনে যদি এমন কোনো বিষয় থাকে যা (ঈশ্বরের হাতকে বেধে দেয়) তাঁকে আমাদের সাথে কাজ করা থেকে বাধা দেয়, তাহলে সেই দিকগুলির সাথে অবশ্যই মোকাবিলা করতে হবে।

আমিত্ব, হিংসা, অহংকার এবং মাংসের অভিলাষ হল কয়েকটি নেতিবাচক বিষয় যা ঈশ্বরকে আমাদের সাথে কাজ করা থেকে বাধা দিতে পারে। যখন আমরা প্রভুকে অনুমতি দিই এই গাছগুলির মূলে কুড়ালি লাগিয়ে রাখতে এবং আমাদের জীবনে এই দিকগুলিতে একটি পরিশুদ্ধকারী কাজ করতে, তখন আমরা শুধুমাত্র ঈশ্বরের জন্যই নয়, কিন্তু পরিস্পরের কাছেও একটি উত্তম ব্যক্তি হয়ে উঠবো।

গাছের মূলে কুড়ালি লাগানো

আমিত্ব • হিংসা • অহংকার • অভিলাষ

1. আমিত্বের মূলে কুড়ালি লাগানো

অনেক সময়ে শুধুমাত্র খ্রীষ্টকে মহিমান্বিত করার আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে আকাঙ্ক্ষা আমাদের নামকে উন্নীত করার আকাঙ্ক্ষা, ক্ষমতা ও পদ লাভ করার আকাঙ্ক্ষা, আমাদের বরদান ও তালন্ত দ্বারা চিহ্নিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা দ্বারা দূষিত হয়ে যায়। আমরা যদি সাবধান না থাকি, তাহলে আমরা জীবনে এমন একটা স্থানে গিয়ে পৌঁছবো যেখানে আমরা পবিত্র আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত না হয়ে "আমিত্বের" দ্বারা অনুপ্রাণিত হবো। পবিত্র আত্মা সর্বদা খ্রীষ্টের মহিমা করবেন (যোহন 16:14) কিন্তু "আমিত্ব" সেই মহিমাকে চুরি করে যা শুধুমাত্র খ্রীষ্টের।

বিপদ এখানেই যে আমাদের মধ্যে অধিকাংশ এটা মেনে নেবে না যে তাদেরকে আমিত্ব অনুপ্রাণিত করছে। আমরা হয়ত ভাল উদ্দেশ্য সম্পন্ন বিশ্বাসী হতে পারি যারা প্রার্থনা করে, উপবাস করে, আরাধনা করে, এবং সকল প্রকারের ভাল কাজগুলি করে। কিন্তু তবুও, আমরা যদি ঈশ্বরের জ্যোতিকে আমাদের সত্ত্বার গভীরে নিরীক্ষণ করতে দিই, তাহলে আমরা লক্ষ্য করবো যে আমরা অনেক কিছুই করে থাকি যা ঈশ্বরের আত্মা থেকে জন্মায়নি, কিন্তু আমিত্ব থেকে জন্মেছে। আমাদের অধিকাংশ লোকেদের ক্ষেত্রে, আমিত্বের দ্বারা কাজগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয় এবং সেইগুলিকে চিহ্নিত করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে।

যা কিছু মাংস (আমিত্ব) থেকে জন্মায় তা মাংস (আমিত্ব) এবং যা কিছু আত্মা থেকে জন্মায় তা আত্মা (যোহন 3:6)। এই দুটির উৎস আলাদা এবং যা মাংস থেকে জন্মেছে সেটাকে কখনই আত্মার কাজে পরিবর্তন করা যাবে না, সে যতই সুন্দর ভাবে সাজানো হোক না কেন।

যাত্রাপুস্তক 30:31-33
31 আর ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বলিবে, তোমাদের পুরুষানুক্রমে আমার নিমিত্তে তাহা পবিত্র অভিষেকার্থ তৈল হইবে।
32 মনুষ্যের গাত্রে তাহা ঢালা যাইবে না; এবং তোমরা তাহার দ্রব্যের পরিমাণানুসারে তৎসদৃশ আর কোন তৈল প্রস্তুত করিবে না; তাহা পবিত্র, তোমাদের পক্ষে পবিত্র হইবে।
33 যে কেহ তাহার মত তৈল প্রস্তুত করে, ও যে কেহ পরের গাত্রে তাহার কিঞ্চিৎ দেয়, সে আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে।

পবিত্র অভিষেক কারী তেল, যা পবিত্র আত্মার উপস্থিতি ও কাজকে চিহ্নিত করে, মাংসের উপর প্রয়োগ করার কথা ছিল না; এবং অন্য কোনো উদ্দেশের জন্য এটার প্রতিলিপি করা উচিৎ ছিল না। যা মাংস থেকে জাত, সেটাকে ঈশ্বর অভিষেক করতে পারেন না। বাস্তবে, মাংসের শক্তিতে আত্মার কাজকে অনুকরণ করাতে বিপদ রয়েছে (যাত্রাপুস্তক 30:33)।

যা মাংস থেকে জন্মায় (আমিত্ব) যা মাংসিক এবং যারা মাংস থেকে জন্মায় তারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে না (রোমীয় 8:8)। তাই, আপনার কাজ যতই বড় হোক না কেন, যদি মাংসে করা হয়ে থাকে, তাহলে সেটা ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করে।

আমরা যদি মাংসে বপন করি, তাহলে আমরা অবক্ষয় ও ধ্বংসকে কাটবো (গালাতীয় 6:8)। যে কাজটি আমিত্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে করা হয়ে থাকে সেটা চিরকাল থাকবে না। এইগুলি হল কাঠ, খড় দিয়ে তৈরি কাজ যা আগুনের মধ্যে পরীক্ষিত হওয়ার সময়ে রক্ষা পাবে না (1 করিন্থীয় 3:12-13)।

আমাদের আমিত্ব যদি আমাদের অনুপ্রাণিত করে, তাহলে আমরা পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হতে পারব না কারণ মাংস পবিত্র আত্মার ইচ্ছার বিরোধিতা করে (গালাতীয় 5:17)। বরং, আমরা যেন সেই দিকে যাওয়ার জন্য বেছে নিই যেটা পবিত্র আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত। আসুন, আমরা আমাদের হৃদয়কে উন্মুক্ত করি এবং প্রভুকে অনুমতি দিই আমাদের আমিত্বের মূলে কুড়ালি লাগিয়ে রাখতে!

পরিচর্যায় ভুল উদ্দেশ্য

ফিলিপীয় 1:15-17
15 সত্য, কেহ কেহ, এমন কি, মাৎসর্য্য ও বিবাদেচ্ছা প্রযুক্ত, আর কেহ কেহ সুবাসনা প্রযুক্ত খ্রীষ্টকে প্রচার করিতেছে।
16 ইহারা প্রেমে করিতেছে, কারণ জানে যে, আমি সুসমাচারের পক্ষ সমর্থন করিতে নিযুক্ত রহিয়াছি।
17 কিন্তু উহারা প্রতিযোগিতা বশতঃ খ্রীষ্টকে প্রচার করিতেছে, বিশুদ্ধ ভাবে নয়, আমার বন্ধন ক্লেশযুক্ত করিবে মনে করিতেছে।

প্রেরিত পৌল লিখেছেন যে একজন খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীর পক্ষে ভুল উদ্দেশ্য নিয়ে সঠিক কাজ করা অসম্ভব। তিনি বলেছেন যে কেউ কেউ বাক্য প্রচার করে - যেটা করাটা একটা সঠিক কাজ - কিন্তু স্বার্থপরতা, হিংসা, ও বিবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে করে।

3 যোহন 1:9
আমি মণ্ডলীকে কিছু লিখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাদের প্রাধান্যপ্রিয় দিয়ত্রিফি আমাদিগকে গ্রাহ্য করে না।

দিয়ত্রিফি একজন মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন যে প্রাধান্য পেতে চেয়েছিলেন। প্রাধান্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, তিনি অন্যান্য নেতাদের বিরুদ্ধে দূষিত ভাবে কথা বলেছিলেন, অতিথিসেবা করতে অস্বীকার করেছিলেন, এবং সহ খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীদের বাধা দিয়েছিলেন অন্যান্য নেতাদের প্রতি অতিথিসেবা প্রদর্শন করা থেকে। তিনি এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি বলেছিলেন, "আমি চাই লোকেরা আমাকে দেখুক", "আমি চাই লোকেরা আমাকে জানুক" "আমি সবার সামনে থাকতে চাই", এবং "আমি চাই লোকেরা আমার কথা শুনুক"। বেঠিক ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েও আত্মিক কাজগুলি করা সম্ভব। আমরা কী করছি সেটাকে আমরা ন্যায্য প্রতিপন্ন করতে পারি না এই জন্য যে সেটা দেখতে সঠিক মনে হচ্ছে। ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ের গভীরে অন্বেষণ করেন ও আমাদের প্রত্যেকটি কাজের পিছনে অনুপ্রেরণাকে দেখেন।

2 করিন্থীয় 2:17
আমরা ত সেই অনেকের ন্যায় যে ঈশ্বরের বাক্যে ভাঁজ দিই, তাহা নয়; কিন্তু সরল ভাবে, ঈশ্বরের আদেশক্রমে, আমরা ঈশ্বরের সম্মুখে খ্রীষ্টে কথা কহিতেছি।

পৌল বলেছেন যে অনেকেই আছে যারা ঈশ্বরের বাক্যকে ভাঁজ দেয়। "ভাঁজ" দেওয়া কথাটির অর্থ হল "ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য ঈশ্বরের বাক্যকে ভেজালযুক্ত করে তোলে"। তাই, এটা সম্ভব যে কিছু মানুষেরা ঈশ্বরের বাক্যের ভেজাল সংস্করণটি প্রচার করে থাকে, যার মধ্যে তাদের ব্যক্তিগত ধারণাগুলিকে, তাদের ব্যক্তিগত লাভের জন্য মিশিয়ে দেয়। পৌলের সময়ে যদি এটা হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই এটা আমাদের সময়েও হতে পারে! আমরা যখন ঈশ্বরের বাক্যকে প্রচার করি, তখন আমাদের উদ্দেশ্যগুলিকে রক্ষা করার প্রয়োজন আছে। এটা কি আমাদের ব্যক্তিগত লাভের জন্য করা হয়েছে? এটা কি কোনো স্বার্থপর উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছে? এটা কি প্রাধান্য পাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছে? এই প্রশ্নগুলি নিজেদের করা প্রয়োজন আছে।

আমিত্বের মূল যেভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে

কীভাবে আমরা জানতে পারব যে আমাদের মধ্যে আমিত্বের একটি শেকড় অথবা মূল রয়েছে? অনেকসময়ে আমরা ধরে নিই যে আমরা নিজের প্রতি সম্পূর্ণ ভাবে মারা গিয়েছি কারণ আমরা দীর্ঘ সময় ধরে উপবাস ও প্রার্থনা করেছি। আমরা কিছু নির্দিষ্ট আত্মিক অনুশাসন অভ্যাস করার উপর নির্ভর করি এবং এটা নিরীক্ষণ করতে ব্যর্থ হই যে সেই অনুশাসনটি প্রাথমিক উদ্দেশ্যটিকে পূর্ণ করতে পেরেছি কিনা, এবং এই ক্ষেত্রে, আমিত্বের শেকড়টিকে নিয়ে মোকাবিলা করা।

আসুন, আমরা কয়েকটি আমিত্বের শেকড়ের প্রকাশ নিয়ে আলোচনা করি। এর মধ্যে রয়েছে আমাদের মানসিকতা, চিন্তাভাবনা, অথবা চরণ যা লুকিয়ে থাকা আমিত্বের শেকড়ের ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। আমরা যদি এই প্রকাশগুলির একটাও আমাদের মানসিকতা, চিন্তাভাবনা অথবা আচরণের মধ্যে লক্ষ্য করে থাকি, তাহলে আমাদেরকে প্রভুর কাছে যাচ্ঞা করতে হবে যাতে তিনি আমাদের জীবনে আমিত্বের শেকড়ে কুড়ালি লাগিয়ে রাখেন।

নিজেকে উন্নত করা (লোকেদের দ্বারা পরিচিত হওয়া ও পছন্দ হওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা করা)

একজন খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসী যদি আকাঙ্ক্ষা করে একজন অসাধারণ গায়ক অথবা একজন অসাধারণ প্রচারক হিসেবে পরিচিত হওয়ার জন্য, এবং সেই আকাঙ্ক্ষা দ্বারা যদি অনুপ্রাণিত হয়, তাহলে এটা হল নিজেকে উন্নত করার একটা আকাঙ্ক্ষা। কোনো ক্ষেত্রে উত্তম হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং সেই ক্ষেত্রে খ্যাতি ও নাম অর্জন করার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যে প্রশ্নটি নিজেদের করা প্রয়োজন আছে, “যে কাজগুলি আমরা করি কেন করি?” “কোন বিষয়টি আমাদের বাস্তবে অনুপ্রাণিত করে?” এইগুলি হয়ত অত্যন্ত সরল প্রশ্ন, কিন্তু অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। একটি ক্রমবর্ধমান মণ্ডলীর পালক যদি আশা করেন যে তার মণ্ডলীতে কয়েক হাজার সদস্য হবে, তাহলে যে প্রশ্নটি তাকে নিজেকে করতে হবে: “আমি কি সত্যিই চাই প্রাণগুলি উদ্ধার পাক, নাকি একটি গোপন আকাঙ্ক্ষা রয়েছে আমার নামকে উচ্চকৃত করার?” যদি কেউ ঈশ্বরের বাক্যকে প্রচার করার আকাঙ্ক্ষা করে, আমাদেরকে প্রশ্ন করতে হবে যে এটা কি এই জন্য করা হচ্ছে যাতে লোকেরা ঈশ্বরের বাক্য থেকে উপকৃত হবে, নাকি সেই ব্যক্তি নিজেকে একজন মহান প্রচারক হিসেবে লোকেদের কাছে পরিচিত হতে চায়? মূল বিষয়টি হল যে উদ্দেশ্যটি কি নিজেকে উন্নত করা অথবা একটি প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা লোকেদের উপকার করার ও একমাত্র ঈশ্বরকেই মহিমান্বিত করার।

যোহন 5:41,44
41 আমি মনুষ্যদের হইতে গৌরব গ্রহণ করি না!
44 তোমরা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পার? তোমরা ত পরস্পরের নিকটে গৌরব গ্রহণ করিতেছ, এবং একমাত্র ঈশ্বরের নিকট হইতে যে গৌরব আইসে, তাহার চেষ্টা কর না।

যীশু সেই সময়ের ধর্মীয় গুরুদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন এবং তাদের দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে তারা পরস্পরের থেকে সম্মান পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষী এবং ঈশ্বর থেকে যে সম্মান আসে, সেটা পাওয়ার জন্য তাদের মধ্যে কোনো চেষ্টাই নেই। আমাদের এমন একটা স্থানে আসতে হবে, যেখানে যীশুর মতো, আমরা মানুষের থেকে সম্মান গ্রহণ করি না। আমরা যদি নিজেদেরকে নিয়ে সৎ হই, তাহলে আমরা উপলব্ধি করবো যে যে আমাদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক মানুষেরাই এই প্রকারের দাবী করতে পারে! আমরা যেন চিন্তিত না হই যে মানুষেরা আমাদের প্রশংসা করল অথবা করল না। বরং, আমাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিৎ ঈশ্বরের থেকে সম্মান ও প্রশংসা লাভ করার। আসুন, আমরা যেন প্রচার করি, গান করি, অথবা পরিচর্যা করি একমাত্র ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করার ও মানুষের প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্য নিয়ে, এবং মানুষের থেকে কোনো গৌরব লাভ করার আকাঙ্ক্ষা না করি। **আমরা জানবো যে আমিত্ব থেকে স্বাধীন হয়ে গমনাগমন করছি যখন আমাদের কাছে স্বর্গ থেকে আসা প্রশংসা ও সম্মান মানুষের থেকে পাওয়া সম্মানের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান মনে হবে। যখন আমাদের আকাঙ্ক্ষা শুধুমাত্র ঈশ্বরের থেকে সম্মান লাভ হয় এবং সেটা মানুষের দ্বারা প্রশংসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা দ্বারা দূষিত হয় না, তখনই আমাদের হৃদয় কোমল থাকে ও আমিত্ব থেকে মুক্ত থাকে।**

যোহন 7:18
যে আপনা হইতে বলে, সে আপনারই গৌরব চেষ্টা করে; কিন্তু যিনি আপন প্রেরণকর্ত্তার গৌরব চেষ্টা করেন, তিনি সত্যবাদী, আর তাঁহাতে কোন অধর্ম্ম নাই।

আমাদেরকে নিজেদের প্রশ্ন করতে হবে যে আমরা কার থেকে গৌরব পাওয়ার চেষ্টা করে থাকি, ঈশ্বরের নাকি আমাদের নিজেদের? যখন আমরা ঘোষণা করি ও নিজেদেরকে একজন পরিচর্যাকারী, মণ্ডলী, অথবা খ্রীষ্টিয় সংস্থা হিসেবে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকি, তখন আমাদের সাবধান হতে হবে যে আমরা যেন নিজেদের উন্নত না করি কিন্তু প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে মহিমান্বিত করি। অবশ্যই, পরিচয়ের জন্য ও অন্যান্য আইনত বিষয়গুলির জন্য একটা নামের প্রয়োজন হয়, কিন্তু এটা স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ণ যে উদ্দেশ্য নিজেদেরকে উন্নীত ও মহিমান্বিত করা নয়। **যখন আমরা নিজে থেকে বলি, নিজেদের বিষয়ে বলি, অথবা আমাদের সম্মান গড়ে তোলার চেষ্টা করি এবং মানুষের প্রশংসা আশা করে থাকি, তখন আমরা নিজেদের গৌরব আকাঙ্ক্ষা করে থাকি। যখন আমরা প্রকৃত ভাবে ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করার চেষ্টা করি, তখনই আমাদের হৃদয় পবিত্র থাকে এবং আমাদের মধ্যে কোনো অধার্মিকতা পাওয়া যায় না।**

1 করিন্থীয় 10:31
অতএব তোমরা ভোজন, কি পান, কি যাহা কিছু কর, সকলই ঈশ্বরের গৌরবার্থে কর।

নিজেকে উন্নীত করা বর্তমানে খ্রীষ্টিয় পরিচর্যার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। লোকেরা তাদের নামকে অথবা তাদের পরিচর্যার নামকে প্রচার করার জন্য এবং রাতারাতি জনপ্রিয় হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা করে থাকে। আমরা অনেকটাই আত্ম-চাহিদা লক্ষ্য করে থাকি - পরিচর্যাকারীরা প্রতিযোগিতা করে যে কে "বেশী অভিষিক্ত", পরিচর্যাকারী সংস্থাগুলি তাদের নিজেদের দক্ষতাগুলিকে উন্নীত করার জন্য এতটাই পরিশ্রম করে। এখানে আমিত্বকে যেন জীবিত ও কর্তৃত্বশালী দেখতে পাওয়া যায়। এটাই থামার সময় এবং সততার সাথে আমাদের হৃদয়ের উদ্দেশ্যগুলিকে পরীক্ষা করার সময়। আমরা কি সত্যিই সেই গৌরব অন্বেষণ করছি যা ঈশ্বর থেকে আসে অথবা আমরা নিজেদেরকে নিয়ে ও নিজেদেরকে উন্নীত করাতে ব্যস্ত, যে আমাদের কাছে সময় ও সংবেদনশীলতা নেই পবিত্র আত্মার থেকে শোনার জন্য ও অনুযোগ নেওয়ার জন্য? যাই করা হোক না কেন, সেটা যেন একমাত্র ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়ে থাকে।

স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্ক্ষা (এমন একজন মানুষ হিসেবে পরিচিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা যে ঈশ্বরের জন্য মহান বিষয় সাধন করেছেন)

ফিলিপীয় 2:1-4
1 অতএব খ্রীষ্টে যদি কোন আশ্বাস, যদি প্রেমের কোন সান্ত্বনা, যদি আত্মার কোন সহভাগিতা, যদি কোন স্নেহ ও করুণা থাকে,
2 তবে তোমরা আমার আনন্দ পূর্ণ কর—একই বিষয় ভাব, এক প্রেমের প্রেমী, একপ্রাণ, এক ভাববিশিষ্ট হও।
3 প্রতিযোগিতার কিম্বা অনর্থক দর্পের বশে কিছুই করিও না, বরং নম্রভাবে প্রত্যেক জন আপনা হইতে অন্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর;
4 এবং প্রত্যেক জন আপনার বিষয়ে নয়, কিন্তু পরের বিষয়েও লক্ষ্য রাখ।

পৌল আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন যে কোনো কিছুই যেন আমরা স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্খার (অনর্থক দর্প) বশে এসে না করি। অর্থাৎ, ঈশ্বরের কাজ করার সময়ে স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্ক্ষা রাখাও সম্ভব। স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্ক্ষা এই অর্থে হল এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হওয়ার একটা গভীর আকাঙ্ক্ষা, যে ঈশ্বরের জন্য মহান কাজ করেছে। আমাদের প্রত্যেকের জন্য ঈশ্বরের কাছে সুন্দর পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি অবশ্যই চান যে আমরা যেন এই পৃথিবীতে তাঁর রাজ্যের জন্য আন্দোলনকারী হয়ে উঠি। কিন্তু আমাদের সকল প্রচেষ্টার মধ্যে, আমাদের উদ্দেশ্য যদি নিজেদের জন্য একটা নাম তৈরি করা হয় তাঁর নামকে সকলের কাছে জ্ঞাত করার পরিবর্তে, তাহলে আমরা স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্খার দ্বারা অনুপ্রাণিত। আমাদের অনুপ্রেরণা যেন একটা আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা হয় মানুষদের পরিচর্যা পেতে দেখতে, তাঁতে আমাদের নাম প্রচারিত হোক অথবা না হোক। অবশেষে যদি "আমি" যদি নায়ক হয়ে যায়, তাহলে স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্ক্ষা হল আমাদের অনুপ্রেরণাদানকারী—খ্রীষ্টের প্রেম নয়।

একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করার প্রয়োজন আছে: "আমার স্বপ্নে ও দর্শনে, কে নায়ক?" এটা কি ঈশ্বর অথবা আমি? কত বার আমরা লোকেদের সাক্ষ্য দিতে শুনেছি, "আমি প্রার্থনা করেছি এবং তারা সুস্থতা লাভ করেছি!"। এখানে ঈশ্বরের পরিবর্তে "আমি" শব্দের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, কারণ ঈশ্বরই হলেন সেই ব্যক্তি যিনি সুস্থ করে থাকেন, এবং যাকে ছাড়া আমাদের কোনো প্রার্থনাই কাজ করবে না। ঈশ্বর, যিনি সুস্থ করেছেন, তাঁর পরিবর্তে সেই ব্যক্তি মহিমা পেয়ে থাকে যে প্রার্থনা করেছে! আমরা বড় বড় সুসমাচার মূলক সভা আয়োজন করতে পারি কিন্তু উদ্দেশ্য যদি স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্ক্ষা হয়, তাহলে সেই সুসমাচার প্রচার সভা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে না, কারণ যা মাংস থেকে জাত, তা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। লোকেরা তবুও ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস করতে পারে ও গ্রহণ করতে পারে এই প্রকারের সভাতে কারণ ঈশ্বর সর্বদা খেয়াল রাখেন যে তাঁর বাক্য যেন কার্যকারী হয় (যিরমিয় 1:12)। এবং সেই কারণে, ঈশ্বরের বাক্যের কারণে, ঈশ্বর তাঁর বাক্যকে লোকেদের হৃদয়ে স্থাপিত করবেন। কিন্তু, ঈশ্বরের নামে অনেক অলৌকিক কাজ করার চেয়ে, পিতার ইচ্ছাকে পালন করা আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ (মথি 7:21-23)।

স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্খার ঔষধ হল, যেমন পৌল লিখেছেন, একটি নম্র মন ধারণ করা ও অন্যদেরকে নিজেদের থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করা। আমাদেরকে অন্যদেরকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং তাদের উপকার, উন্নতি, ও তাদের আশীর্বাদের কথা চিন্তা করতে হবে।

আত্ম-নির্ভরতা/আত্ম-শ্লাঘা (নিজের উপর নির্ভর করা পবিত্র আত্মার উপর নির্ভর না করার পরিবর্তে)

ফিলিপীয় 3:3
আমরাই ত ছিন্নত্বক্‌ লোক, আমরা যাহারা ঈশ্বরের আত্মাতে আরাধনা করি, এবং খ্রীষ্ট যীশুতে শ্লাঘা করি, মাংসে প্রত্যয় করি না।

2 করিন্থীয় 5:16
অতএব এখন অবধি আমরা আর কাহাকেও মাংস অনুসারে জানি না; যদিও খ্রীষ্টকে মাংস অনুসারে জানিয়া থাকি, তথাপি এখন আর জানি না।

1 করিন্থীয় 3:21
অতএব কেহ মনুষ্যদের শ্লাঘা না করুক। কেননা সকলই তোমাদের

"আত্ম-শ্লাঘা" হল নিজের ক্ষমতা অথবা অন্যের ক্ষমতার উপর নির্ভর করা প্রভুর উপর নির্ভর করার পরিবর্তে। প্রায়ই, আমরা নিজে থেকেই কোনো কিছুতে পদক্ষেপ দিয়ে থাকি আমাদের শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, অথবা ক্ষমতার কারণে। আমরা নিজেদের ক্ষমতার উপর দৃঢ় প্রত্যয়ী থাকি এবং অবচেতন মনে চিন্তাভাবনা করি, "ঈশ্বর যদি আমাকে সাহায্য নাও করেন, তবুও এই কাজটি করে ফেলতে পারব"। অবশ্যই এই কথাটি আমরা মুখে প্রকাশ করি না! বরং আমরা অতি সাবধান থাকি যথাযথ আত্মিক কথার দ্বারা আমাদের আত্ম-নির্ভরতাকে ঢাকা দেওয়ার জন্য।

প্রেরিত পৌলের মতো, আমরা যেন সেই লোকেদের দিকে তাকাতে শিখি যারা মাংসে বসবাস করার পরিবর্তে আত্মায় বসবাস করে। আমরা মানুষদের মূল্যায়ন করি না তাদের কী আছে, সেই দিয়ে অথবা স্বাভাবিক ক্ষেত্রে তারা কেমন দেখতে। কিন্তু, খ্রীষ্টিয় সমাজের একটি প্রচলিত অভ্যাস হল যে আমরা প্রায়ই সেই লোকেদের অন্বেষণ করে থাকি যারা "মাংসের পিছনে দৌড়োয়"। আমরা গোপনে সেই সকল মানুষদের সাথে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করি যারা মানুষদের দ্বারা অতিশয় প্রশংসিত, এবং আশা করে থাকি যে তারা আমাদের জীবন ও পরিচর্যাকে "উঠে দাঁড়াতে" সাহায্য করবে।

ভারতবর্ষের মণ্ডলীগুলিতে এটা কি একটা স্বাভাবিক বিষয় নয়? এখানে আমরা বিদেশীদের খুঁজে বেড়াই, তাদেরকে দ্রুত মঞ্চে দাঁড় করাই, তাদের সন্তুষ্ট করি, এবং তাদের সাথে যোগাযোগ করার তথ্য সংগ্রহ করি! আমরা গোপনে আশা করি যে এই সংযোগ বিদেশে আমন্ত্রিত হওয়ার একটা দরজা খুলে দেবে। আমাদের প্রায় সবাই এই কাজ করার দোষে দোষী। কিন্তু পৌল আমাদের সাবধান করেছেন যে আমরা যেন মাংসিক ইচ্ছার কারণে মানুষদের সন্তুষ্ট না করি। আমরা যেন সবাইকে সমান ভাবে মূল্য দিই - তাদের জাতীয়তা, পদ, চামড়ার রঙ, এবং অন্যান্য বিষয় দেখে নয়।

ঈশ্বর যদি এই ঐশ্বরিক সংযোগগুলি নিয়ে না আসেন এবং আমরা যদি এইগুলিকে অন্বেষণ করার চেষ্টা করি, নিজেদের সাফল্যের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত হই, তাহলে আমরা আত্ম-নির্ভরতার দুনিয়াতে রয়েছি—নিজেদের উপর অথবা অন্য কোনো ব্যক্তির ক্ষমতার উপর নির্ভর করি। এটাই হল "মাংসের" উপর নির্ভর করা এবং এটি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে না।

যোহন 15:4-5
4 আমাতে থাক, আর আমি তোমাদিগেতে থাকি; শাখা যেমন আপনা হইতে ফল ধরিতে পারে না, দ্রাক্ষালতায় না থাকিলে পারে না, তদ্রূপ আমাতে না থাকিলে তোমরাও পার না।
5 আমি দ্রাক্ষালতা, তোমরা শাখা; যে আমাতে থাকে, এবং যাহাতে আমি থাকি, সেই ব্যক্তি প্রচুর ফলে ফলবান্‌ হয়; কেননা আমা ভিন্ন তোমরা কিছুই করিতে পার না।

প্রভুকে ব্যাতিরেকে, আমরা কিছু করতে পারিনা। এটি আমাদের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে না। অবশ্যই, আমাদের অনেকেই নিজেদের ক্ষমতায় অনেক কিছু অর্জন করতে পারে। কিন্তু খ্রীষ্টকে ছাড়া আমরা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য কিছুই করতে পারব না, যা অনন্তকালের জন্য প্রাধান্য পাবে।

আত্ম-সুরক্ষা (নিজের জীবনকে অত্যন্ত প্রিয় মনে করা)

আমাদের সবার মধ্যে নিজেদের সুরক্ষিত করে রাখার একটা প্রবণতা রয়েছে যা ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন এবং সেটা আমাদের জন্য প্রয়োজন। আমরা এলোমেলো ভাবে ব্যস্ত রাস্তায় দৌড়ে বেড়াই না অথবা ছাদ থেকে ঝাঁপ দিই না - কারণ আমরা আমাদের জীবনকে মূল্যবান মনে করি। কিন্তু, আত্ম-সুরক্ষা যা আমাদেরকে ঈশ্বরের বাধ্য হওয়া থেকে দূরে রাখে, সেটা অস্বাস্থ্যকর। আমাদের আত্ম-সুরক্ষা যদি ঈশ্বরের আহ্বানের উর্ধ্বে স্থান নেয় এবং তাঁর বাধ্য হওয়া থেকে আমাদের আটকায়, তাহলে আত্মিকভাবে আমরা একটা বিপদজনক অবস্থায় রয়েছি। এটি একটি আমিত্বের শেকড়ের অস্তিত্বের প্রকাশ এবং অবশ্যই কেটে ফেলার প্রয়োজন আছে। ঈশ্বরের বাধ্য হওয়ার বিনিময়ে নিজের জীবনকে, অবস্থানকে, সম্পত্তিকে, অথবা মর্যাদাকে রক্ষা করার চাহিদা অথবা বিশ্বাসে পদক্ষেপ না নেওয়ার ইচ্ছা স্পষ্ট ভাবে প্রমাণ দেয় যে আমাদের আমিত্ব জীবিত রয়েছে এবং সেটার সাথে মোকাবিলা করার প্রয়োজন আছে।

প্রেরিত্ 20:22-24
22 আর এখন দেখ, আমি আত্মাতে বদ্ধ হইয়া যিরূশালেমে গমন করিতেছি; সে স্থানে আমার প্রতি কি কি ঘটিবে, তাহা জানি না।
23 এই মাত্র জানি, পবিত্র আত্মা প্রতি নগরে আমার কাছে এই বলিয়া সাক্ষ্য দিতেছেন যে, বন্ধন ও ক্লেশ আমার অপেক্ষা করিতেছে।
24 কিন্তু আমি নিজ প্রাণকেও কিছুর মধ্যে গণ্য করি না, আমার পক্ষে মহামূল্য গণ্য করি না, যেন নিরূপিত পথের শেষ পর্য্যন্ত দৌড়িতে পারি, এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহের সুসমাচারের পক্ষে সাক্ষ্য দিবার যে পরিচর্যাপদ প্রভু যীশু হইতে পাইয়াছি, তাহা সমাপ্ত করিতে পারি।

যেমন উদাহরণস্বরূপ, বেঙ্গালুরু শহর থেকে একটি যুবক ব্যক্তির কথা বিবেচনা করুন, যে প্রভুকে ভালোবাসে। ধরুন সেই যুবকের কাছে আমেরিকাতে যাওয়ার, একটি ভাল শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ার, এবং সফল ভাবে স্থপিত হওয়ার একটা সুযোগ পেয়েছে। সে সবকিছু পেতে চলেছে—একটি ভাল চাকরী, থাকার জন্য একটি ভাল বাসস্থান, এবং বিবাহিত হয়ে সেখানেই স্থায়ী হয়ে যাওয়ার একদম মুখে রয়েছে। ভারতে তার বাবা-মা ও ঠাকুমা-ঠাকুরদা অত্যন্ত গর্বিত তার এই সাফল্যে। এই পর্যায়ে, এই ব্যক্তি ঈশ্বরের আহ্বানকে চিহ্নিত করতে শুরু করেছে এবং ভারতে কোনো একটা স্থানে চলে এসেছে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য কিছু করতে। এই যুবক ব্যক্তি তাহলে তার জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় এসে পৌঁছেছে। তাকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে সে ঈশ্বরের বাধ্যহবে অথবা নিজের ইচ্ছামতো পথে চলবে। সে যদি আমেরিকাতেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়—কারণ সে মনে করে সেটা হল তার সারাজীবনের একটি সুযোগ, এমন একটা বিষয় যেটাকে সে কখনই ছেড়ে দেওয়া উচিৎ না—তাহলে এটা ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্য হওয়া হবে আত্ম-সুরক্ষার চাহিদার কারণে। কিন্তু, এই ব্যক্তি যদি আমেরিকাতে পাওয়া সুযোগ ছেড়ে দেয়—সাফল্য, আরাম, পুরস্কার ও সম্মান—এবং ঈশ্বরের বাধ্য হওয়ার জন্য পদক্ষেপ নেয় এবং ভারতে ফিরে এসে সেই কাজটি করে যেটা করার জন্য ঈশ্বর তাকে আহ্বান করেছেন, তাহলে এটা হবে নিজের প্রতি মারা যাওয়া! এমন একটা বিষয় যেটাতে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হবেন!

যোহন 12:24-25
24 সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, গোমের বীজ যদি মৃত্তিকায় পড়িয়া না মরে, তবে তাহা একটী মাত্র থাকে; কিন্তু যদি মরে, তবে অনেক ফল উৎপন্ন করে।
25 যে আপন প্রাণ ভাল বাসে, সে তাহা হারায়; আর যে এই জগতে আপন প্রাণ অপ্রিয় জ্ঞান করে, সে অনন্ত জীবনের নিমিত্ত তাহা রক্ষা করিবে।

"আত্ম-সুরক্ষা"র অর্থ হল নিজেদেরকে রক্ষা করা—আমাদের জীবনকে রক্ষা করা। যখন আমরা এটা করি, তখন আমরা একাকী জীবন যাপন করি। আত্ম-সুরক্ষা আমাদের ফলপ্রসূ হতে আটকাবে, যে প্রকারের ফল ঈশ্বর আমাদের জীবন থেকে দেখতে চান। **আত্ম-সুরক্ষার আকাঙ্ক্ষা—ঈশ্বরের বাধ্য হওয়ার বিনিময়ে নিজের জীবনকে রক্ষা করা—আমাদেরকে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য ফলপ্রসূ হওয়া থেকে আটকাবে।** একমাত্র যখন আমরা নিজেদের প্রতি মারা যাই, তখনই আমরা ফলপ্রসূ হতে পারি।

যেমন উদাহরণ, খ্রীষ্টিয় পরিচর্যায়, আমরা যেন আমাদের মান-মর্যাদার প্রতি মারা যাই যাতে আমরা ঈশ্বরের দ্বারা অলৌকিক ভাবে ব্যবহৃত হতে পারি। প্রত্যেক বার যখন আমরা পবিত্র আত্মার কাছে নিজেদের সঁপে দিই, আত্মার বরদানে কার্যকারী হওয়ার জন্য - তখন আমরা নিজেদের প্রতি মারা যাই। বিশ্বাসে পদক্ষেপ নেওয়ার আগে আমাদেরকে নিজেদের প্রতি মারা যেতে হবে। আমরা সম্পূর্ণ ভাবে পবিত্র আত্মার উপর নির্ভরশীল। আমরা আমাদের সম্মান ও মর্যাদাকে ঝুঁকির মুখে ফেলি কারণ যদি আমরা কোনো ভুল করি, তাহলে ভাক্ত ভাববাদী নাম পাওয়ার বিপদের মুখে পড়তে পারি! কিন্তু, আমিত্বকে পাশে রেখে, পদক্ষেপ নেওয়া ও আত্মায় প্রবাহিত হওয়ার জন্য বিশ্বাসের প্রয়োজন। তাঁর বরদানগুলিকে আমাদের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করার জন্য, ঈশ্বরের লোকেদের প্রয়োজনগুলির প্রতি

পরিচর্যা করার জন্য বিশ্বাসের প্রয়োজন। আত্মায় প্রবাহিত হওয়ার জন্য নিজের কাছে মারা যাওয়া আবশ্যক। নিজেকে রক্ষা করার প্রবণতা ফলস্বরূপ পবিত্র আত্মার আকাঙ্ক্ষাকে সীমিত করে তোলে।

আত্ম-অপমান (নিজেকে নিচু করার মধ্যে দিয়ে একটি ভাল বোধ করা)

আমিত্বের আরও একটি বহিঃপ্রকাশ আগের তিনটি প্রকাশের থেকে বিপরীত মনে হতে পারে, এবং এটাকে আমরা "আত্ম-অপমান" নাম দিয়েছি। নম্র হওয়া অপরিহার্য। কিন্তু, এমনও নম্রতা আছে যা দেখতে প্রকৃত নম্রতার মতো কিন্তু সেটার জন্ম আমিত্ব থেকে। এটাকে আমরা "আত্ম-অপমান" নাম দিয়েছি—একটি অনুভূতি যখন লোকেরা নিজেদেরকে নিচু করাতে পেয়ে থাকে। তারা ভাল বোধ করে যখন তারা নিজেদের সম্বন্ধে নিম্ন আলোচনা করে, দরিদ্র, নিকৃষ্ট হওয়ার বিষয়ে কথা বলে। তারা যে খুব একটা ভাল নয়, সেটা ভেবে তারা ভাল বোধ করে! তারা মনে করে যে এটাই হল নম্রতা এবং এর জন্য ঈশ্বর তাদেরকে গ্রহণ করবেন! যেমন উদাহরণ, যখন আমাদেরকে একটি ভাল গানের জন্য প্রশংসা করা হয়, তখন আমরা যেন সেই প্রশংসাটি গ্রহণ করি এবং ঈশ্বরকে দিয়ে দিই, কিন্তু যেন এটা না বলি যে আমরা ত গানই করতে পারি না! এটা হবে একটা মিথ্যা নম্রতা যেটার মধ্যে আমিত্ব পরিপূর্ণ রয়েছে। বরং, আমরা যেন বিনম্র ভাবে প্রশংসা গ্রহণ করি এবং সেই প্রশংসা ঈশ্বরকে ফেরত দিয়ে দিই। এটাই হবে সাড়া দেওয়ার সঠিক উপায়।

2 করিন্থীয় 3:5
আমরা যে আপনারাই কিছুর মীমাংসা করিতে নিজ গুণে উপযুক্ত তাহা নয়; কিন্তু আমাদের উপযোগিতা ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন।

রোমীয় 15:15-19
15 তথাপি তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি বলিয়া কয়েকটী বিষয় অপেক্ষাকৃত সাহসপূর্ব্বক লিখিলাম, কারণ ঈশ্বরকর্ত্তৃক আমাকে এই অনুগ্রহ দত্ত হইয়াছে,
16 যেন আমি পরজাতীয়দের নিকটে খ্রীষ্ট যীশুর সেবক হইয়া, ঈশ্বরের সুসমাচারের যাজকত্ব করি, যেন পরজাতীয়েরা পবিত্র আত্মাতে পবিত্রীকৃত উপহাররূপে গ্রাহ্য হয়।
17 অতএব খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় বিষয়ে আমার শ্লাঘা করিবার অধিকার আছে।
18 কেননা আমি সে বিষয়ে এমন একটী কথাও বলিতে সাহস করিব না, যাহা পরজাতীয়দিগকে আজ্ঞাবহ করণার্থে খ্রীষ্ট আমা দ্বারা সাধন করেন নাই;
19 তিনি বাক্যে ও কার্য্যে, নানা চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণের পরাক্রমে, পবিত্র আত্মার পরাক্রমে এইরূপ সাধন করিয়াছেন যে, যিরূশালেম হইতে ইল্লুরিকা পর্য্যন্ত চারিদিকে আমি খ্রীষ্টের সুসমাচার সম্পূর্ণরূপে প্রচার করিয়াছি।

যদিও আমরা সম্পূর্ণ ভাবে অবগত যে আমাদের পর্যাপ্ততা ঈশ্বর থেকে আসে, আমরা যেন একটা মিথ্যা নম্রতার রূপ ধারণ না করি, যেখানে আমরা ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা, উপাদান, বরদান, আহ্বান ও পরিচর্যাগুলিকে স্বীকৃতি দিই না। পৌল এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি সাহসের সাথে কথা বলতেন এবং তিনি অবগত ছিলেন যে ঈশ্বর তাকে আহ্বান করেছেন একজন পরিচর্যাকারী হওয়ার জন্য। ঈশ্বর পৌলের মধ্যে দিয়ে যা কিছু করেছেন, সেইগুলির বিষয়ে তিনি "শ্লাঘা" করেছেন্তিনি একটা মিথ্যা নম্রতার অভিনয় করে চলাফেরা করেননি।

মোশি এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি দুটো চূড়ান্ত উদাহরণ দেখিয়েছিলেন। যখন তিনি শুরু করেছিলেন, তিনি অত্যন্ত আত্ম-বিশ্বাসী ছিলেন। ফরৌণের বাড়িতে প্রশিক্ষণ লাভ করে, মোশি *"কথায় ও কাজে বীর ছিলেন"।* যখন তিনি জানলেন যে ঈশ্বর তাকে বেছে নিয়েছেন ইব্রীয়দের মিশরীয়দের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য, তখন তিনি মনে করেছিলেন যে নিজের শক্তিতে তা করতে পারবেন। আত্ম বিশ্বাসী হয়ে ও নিজের উপর নির্ভর করে তিনি বেড়িয়ে পড়লেন (প্রেরিত্ 7:22-25)। ঈশ্বর সেই বিষয়টিকে নিয়ে মোকাবিলা করলেন, এবং মোশি মরুভূমিতে এসে পড়লেন। চল্লিশ বছর পর, তিনি নিজেকে এতটাই অপদস্থ মনে করেছিলেন যে তিনি ঈশ্বরের দেওয়া কাজটিকে করতে চাননি ও তার অক্ষমতার অজুহাত দিয়েছিলেন। তিনি ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ করেছিলেন অন্য কাউকে পাঠানোর জন্য। এটা ঈশ্বরকে রাগিয়ে দিয়েছিল (যাত্রাপুস্তক 4:13-14)।

অনেক সময়ে, আমাদের নম্রতার অভিনয় ঈশ্বরকে ক্রোধান্বিত করে তোলে। আমরা মনে করতে পারি যে আমরা নম্র, কিন্তু অবশেষে ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করতে পারি। আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে সেই সব কিছু যা ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন এবং মিথ্যা নম্রতায় যেন না চলি। আত্ম-অপমানের শেকড়ে কুড়ালি লাগিয়ে রাখুন এবং ঈশ্বরেতে প্রত্যয়ী হন।

নিজের প্রতি মারা যাওয়া—প্রেরিত পৌলের সাক্ষ্য

গালাতীয় 2:20
খ্রীষ্টের সহিত আমি ক্রুশারোপিত হইয়াছি, আমি আর জীবিত নই, কিন্তু খ্রীষ্টই আমাতে জীবিত আছেন; আর এখন মাংসে থাকিতে আমার যে জীবন আছে, তাহা আমি বিশ্বাসে, ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাসেই, যাপন করিতেছি; তিনিই আমাকে প্রেম করিলেন, এবং আমার নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন।

ফিলিপীয় 1:21
কেননা আমার পক্ষে জীবন খ্রীষ্ট, এবং মরণ লাভ।

ফিলিপীয় 3:7
কিন্তু যাহা যাহা আমার লাভ ছিল, সে সমস্ত খ্রীষ্টের নিমিত্ত ক্ষতি বলিয়া গণ্য করিলাম।

2 করিন্থীয় 5:14-15
14 কারণ খ্রীষ্টের প্রেম আমাদিগকে বশে রাখিয়া চালাইতেছে; কেননা আমরা এরূপ বিচার করিয়াছি যে, এক জন সকলের জন্য মরিলেন, সুতরাং সকলেই মরিল;
15 আর তিনি সকলের জন্য মরিলেন, যেন, যাহারা জীবিত আছে, তাহারা আর আপনাদের উদ্দেশে নয়, কিন্তু তাঁহারই উদ্দেশে জীবন ধারণ করে, যিনি তাহাদের জন্য মরিয়াছিলেন, ও উত্থাপিত হইলেন।

খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসী হিসেবে, আমরা আর "নিজের" জন্য জীবন যাপন করি না। আমরা সেই ব্যক্তির জন্য জীবন যাপন করি যিনি আমাদের প্রেম করেছেন ও আমাদের জন্য মারা গিয়েছেন। *"আমি আর জীবিত নই, কিন্তু খ্রীষ্টই আমাতে জীবিত আছেন"*—এটাই হল আমাদের মূল বিষয়বস্তু। এর অর্থ এই যে আমরা "আমিত্বকে"—স্বার্থপর আকাঙ্ক্ষা, স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্ক্ষা, নিজেকে উন্নত করা, নিজেকে রক্ষা করা, এবং আরও কিছু বিষয়গুলিকে পাশে সরিয়ে রাখতে ইচ্ছুক এবং সেই কাজগুলি করতে ইচ্ছুক যা প্রভু আমাদের দিয়ে করাতে চান।

1 করিন্থীয় 15:31-32
31 ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদের বিষয়ে আমার যে শ্লাঘা, তাহার দোহাই দিয়া বলিতেছি, আমি প্রতিদিন মরিতেছি।
32 ইফিষে পশুদের সহিত যে যুদ্ধ করিয়াছি, তাহা যদি মানুষের মত করিয়া থাকি, তবে তাহাতে আমার কি ফল দর্শে? মৃতেরা যদি উত্থাপিত না হয়, তবে "আইস, আমরা ভোজন পান করি, কেননা কল্য মরিব"।

পৌল বলেছেন, *"আমি প্রতিদিন মরি"।* তিনি একটি ক্রুশারোপিত জীবন যাপন করেছিলেন। এটি সত্য যে প্রত্যেক দিন তার জীবন বিপদগ্রস্ত ছিল ও তার তাড়নাকারীদের কারণে প্রতিদিন মৃত্যুর সামনাসামনি করতেন। তবুও তিনি যে জীবনটি যাপন করেছিলেন সেটা একটা ক্রুশারোপিত জীবন ছিল। নিজের প্রতি মৃত্যু বরণ করা একটি এককালীন ঘটনা নয়। আমাদেরকে প্রতিদিন ক্রুশ বহন করতে হবে (লুক 9:23) কারণ আমরা যদি তা না করি, তাহলে আমরা খ্রীষ্টের শিষ্য হতে পারব না (লূক 14:27)।

ক্রুশ বহন করা কথাটির অর্থ কী? অনেকসময়ে ক্রুশ বহন করার কথা বলার সময়ে লোকেরা একটি চিত্র এঁকে থাকে যেখানে একজন ব্যক্তি এই জগতকে ত্যাগ করেছে এবং একজন তপস্বীর জীবন যাপন করে। কিন্তু "ক্রুশ বহন করা" বাহ্যিক বিষয়ের চেয়েও আমাদের অভ্যন্তরীণ মানুষ সম্পর্কিত একটি বিষয়। ক্রুশ হল মৃত্যু বরণ করার একটি স্থান - নিজের প্রতি মৃত্যু বরণ করা। একজন ব্যক্তি শারীরিক

আরাম ছাড়াও একটি কুঁড়েঘরে বাস করতে পারে এবং তবুও নিজের ইচ্ছা, নিজের রাজত্ব, আত্ম-কেন্দ্রিক, স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনুধাবন করা, ও নিজেকে উন্নত করার একটি জীবন যাপন করতে পারে। সুতরাং, এটা প্রকৃত অর্থে "ক্রুশ বহন করা" নয়। আরেকজন ব্যক্তি একটি সুন্দর বাড়িতে বাস করতে পারে, একটি ভাল গাড়ি চালাতে পারে, এবং তবুও নিজের প্রতি প্রকৃত অর্থে মারা যেতে পারে। সেই ব্যক্তি একটি নম্র আত্মা ধারণ করতে পারে যা আমিত্ব থেকে স্বাধীন। তাই "তোমার ক্রুশ বহন কর" ও "নিজের প্রতি মারা যাও" আমাদের অভ্যন্তরীণ মানুষ সম্পর্কিত, আমাদের বাহ্যিক ধর্ম-কর্ম সম্পর্কিত নয়।

2 করিন্থীয় 4:5
বস্তুতঃ আমরা আপনাদিগকে নয়, কিন্তু খ্রীষ্ট যীশুতেই প্রভু বলিয়া প্রচার করিতেছি, এবং আপনাদিগকে যীশুর নিমিত্ত তোমাদের দাস বলিয়া দেখাইতেছি।

আমরা কাকে প্রচার করছি, ঘোষণা করছি ও মহিমান্বিত করছি? নিজেদেরকে অথবা যীশুকে? সবকিছুর শেষে, লোকেরা যদি যীশুর বিষয়ে আলোচনা না করে আমাদের বিষয়ে আলোচনা করতে করতে চলে যায়, তাহএল আমরা প্রকৃত অর্থে যীশুকে প্রচার করিনি। লোকেরা যদি যীশুর কাছে আকর্ষিত হওয়ার পরিবর্তে আমাদের প্রতি আকর্ষিত হয়, তাহলে আমরা প্রকৃত অর্থে যীশুকে প্রচার করিনি।

এই বিষয়টিকে প্রতিদিনের জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলা

পরিবারে—স্বামী ও স্ত্রী হিসেবে

প্রত্যেক বার যখনই আমরা আমাদের অধিকার ত্যাগ করি, যেমন সেবা পাওয়ার অধিকার, আমাদের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার অধিকার, আমাদের কথা শোনার অধিকার—ততবার আমরা নিজেদের প্রতি মারা গিয়ে থাকি!

পরিবর্তে কোনো কিছু না পাওয়ার আশা করেই দেওয়ার ক্ষমতাকে গড়ে তুলুন (লূক 6:30)।

প্রতিক্রিয়া দেখানোর পরিবর্তে ক্ষমা করার ক্ষমতাকে গড়ে তুলুন। পাল্টা আক্রমণ করবেন না।

পরিবর্তে কোনো কিছু পাওয়ার আশা না করেই প্রেম করার ক্ষমতাকে গড়ে তুলুন। এইরকম কথা বলতে শিখুন, "তুমি যদি আমাকে প্রেম নাও কর তবুও আমি তোমাকে প্রেম করবো"। এটাই হল প্রকৃত আগাপে প্রেম! আগাপে প্রেম নির্ভর করে না যে তার নিজের "ভালোবাসার ভাণ্ডার" সর্বদা পূর্ণ থাকছে কিনা। আগাপে প্রেম ঈশ্বর থেকে শুরু হয় এবং শুধু একটিমাত্র "প্রেমের ভাষা" বলে - পরিবর্তে কোনো কিছু পাওয়ার আশা না করেই প্রেম করার ক্ষমতা। আগাপে প্রেম নির্ভর করে না যে আপনি কতটা দিচ্ছেন, কতটা স্পর্শ করছেন, প্রশংসার বাক্যের উপর অথবা এই প্রকারের বিষয়ের উপর! যদিও এই বিষয়গুলি খুব ভাল এবং অবশ্যই করা উচিৎ, মনে রাখবেন আমাদের আহ্বান করা হয়েছে ঈশ্বরের মতো প্রেমে চলার জন্য! এমন এক প্রেম যেটা পরিবর্তে কোনো কিছুর পাওয়ার আশা না করেই প্রেম করে!

পরিবারে—পিতামাতা হিসেবে

আমরা যেন আমাদের স্বার্থপর স্বপ্নগুলি আমাদের সন্তানদের উপর চাপিয়ে না দিই। আমাদের যেন অবশ্যই সাহস থাকে ঈশ্বরের কথা শোনার ও আমাদের সন্তানদের উৎসাহিত করার তাদের জীবনে ঈশ্বরের আহ্বানকে অনুধাবন করতে। আমরা যেন আমাদের সন্তানদের মধ্যে দিয়ে আমাদের স্বপ্নকে পূর্ণ করার চেষ্টা করার মতো ভুল কাজ না করি। এটা একটা স্বার্থপর বিষয় হবে। আমাদের সন্তানদের ছেড়ে দিন যাতে তারা তাদের জীবনে ঈশ্বরের আহ্বানকে অনুধাবন করতে পারে। আমরা যেন আমাদের সন্তানদের মধ্যে দিয়ে একটি "দ্বিতীয়" জীবন যাপন করার চেষ্টা না করি।

পরিবারে—সন্তান হিসেবে

নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী চলবেন না ও বিরোধী হবেন না। বাধ্য হতে শেখার মধ্যে দিয়ে নিজের প্রতি মারা যান!

নিজের প্রয়োজন ও অনুভূতির মধ্যে আবদ্ধ থাকার পরিবর্তে, আপনার বাবা-মায়ের অনুভূতি ও প্রয়োজনগুলিকে বিবেচনা করে দেখুন!

স্কুলে/কলেজে (কিশোর/যুবক)

আপনার বন্ধু ও সহপাঠীদের প্রতি প্রেমেতে চলুন। পাল্টা আক্রমণ করার পরিবর্তে প্রেম ও ক্ষমা করুন।

অন্যের জন্য আপনার সুযোগকে ছেড়ে দিন। সেই সুযোগটিকে একটি বীজ হিসেবে রোপণ করুন এবং আপনার পুরষ্কারের জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করুন!

কর্মক্ষেত্রে

আসুন, আমাদের নিজেদের ধারণাটিকে ধরে থাকার পরিবর্তে বশীভূত হতে শিখি।

আমাদের ভুলগুলিকে স্বীকার করি। যখন আমরা ভুল করি তখন যেন সেটা মেনে নিতে ভয় না পাই। ক্ষমা চাওয়ার জন্য আমরা যেন যথেষ্ট সাহসী হই। যখন আমরা আমাদের অহংকারকে ধ্বংস করি, তখন নিজের প্রতি সহস্র মৃত্যু মারা যাই!

মণ্ডলীতে

আসুন, আমরা যেন মণ্ডলীতে পদের জন্য, প্রাধান্য পাওয়ার জন্য ও স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা না করি। আমরা যাই করি না কেন, একটি নিঃস্বার্থ, সেবক মন নিয়ে তা করি। আমরা নিজেদের স্মরণ করাই যে যদি আমরা নিজেদেরকে উচ্চকৃত করার চেষ্টা করি, তাহলে আমাদের অবনত করা হবে কিন্তু যদি আমরা নিজেদের অবনত করি তাহলে আমাদেরকে উচ্চকৃত করা হবে (লূক 14:6-11)।

আসুন, আমরা যেন নিজেদেরকে, আমাদের দক্ষতাকে, বরদানগুলিকে, অভিষেককে অথবা আহ্বানকে উন্নীত করার চেষ্টা না করি। আমাদের কথা ও কাজের মধ্যে দিয়ে শুধুমাত্র যীশুকেই যেন মহিমান্বিত করি।

আমাদের কথা শোনা, আমাদের দেখতে পাওয়া, চিহ্নিত হওয়া, ও স্বীকৃতি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাগুলিকে যেন মেরে ফেলতে পারি। আসুন, আমরা যেন নিজেদেরকে গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেওয়ার প্রয়োজনের প্রতি মারা যেতে পারি। আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ঈশ্বরকেই যেন প্রাধান্য দিয়ে থাকি।

আমরা যেন আমাদের সম্মানের প্রতি মারা যাই যাতে ঈশ্বর আমাদেরকে অলৌকিক ভাবে ব্যবহার করতে পারেন।

পরিচর্যাতে

স্বামীরা যারা পরিচর্যা কাজ করার জন্য আহূত, তারা যেন সাবধান থাকে তাদের স্ত্রীদেরকে তাদের আহ্বানকে ত্যাগ করে পরিচর্যাতে যুক্ত হওয়ার জন্য জোর না করার বিষয়ে, বিশেষ করে তারা যদি পরিচর্যার জন্য বিশেষ ভাবে আহূত অনুভব না করে। এটা একটা

স্বার্থপর বিষয় হবে। বরং, স্ত্রীদেরকে যেন অনুমতি দেওয়া হয় ও উৎসাহিত করা হয় তাদের জীবনে ঈশ্বরের আহ্বানকে অনুধাবন করার জন্য, সেটা যদি পেশাগত ক্ষেত্রেও হোক না কেন।

যখন আমরা যারা শারীরিক আরাম পাওয়াতে অভ্যস্ত, গ্রামে পরিচর্যা করতে যাই, সেখানেও আমরা যেন মানিয়ে নিতে শিখি ও যা কিছু সুযোগ সুবিধা আমাদের দেওয়া হবে, সেটাতেই যেন সন্তুষ্ট থাকি। আমরা যেন আরাম পাওয়ার জন্য দাবী না করি। যদিও এটা আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত কঠিন হবে, তবুও নিজের প্রতি মারা যাওয়ার এটা একটা ভাল সুযোগ!

অনুতাপ ও নিজের প্রতি মারা যাওয়া

আমরা যদি ঈশ্বরের সাথে আরও উঁচু স্তরে গমনাগমন করি, তাহলে আমরা যেন সেই বিষয়গুলিকে ত্যাগ করার জন্য প্রথমে ইচ্ছুক হই যা আমাদেরকে সেই স্থানে পৌঁছতে বাধা দিয়ে থাকে। আমরা যেন এমন একটা স্থানে আসি যেখানে নিজের থেকে অনেক দূরে সরে আসি। আমরা যদি নিজের মধ্যে বদ্ধমূল থাকি তাহলে ঈশ্বরকে সেই মহিমা দিতে পারব না যা তিনি পাওয়ার একমাত্র যোগ্য। *"যেন কোন মর্ত্ত্য ঈশ্বরের সাক্ষাতে শ্লাঘা না করে"* (1 করিন্থীয় 1:29)। আমরা যেন বাপ্তিস্ম দাতা যোহনের মতো হই এবং এই প্রকারের কথা বলার জন্য ইচ্ছুক হই, *"উহাকে বৃদ্ধি পাইতে হইবে, কিন্তু আমাকে হ্রাস পাইতে হইবে"* (যোহন 3:30)। আমরা যেন ঈশ্বরকে অনুমতি দিই আমাদের গভীরতম চিন্তাভাবনাগুলিকে দেখার এবং পরীক্ষা করার যে আমাদের কোনো কাজগুলি কোনো ভাবে আমিত্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত কিনা। *"হে ঈশ্বর, আমাকে অনুসন্ধান কর, আমার অন্তঃকরণ জ্ঞাত হও; আমার পরীক্ষা কর, আমার চিন্তা সকল জ্ঞাত হও; আর দেখ, আমাতে দুষ্টতার পথ পাওয়া যায় কি না, এবং সনাতন পথে আমাকে গমন করাও"* (গীতসংহিতা 139:23-24)। আসুন, আমরা আমাদের অনুপ্রেরণা ও উদ্দেশ্যগুলিকে নিরীক্ষণ করি। আমাদের উদ্দেশ্যগুলি যদি নিজেকে উন্নত করার, স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অথবা নিজের সুরক্ষার আকাঙ্ক্ষা থেকে উৎপন্ন হয়, তাহলে আমরা যেন নিজেদেরকে থামাই। আমাদের জীবনে আমিত্বের শেকড়টির সাথে মোকাবিলা না করে সামনে অগ্রসর হওয়ার প্রচেষ্টা যেন না করি। আসুন, প্রভুকে বলি আমাদের হৃদয়কে পরিবর্তন করতে।

আসুন, আমরা আমিত্বের শেকড়টিকে নিয়ে মোকাবিলা করি; আমাদের ভুল উদ্দেশ্যগুলিকে, প্রাধান্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে, স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলিকে এবং নিজেকে সন্তুষ্ট করার ইচ্ছাগুলিকে ক্রুশারোপিত করি। আসুন, আমরা যেন ঈশ্বরের সাক্ষাতে স্বচ্ছ থাকি এবং পবিত্র আত্মাকে আমাদের জীবনে একটি গভীর পরিষ্কার করার কাজ করতে দিই।

প্রার্থনা

পিতা, আমি স্বীকার করি যে আমার উদ্দেশ্যগুলি সর্বদা সরল ও পবিত্র নয়। এমন সময়েও গিয়েছে যখন আমি নিজেকে উন্নত করার আকাঙ্ক্ষা করেছি। এমনও সময় গিয়েছে যখন আমি সেই মহিমাকে স্পর্শ করেছি যা শুধুমাত্র তোমার। এমনও সময় গিয়েছে যখন আমি আমার জন্য তোমার পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যগুলিকে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়েছি এবং পরিবর্তে আমার নিজের ইচ্ছাগুলিকে অনুধাবন করেছি।

পিতা, আমি একটা আমিত্ব থেকে স্বাধীন জীবন যাপন করতে চাই। প্রভু আমি প্রার্থনা করি যে তুমি আমার আমিত্বের শেকড়ে কুড়ালি লাগিয়ে রাখো। নিজের প্রতি মারা যেতে ও তোমার জন্য জীবন যাপন করতে আমাকে সাহায্য কর।

আমার উদ্দেশ্যগুলিকে শুচিশুদ্ধ কর। নিজেকে নম্র করার অনুগ্রহ প্রদান কর, যাতে আমি জানতে পারি যে তুমি আমাকে সঠিক সময়ে উন্নীত করবে। আমি যেন মানুষের থেকে প্রশংসা পাওয়ার আশা না করি কিন্তু সেই স্বীকৃতি পাওয়ার আশা করি যা শুধুমাত্র তোমার কাছ থেকে আসে।

পিতা, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই যে তুমি তোমার আত্মা দ্বারা আমার মধ্যে কাজ করছ। যীশুর নামে এই প্রার্থনা চাই, আমেন!

গাছের মূলে কুড়ালি লাগানো

আমিত্ব • **হিংসা** • অহংকার • অভিলাষ

2. হিংসার মূলে কুড়ালি লাগানো

“হিংসা”-র আরেক নাম হল “ঈর্ষা”। জীবনে কিছু বিষয় থাকে যা আমাদের জন্য অত্যন্ত বিপদজনক হয়ে উঠতে পারে এবং সেইগুলির মধ্যে একটি হল হিংসা। আমাদের অনেকেই এটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যে এটা কতটা গুরুতর একটি বিষয় হতে পারে। অনেকসময়ে আমরা এটাকে এড়িয়ে যাই একটি ব্যক্তিত্বের লড়াই নাম দিয়ে। কিন্তু, এটা এর চেয়েও বেশী কিছু এবং অত্যন্ত গুরুতর ভাবে এটার সাথে মোকাবিলা করার প্রয়োজন আছে। এই অধ্যায়ে, আমরা বোঝার চেষ্টা করবো যে হিংসা কী, এর গুরুত্ব এবং তারপর এটাকে কীভাবে মোকাবিলা করতে হয় সেই বিষয়ে দেখবো। ঈশ্বরের বাক্য আমাদেরকে স্পষ্ট ভাবে বুঝতে সাহায্য করবে যে হিংসা কী। আমরা যেন পবিত্র আত্মাকে অনুমতি দিই হিংসাকে শেকড় থেকে উপড়ে ফেলে দিতে, যাতে আমাদের প্রত্যেকেই যেন এটা থেকে মুক্ত হতে পারি।

গালাতীয় 5:19-21
19 আবার মাংসের কার্য্য সকল প্রকাশ আছে; সেগুলি এই—বেশ্যাগমন,
20 অশুচিতা, স্বৈরিতা, প্রতিমাপূজা, কুহক, নানা প্রকার শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, রাগ, প্রতিযোগিতা, বিচ্ছিন্নতা,
21 দলভেদ, মাৎসর্য্য, মত্ততা, রঙ্গরস ও তৎসদৃশ অন্য অন্য দোষ। এই সকলের বিষয়ে আমি তোমাদিগকে অগ্রে বলিতেছি, যেমন পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, যাহারা এই প্রকার আচরণ করে, তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না।

উভয় হিংসা ও ঈর্ষাকে উপরের শাস্ত্রাংশে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা এর গুরুত্বকে উপলব্ধি করি যখন আমরা পড়ি যে যারা হিংসা ও ঈর্ষায় চলাফেরা করে, তারা *“ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকার পাইবে না”।* বাইবেল স্পষ্ট ভাবে বলে যে যারা এই প্রকারের মধ্যে অনবরত বসবাস করে তারা ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী হবে না। এটি একটি অত্যন্ত স্পষ্ট, গুরুতর একটি বিষয় যেটার সাথে অবশ্যই মোকাবিলা করা উচিৎ।

আমরা প্রায়ই সমস্ত স্থানে হিংসার সম্মুখীন করে থাকি - ভাই-ভাইয়ের মধ্যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, কর্মচারীদের মধ্যে, কর্মকর্তাদের মধ্যে এবং এই প্রকারের অনেক সম্পর্কের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি। বন্ধু ও সহপাঠীদের মধ্যে হিংসা থাকতে পারে। মণ্ডলীতে ঈশ্বরের লোকেদের মধ্যে হিংসা পাওয়া যেতে পারে এবং এমনকি ঈশ্বরের পরিচর্যাকারীদের মাঝেও।

হিংসার সাথে অবশ্যই মোকাবিলা করতে হবে

1 করিন্থীয় 3:3
কারণ এখনও তোমরা মাংসিক রহিয়াছ; বাস্তবিক যখন তোমাদের মধ্যে ঈর্ষা ও বিবাদ রহিয়াছে, তখন তোমরা কি মাংসিক নও, এবং মানুষের রীতিক্রমে কি চলিতেছ না?

এখানে, পৌল পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ, পরভাষায় কথা বলা বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন—যারা আত্মায় চলার বিষয়ে জানে—এবং তাদেরকেই “মাংসিক” বলে সম্বোধন করেছেন কারণ তাদের মধ্যে ঈর্ষা, বিবাদ, ও হিংসা ছিল। এই লোকেরা তবুও তাদের মাংস দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল।

ফিলিপীয় 1:15-17
15 সত্য, কেহ কেহ, এমন কি, মাৎসর্য্য ও বিবাদেচ্ছা প্রযুক্ত, আর কেহ কেহ সুবাসনা প্রযুক্ত খ্রীষ্টকে প্রচার করিতেছে।
16 ইহারা প্রেমে করিতেছে, কারণ জানে যে, আমি সুসমাচারের পক্ষ সমর্থন করিতে নিযুক্ত রহিয়াছি।
17 কিন্তু উহারা প্রতিযোগিতা বশতঃ খ্রীষ্টকে প্রচার করিতেছে, বিশুদ্ধ ভাবে নয়, আমার বন্ধন ক্লেশযুক্ত করিবে মনে করিতেছে।

পৌল বলেছেন যে খ্রীষ্টকে প্রচার করার মতো আত্মিক কাজগুলিও হিংসা থেকে উৎপন্ন হতে পারে। যদিও খ্রীষ্টকে প্রচার করা একটি সঠিক কাজ, কিন্তু যখন এটা হিংসা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, তখন এটা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সঠিক নয়। একজন প্রচারকের টেলিভিশনে আসার

প্রধান উদ্দেশ্য হল যে অন্য একজন প্রচারক টেলিভিশনে আছেন, তাহলে তার উদ্দেশ্য ভুল। ঈশ্বরের জন্য উদ্যোগী হওয়ার সময়ে ও তাঁর বাক্যকে প্রচার করার আকাঙ্ক্ষা করার সময়েও আমাদের উদ্দেশ্য যদি হিংসা হয়, তাহলে এটা অত্যন্ত বিপদজনক। হিংসা হল একটি মাংসের কাজ এবং যা কিছু হিংসার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে করা হয়ে থাকে - সেটা যতই আত্মিক কাজ হোক না কেন - সেটা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে না কারণ রোমীয় ৪:৪ পদে লেখা আছে, *"আর যাহারা মাংসের অধীনে থাকে, তাহারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না"।*

গণনাপুস্তক 5:14 এক স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে হিংসার কথা বলে। (তাই, অনেকসময়ে হিংসার উৎস মন্দ আত্মার থেকে হতে পারে, যেটা হিংসার আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারে)।

বাইবেলের মধ্যে হিংসার বিভিন্ন উদাহরণ

বাইবেলের মধ্যে হিংসার বহু উদাহরণ দেওয়া আছে।

কয়িন ও হেবল

কয়িন ও হেবলের পেশা আলাদা ছিল। কয়িন একজন কৃষক ছিলেন কিন্তু হেবল একজন মেষপালক ছিলেন। তারা দুজনেই ঈশ্বরের কাছে নৈবেদ্য নিয়ে এসেছিলেন। কয়িন ভূমির ফসল নৈবেদ্য হিসেবে এনেছিলেন এবং হেবল একটি পশুকে নৈবেদ্য হিসেবে এনেছিলেন। ঈশ্বর হেবলের নৈবেদ্যকে গ্রহণ করেছিলেন যেটা কয়িনের মধ্যে হিংসার জন্ম দিয়েছিল। বাইবেল বলে যে কয়িন রেগে গিয়েছিলেন ও হিংসা করেছিলেন, এবং ফলস্বরূপ, তার নিজের ভাইকে হত্যা করেছিলেন (আদিপুস্তক 4:1-9)।

যোষেফ ও তার ভাইয়েরা

যদিও যাকোবের 12টি ছেলে ছিল, তিনি যোষেফকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতেন, এবং এটা তার ভাইয়দের মধ্যে হিংসার জন্ম দিয়েছিল। এটা যেন পিতামাতাদের কাছে একটা সতর্কবার্তা হিসেবে কাজ করে যে তারা যেন তাদের সন্তানদের মাঝে পক্ষপাতিত্ব না করে, কাউকে বিশেষ বলে গণনা না করে, কারণ এটা ভাই ও বোনেদের মধ্যে হিংসাকে জন্ম দিতে পারে। যাকোব যোষেফকে একটি রঙিন পোশাক দিয়েছিলেন। এ ছাড়াও, যোষেফ স্বপ্ন দেখেছিলেন যেটা তার একটা সম্মানের স্থানে পৌঁছনোর বিষয়ে বলে। এই সবকিছু যোষেফের ভাইদের মধ্যে তার বিরুদ্ধে হিংসার জন্ম দিয়েছিল, এমনকি সেই পর্যায় পর্যন্ত যেখানে তারা তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। ঈশ্বরের হস্তক্ষেপে, যোষেফ মিশরে গিয়ে পৌঁছলেন (আদিপুস্তক 37:3-4,8; প্রেরিত্ 7:9)।

শৌল ও দায়ূদ

1 শমূয়েল 18:5-30 পদে লেখা ঘটনাটি সেই হিংসার কথা বর্ণনা করে যা রাজা শৌল ও দায়ূদের মধ্যে তৈরি হয়েছিল। দায়ূদ একজন মেষপালক হওয়া সত্ত্বেও গোলিয়াৎকে হত্যা করেছিলেন ঈশ্বরের সাহায্যে। দায়ূদ যখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরছিলেন, লোকেরা দায়ূদের ও রাজা শৌলের প্রশংসায় গান করছিল। তারা বলছিল যে শৌল সহস্র জনকে হত্যা করেছে, কিন্তু দায়ূদ দশ সহস্র জনকে হত্যা করেছে। শৌল হিংসা করতে শুরু করলেন কারণ লোকেরা দায়ূদকে বেশী সম্মান ও মর্যাদা দিচ্ছিল। এটাই ছিল শৌলের হৃদয়ে হিংসার জন্ম নেওয়ার প্রথম বীজ, যা তাকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল যেখানে সে অবশেষে দায়ূদকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। শৌল পরিকল্পনা করতে লাগলেন দায়ূদকে হত্যা করার। তিনি দায়ূদকে তার সেনাদলের অধিনায়ক করলেন যাতে দায়ূদ যুদ্ধে প্রথম সারিতে থাকে। দায়ূদ যাতে মারা যায়, এই বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করার জন্য দায়ূদকে বলেছিলেন যে তিনি যদি এক সহস্র পলেষ্টিয়দের হত্যা করতে পারেন, তাহলে রাজা তার মেয়েকে দায়ূদের সাথে বিয়ে দেবে।

কিছু মানুষেরা তাদের কর্মক্ষেত্রে হিংসার সম্মুখীন হয়ে থাকে। যে ম্যানেজারের কাছে তারা রিপোর্ট করে সে তাদের জীবনে "রাজা শৌলের" মতো হতে পারে। ম্যানেজার অসুরক্ষিত অনুভব করে যখন তার অধীনে থাকা কর্মচারীরা কাজে বেশী সফল হচ্ছে অথবা তারা ভয় করে যে তাদের অধীনে থাকা কর্মচারীরা তাকে টপকে উঁচু পদে চলে যেতে পারে। ফলস্বরূপ, সেই ম্যানেজারের হৃদয়ে

হিংসা জন্ম নেয়। এই হিংসার পরিণামে, সেই ম্যানেজার আঘাতজনক কথা অথবা কাজ করে থাকতে পারে, এবং তার অধীনে থাকা কর্মচারীদের চিন্তায় ফেলে দিতে পারে যে তারা কোথায় ভুল করেছে।

1 শমুয়েল 18 অধ্যায়ে, আমরা বারংবার লক্ষ্য করেছি যে দায়ূদ বুদ্ধি সহকারে আচরণ করেছিলেন। তিনি পাল্টা আক্রমণ করেননি অথবা শৌলকে তার স্থান দেখিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। বরং, তিনি বুদ্ধি সহকারে আচরণ করেছিলেন, এবং ঈশ্বর হস্তক্ষেপ করেছিলেন ও পরিস্থিতি তাঁর নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিলেন। আপনি যদি কর্মক্ষেত্রে হিংসার সম্মুখীন হয়ে থাকেন, তাহলে পাল্টা আক্রমণ না করা একটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। বুদ্ধি সহকারে আচরণ করুন। ঈশ্বরকে হস্তক্ষেপ করতে দিন—তিনি অবশ্যই তা করবেন!

হিংসার সাথে মোকাবিলা করা

হিংসার সাথে মোকাবিলা করার আগে, আমাদের প্রথমে স্বীকার করতে হবে যে আমাদের হৃদয়ে হিংসা রয়েছে। আমাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষেরা আমাদের হিংসাকে গোপন রাখার চেষ্টা করে থাকি। যেমন উদাহরণ, একজন বন্ধু জানায় যে সে এমন একটা ব্র্যান্ডের গাড়ি কিনেছে যেটা আমাদের গাড়ির চেয়ে বেশী ভাল, সেই সময়ে আমরা সামান্য হলেও ঈর্ষান্বিত হই। সঠিক কাজটি হবে স্বীকার করা যে হিংসা রয়েছে এবং সেটাকে ত্যাগ করা, এবং "ঈশ্বরের প্রশংসা হোক ভাই" কথা বলে সেটাকে গোপন না রাখা। আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা এই অস্বীকারের থেকে বেরিয়ে আসি। অস্বীকারের পিছনে আমাদের হিংসাকে গোপন রাখা সমস্যাটিকে সমাধান করতে সাহায্য করবে না। বরং, ঈশ্বরের সামনে আমাদের অবশ্যই স্বচ্ছ হতে হবে। আমরা ঈশ্বরের কাছে যাচ্ঞা করতে পারি যাতে তিনি আমাদের মধ্যে থেকে হিংসাকে দূর করেন, এবং তিনি তা করবেন! কিন্তু, আমরা যদি অস্বীকার করতেই থাকি, তাহলে এটা দরজা বন্ধ করে দেবে এবং ঈশ্বর হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না ও সাহায্য করতে পারবেন না।

কীভাবে হিংসা প্রকাশ পেয়ে থাকে

হত্যা

কয়িন হিংসার কারণেই হেবলকে হত্যা করেছিলেন (আদিপুস্তক 4:8)। যদিও আমাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষেরা দ্রুত বলে উঠবে যে আমরা কয়িনের হত্যা করার অনুভূতি ভাগ করে নিই না, কিন্তু নীচে দেওয়া পদগুলি লক্ষ্য করলে আমাদের আরও একবার ভাবতে সাহায্য করবে!

মথি 5:21-22
21 তোমরা শুনিয়াছ, পূর্ব্বকালীয় লোকদের নিকটে উক্ত হইয়াছিল, "তুমি নরহত্যা করিও না," আর 'যে নরহত্যা করে, সে বিচারের দায়ে পড়িবে'।
22 কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে কেহ আপন ভ্রাতার প্রতি ক্রোধ করে, সে বিচারের দায়ে পড়িবে; আর যে কেহ আপন ভ্রাতাকে বলে, 'রে নির্ব্বোধ,' সে মহাসভার দায়ে পড়িবে। আর যে কেহ বলে, 'রে মূঢ়,' সে অগ্নিময় নরকের দায়ে পড়িবে।

1 যোহন 3:15
যে কেহ আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে নরঘাতক; এবং তোমরা জান, অনন্ত জীবন কোন নরঘাতকের অন্তরে অবস্থিতি করে না।

যীশু বলেছেন যে আমরা যদি কারুর প্রতি বিনা কারণে রেগে গিয়ে থাকি, তাহলে আমরা একজন হত্যাকারীর মতো সমান। যখন আমি অন্য একজন ব্যক্তিকে ঘৃণা করি, তখন আমি একজন হত্যাকারী হয়ে উঠি।

ক্রোধের প্রকাশ

হিতোপদেশ 6:34
যেহেতু অন্তর্জ্বালা স্বামীর চণ্ডতা, প্রতিশোধের দিনে সে ক্ষমা করিবে না

এখানে প্রেক্ষাপট হল যে, যে স্ত্রী ব্যাভিচার করেছে এবং তার স্বামী অত্যন্ত ক্রোধান্বিত। হিংসা তার স্বামীকে ক্রোধান্বিত হতে প্রোৎসাহিত করেছে। আরও অনেক পরিস্থিতি হতে পারে যেখানে হিংসা একজন স্বামীকে ক্রোধান্বিত হওয়ার জন্য প্রোৎসাহিত করতে পারে। প্রায়ই, ক্রোধের প্রকাশ হিংসার কারণে উত্থাপিত হতে পারে। স্বামী ও স্ত্রীদেরকে নিজেদেরকে নিরীক্ষণ করার প্রয়োজন আছে তাদের সঙ্গীর প্রতি তাদের ক্রোধের ক্ষেত্রে। হয়ত, ক্রোধের প্রকাশের কারণ বাস্তবে হিংসা হতে পারে। এই হিংসা হয়ত এই কারণে বেড়ে উঠতে পারে যে স্ত্রী হয়ত স্বামীর থেকে বেশী অর্থ উপার্জন করে এবং স্বামী আপ্রাণ চেষ্টা করছে তার স্ত্রীর সমান-সমান হতে। এই হীনমন্যতার অনুভূতি হয়ত দীর্ঘ সময় ধরে স্বামীর মধ্যে গড়ে উঠেছিল এবং একদিন হঠাৎ ক্রোধের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়ে গিয়েছে।

আমরা হয়ত প্রকাশ্যে দলগত ভাবে আন্তরিক ভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারি কিন্তু তবুও একটা প্রশ্ন আমাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে: কীভাবে আমরা আমাদের বাড়িতে, গোপনে আচরণ করে থাকি? কীভাবে আমরা আমাদের স্বামী অথবা স্ত্রীর সাথে আচরণ করে থাকি? পরিবারে বিভিন্ন পরিস্থিতির প্রতি কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে থাকি? এই প্রশ্নগুলির উত্তর আমাদেরকে হিংসার শেকড়টিকে দেখিয়ে দিতে পারে!

প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য চেষ্টা করা

রোমীয় 12:19-21
19 হে প্রিয়েরা, তোমরা আপনারা প্রতিশোধ লইও না, বরং ক্রোধের জন্য স্থান ছাড়িয়া দেও, কারণ লেখা আছে, "প্রতিশোধ লওয়া আমারই কর্ম্ম, আমিই প্রতিফল দিব, ইহা প্রভু বলেন।"
20 বরং "তোমার শত্রু যদি ক্ষুধিত হয়, তাহাকে ভোজন করাও; যদি সে পিপাসিত হয়, তাহাকে পান করাও; কেননা তাহা করিলে তুমি তাহার মস্তকে জ্বলন্ত অঙ্গারের রাশি করিয়া রাখিবে।"
21 তুমি মন্দের দ্বারা পরাজিত হইও না, কিন্তু উত্তমের দ্বারা মন্দকে পরাজয় কর।

বাইবেল আমাদেরকে প্রতিশোধ নেওয়ার বিষয়ে নিষেধ করে। এই বিষয়টি 1 থিষলনীকীয় 5:15 পদে লেখা আছে, যেটা বলে, *"দেখিও, যেন অপকারের পরিশোধে কেহ কাহারও অপকার না কর, কিন্তু পরস্পরের এবং সকলের প্রতি সর্ব্বদা সদাচরণের অনুধাবন কর"।*

আমরা হয়ত প্রতিশোধ নেওয়ার বিভিন্ন আধুনিক উপায় অবলম্বন করে থাকি। আমাদের কাজগুলি প্রকাশ্যে প্রতিশোধমূলক নাও লাগতে পারে। তবুও, আমাদের হৃদয়কে ঈশ্বরের থেকে লুকিয়ে রাখতে পারব না। বাড়িতে, আমরা কথা বলতে অস্বীকার করতে পারি, এক কাপ কফি সরিয়ে দিতে পারি, অথবা কাপড় ইস্ত্রি করতে অস্বীকার করতে পারি শুধুমাত্র পরিবারে কারুর প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য; কর্মক্ষেত্রে আমরা জরুরী তথ্য আরেকজনের থেকে গোপন রাখতে পারি। এই প্রকারের আচরণ এমনকি পালক ও ঈশ্বরের বাক্যের পরিচর্যাকারীদের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। যেমন উদাহরণ, একজন পালককে আরেকজন সহ পরিচর্যাকারী একটা কনফারেন্সে আমন্ত্রণ করতে পারে এবং তিনি মনে করতে পারেন যে তাকে যথেষ্ট স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। তাই নীরবে সে নিজেকে পিছিয়ে নেবে, এবং প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিনিও এই পরিচর্যাকারীকে তার কোনো একটা সভাতে আমন্ত্রণ করতে পারেন এবং সেখানে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভাবে তার সাথে আরও খারাপ আচরণ করতে পারেন! এই প্রকারের আচরণের মূল কারণ হল হিংসা।

নির্দয় ভাব, খারাপ আচরণ, বিরক্তি প্রকাশ

হিতোপদেশ 27:4
ক্রোধ নিষ্ঠুর ও কোপ বন্যাবৎ, কিন্তু অন্তর্জ্বালার কাছে কে দাঁড়াইতে পারে?

রাগ করা যদি নিষ্ঠুর হয়, তাহলে হিংসা হল দ্বিগুণ নিষ্ঠুর। নির্দয় হওয়া অথবা লোকেদের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করা অনেকসময়ে হিংসার কারণে হতে পারে। পরমগীত ৪:6খ পদে লেখা আছে, *"কেননা প্রেম মৃত্যুর ন্যায় বলবান; অন্তর্জ্বালা পাতালের ন্যায় নিষ্ঠুর; তাহার শিখা অগ্নির শিখা, তাহা সদাপ্রভুরই অগ্নি"।* হিংসা হল মৃত্যুর মতো নিষ্ঠুর। তাই অনেকসময়ে লোকেদের প্রতি আমাদের নির্দয় কথা ও আচরণ হিংসার কারণে হতে পারে। আমরা যেন শুধুমাত্র আচরণকে পরিবর্তন করার চেষ্টা না করি কিন্তু মূল সমস্যাটিকে নিয়ে মোকাবিলা করি। দুই ভাইয়ের মধ্যে নির্দয় কথাবার্তা ও আচরণের কারণ হিংসা হতে পারে।

বিভেদ

এটাও হিংসার দ্বারা তৈরি হয়ে থাকে। অনেক বিভেদ ঘটে থাকে কারণ কোনো একজন ব্যক্তির হৃদয়ে হিংসা উপস্থিত থাকে। অবশেষে এটা ছড়ায় ও পরিণামে বিবাদ ও বিভেদ সৃষ্টি করে।

চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা

সঠিক স্থানে একটি স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা একটি ভাল বিষয়। যেমন উদাহরণ, খেলার মাঠে, প্রতিযোগী মনোভাব রাখা ও জয়ের আকাঙ্ক্ষা করা সঠিক। আপনি আপনার সর্বোত্তম প্রচেষ্টা করেন ও অন্যদেরকে পরাজিত করার চেষ্টা করেন। এই প্রকারের প্রতিযোগিতা ভাল এবং আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ হতে সাহায্য করে। কিন্তু যে ভুলটি আমরা প্রায়ই করে থাকি যে এই প্রকারের প্রতিযোগিতাকে আমরা ঈশ্বরের গৃহে নিয়ে আসি, এবং সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করি। আমাদের আত্মিক জীবনেও প্রতিযোগিতা করে থাকি। যেমন উদাহরণ, একজন ব্যক্তি আরেকজনের তুলনায় বেশী দীর্ঘ উপবাস প্রার্থনা করতে চায় - যেটা সম্পূর্ণ ভাবে একটি প্রতিযোগী মানসিকতা দ্বারা অনুপ্রাণিত। আমরা আরেকজন ব্যক্তির তুলনায় কিছু বড় করতে চাই। চূড়ান্ত আত্মিক প্রতিযোগিতা আমাদেরকে মহান আত্মিক লক্ষ্যকে অর্জন করার জন্য পরিচালনা করতে পারে। কিন্তু, এইগুলি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সন্তোষজনক নয় কারণ এইগুলি হিংসা দ্বারা অনুপ্রাণিত।

বিবাদ এবং তর্ক

হিতোপদেশ 10:12 পদে আমরা লক্ষ্য করেছি যে *"দ্বেষ বিবাদের উত্তেজক"*। এই দ্বেষ অথবা ঘৃণা হিংসা থেকে উৎপন্ন হতে পারে যা পরিণামে বিবাদ সৃষ্টি করে।

নিজেকে একাকী করে দেওয়া, স্বতন্ত্রতা, এবং অসুরক্ষা

হিংসা অসুরক্ষার সৃষ্টি করে এবং একজন মানুষকে একাকী করে দেয় ও স্বতন্ত্র করে দেয়। যেমন উদাহরণ, কিছু পালকেরা তাদের মণ্ডলীর লোকেদের নির্দেশ দেয় যে তারা যেন কিছু পরিচর্যা, পরিচর্যাকারী, এবং এমনকি অন্যান্য বিশ্বাসীদের থেকেও আলাদা করে দেয়। প্রায়ই এটা অসুরক্ষার কারণে হয়ে থাকে, যা হিংসা থেকে উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরের লোকেরা যেন অন্যান্য প্রকৃত পরিচর্যাকারীদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে, ও অন্যান্য মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের সাথে সহভাগীতা করতে নিজেদের যেন স্বাধীন মনে করে।

অতিরিক্ত আগলে রাখা

অনেকসময়ে যেটাকে একটা প্রকৃত চিন্তা মনে হতে পারে, সেটা একটি অতিরিক্ত ভাবে রক্ষা করার বিষয় হতে পারে, যেটা হিংসা থেকে জন্মাতে পারে। যেমন উদাহরণ, একজন স্বামী তার পেশাগত ভাবে দক্ষ স্ত্রীকে রাজি করাতে পারে বাড়িতে থাকার জন্য এবং সে নিজে বাড়ির সমস্ত প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব নেওয়ার অঙ্গীকার করতে পারে। কিন্তু, এই অতিরিক্ত ভাবে রক্ষা করে রাখা হিংসার মূল থেকে জন্মাতে পারে, যেখানে স্বামী হয়ত স্ত্রীয়ের প্রতি হিংসা করে। হয়ত সে হিংসা করে যে তার স্ত্রী কর্মক্ষেত্রে অন্যান্য পুরুষদের সাথে কথাবার্তা বলে। হয়ত সে অসুরক্ষিত অনুভব করছে যে তার স্ত্রী হয়ত তার থেকে বেশী অর্থ উপার্জন করবে। তাই, অতিরিক্ত আগলে রাখার আচরণ সম্ভবত হিংসার কারণে আসতে পারে।

ছোট ছোট বিষয়গুলিকে বড় করে দেখা

অনেক সময়ে, যখন ছোট ছোট বিষয়গুলি প্রয়োজনের চেয়ে বড় হয়ে যায়, তখন এর মূল কারণ হিংসা হতে পারে।

হিংসার পরিণতি

আমাদের হৃদয়ের মধ্যে হিংসাকে বসবাস করতে দেওয়া গুরুতর পরিণতি নিয়ে আসতে পারে। যখন আমরা হিংসার পরিণতি সম্বন্ধে উপলব্ধি করি, তখন আমরা আরও বেশী রাজি হল আমাদের হিংসার শেকড়ে কুড়ালি লাগিয়ে রাখতে!

হিংসা ধ্বংসাত্মক

হিংসা হত্যা করে! *"কারণ মনস্তাপ অজ্ঞানকে নষ্ট করে, ঈর্ষা নির্বোধকে বিনাশ করে"* (ইয়োব 5:2)। আমরা বেশী দীর্ঘ সময় ধরে আঘাত না পেয়ে হিংসাতে চলতে পারি না। হিংসা ধীরে ধীরে, কিন্তু অবশ্যই সেই ব্যক্তিকে ধ্বংস করে যার মধ্যে সে বাস করে।

হিংসা আমাদের সাস্থকে প্রভাবিত করে

"শান্ত হৃদয় শরীরের জীবন; কিন্তু ঈর্ষা সকল অস্থির পচনস্বরূপ" (হিতোপদেশ 14:30)। হৃদয়ের মধ্যে হিংসা আমাদের শারীরিক ও মানসিক সাস্থকে প্রভাবিত করে। অনেক সময়ে, লোকেদের মধ্যে শারীরিক অসুস্থতার মূল কারণ হিংসা হতে পারে।

হিংসা আমাদের দর্শনকে অস্পষ্ট করে তোলে, আমাদের লক্ষ্যকে হারিয়ে ফেলি

হিংসা আমাদের দর্শনকে অস্পষ্ট করে তোলে, আমাদের লক্ষ্যকে হারিয়ে ফেলে ও আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে পরি। *"তোমার মন পাপীদের প্রতি ঈর্ষা না করুক, কিন্তু তুমি সমস্ত দিন সদাপ্রভুর ভয়ে থাক"* (হিতোপদেশ 23:17)। যেমন উদাহরণ, আমাদের কর্মক্ষেত্রে, যখন আমরা সেই লোকেদের উন্নতি করতে দেখি যারা ঈশ্বরকে ভয় করে না, তখন আমরা যেন সাবধান থাকি যাতে আমরা যেন তাদের হিংসা না করি। অধার্মিক লোকেদের উন্নতি দেখে আমাদের হিংসা আমাদের লক্ষ্যকে হারিয়ে ফেলতে পারে।

হিংসা আমাদের অন্ধ করে দেয় ও জ্যোতিকে দেখতে পাওয়া থেকে আমাদের আটকায়

হিংসা প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটি ছিল যার কারণে যীশুকে হত্যা করা হয়েছিল। প্রধান যাজকেরা যীশুর প্রতি হিংসা করেছিলেন। কিন্তু পিলাত তাদের উত্তর দিয়ে বলেছিলেন, *"আমি তোমাদের জন্য যিহূদীদের রাজাকে মুক্ত করিয়া দিব, এই কি তোমাদের বাঞ্ছা?"* কারণ তিনি জানতেন যে মহা যাজকেরা যীশুকে সমর্পন করে দিয়েছিলেন হিংসার কারণে (মার্ক 15:9-10)। মহা যাজকেরা যীশুর প্রতি হিংসা করতে শুরু করেছিলেন যীশুর জনপ্রিয়তা ও তাঁর দ্বারা অলৌকিক কাজগুলির কারণে।

হিংসা তাদের হৃদয়কে অন্ধ করে দিয়েছিল এবং তারা যীশুকে মশীহ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারেননি।

হিংসা সমস্যার সৃষ্টি করে

ইব্রীয় 12:14-15
14 সকলের সহিত শান্তির অনুধাবন কর, এবং যাহা ব্যতিরেকে কেহই প্রভুর দর্শন পাইবে না, সেই পবিত্রতার অনুধাবন কর; সাবধান হইয়া দেখ, পাছে কেহ ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হয়;
15 পাছে তিক্ততার কোন মূল অঙ্কুরিত হইয়া তোমাদিগকে উৎপীড়িত করে, এবং ইহাতে অধিকাংশ লোক দূষিত হয়।

আমরা যদি তিক্ততা ও হিংসার মূল সম্পর্কে সতর্ক না থাকি, তাহলে এটা শুধুমাত্র আমাদের প্রভাবিত করে না, কিন্তু আমাদের চারিপাশের মানুষদেরকেও প্রভাবিত করে। আমাদেরকে অবশ্যই হিংসার সাথে মোকাবিলা করতে হবে, সেই মুহূর্তে, যে মুহূর্তে আমরা আমাদের মধ্যে সেটাকে চিহ্নিত করতে পারি।

হিংসা ও বিবাদ বিভ্রান্তি এবং সর্বপ্রকার মন্দ আত্মার কাজের জন্য দরজা খুলে দেয়

বাইবেল বলে যে যেখানে হিংসা আছে, সেখানে দুটি ভয়ানক বিষয় উপস্থিত থাকে - বিভ্রান্তি এবং প্রত্যেক মন্দ কাজ।

যাকোব 3:14-16
14 কিন্তু তোমাদের হৃদয়ে যদি তিক্ত ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতা রাখ, তবে সত্যের বিরুদ্ধে শ্লাঘা করিও না ও মিথ্যা কহিও না।
15 সেই জ্ঞান এমন নয়, যাহা উপর হইতে নামিয়া আইসে, বরং তাহা পার্থিব, প্রাণিক, পৈশাচিক।
16 কেননা যেখানে ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতা, সেইখানে অস্থিরতা ও সমুদয় দুষ্কর্ম্ম থাকে।

হিংসা বিভ্রান্তি ও সর্বপ্রকার মন্দ আত্মার কাজের জন্য দরজা খুলে দেয়। অনেকসময়ে, লোকেরা যখন মন্দ আত্মা থেকে স্বাধীনতা পেতে চায় ও প্রার্থনা যাচ্ঞা করে, তখন তারা চিরস্থায়ী উত্তর লাভ করে না কারণ তারা সর্বপ্রকার মন্দ আত্মার কাজের প্রতি তাদের "দরজাকে" উন্মুক্ত রাখে। "দরজাকে" বন্ধ রাখতে গেলে, মূল সমস্যার সাথে মোকাবিলা করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের হৃদয়ে হিংসা থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত দরজা বিভ্রান্তি ও সর্বপ্রকার মন্দ আত্মার কাজের প্রতি খোলা থাকবে আমাদের জীবনে।

কীভাবে হিংসাকে দূর করবেন

কীভাবে একজন ব্যক্তি হিংসার সাথে মোকাবিলা করতে পারে ও একটা হিংসা মুক্ত জীবন যাপন করতে পারে? শাস্ত্র আমাদের এইগুলি শিক্ষা দিয়ে থাকে:

প্রেমেতে চলা

প্রেম ঈর্ষা করে না (1 করিন্থীয় 13:4)। আমাদের প্রত্যেকে, বিশ্বাসী হিসেবে, ঈশ্বরের প্রেমেতে চলতে পারি কারণ *"আর প্রত্যাশা লজ্জাজনক হয় না, যেহেতুক আমাদিগকে দত্ত পবিত্র আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের প্রেম আমাদের হৃদয়ে সেচিত হইয়াছে"* (রোমীয় 5:5)। প্রার্থনা করুন এবং ঈশ্বরের প্রেমকে আপনার মধ্যে দিয়ে সেই ব্যক্তির কাছে প্রবাহিত হওয়ার জন্য অনুমতি দিন, যার প্রতি আপনি হিংসা অনুভব করে থাকেন। নিজেকে বলুন, "আমি আমার বন্ধুর প্রতি প্রেমেতে চলার সিদ্ধান্ত নেবো"। ঈশ্বরের প্রেমেতে চলা আপনার হৃদয় ও মন থেকে হিংসাকে দূরে রাখবে।

অন্যের আশীর্বাদের খুশি হন

আমাদেরকে বলা হয়েছে যারা আনন্দ করে তাদের সাথে আনন্দ করতে (রোমীয় 12:15)। যে বন্ধু একটি নতুন গাড়ি কিনেছে, তার সাথে আনন্দ করুন। যে ব্যক্তি একটি বিশেষ যোগান অথবা অলৌকিক কাজ লাভ করেছে তার সাথে আনন্দিত হন। প্রায়ই আমরা গান করি, "হাউ গ্রেট দাও আর্ট!" এবং ঘোষণা করি যে ঈশ্বর হলেন সেই যিনি তারা ও বিদ্যুতের আওয়াজ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আমরা যেন এটাও গান করতে শিখি, "হাউ গ্রেট দাও আর্ট!" যখন আমরা আমাদের বন্ধুকে একটি নতুন গাড়ি কিনতে দেখি অথবা কোনো একজন ব্যক্তিকে অলৌকিক কাজ লাভ করতে দেখি। সেই একই ঈশ্বর কাজ করছেন! আমরা যেন অন্যের আশীর্বাদে আনন্দিত হতে শিখি!

গালাতীয় 5:26
অনর্থক দর্প না করি, পরস্পরকে জ্বালাতন না করি, পরস্পর হিংসাহিংসি না করি।

এটা উপলব্ধি করুন যে আমাদের সবাই আলাদা

আমরা পরস্পরের প্রতি হিংসা করা থেকে বিরত থাকতে পারি যখন আমরা বুঝতে পারি যে প্রত্যেককে ঈশ্বর আলাদা ভাবে বরদান দিয়েছেন। প্রত্যেককে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে (রোমীয় 12:4-6)। শাস্ত্র আমাদের শেখায় যে ঈশ্বর আমাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন অনুগ্রহ দান ও পরিচর্যা দিয়ে থাকেন এবং তিনি আমাদের মধ্যে দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কাজ করে থাকেন (1 করিন্থীয় 12:5-7)। যেমন উদাহরণ, কেউ প্রচার করে, আরেকজন গান করে এবং তবুও আরেকজন একটি বাদ্যযন্ত্র বাজায়। ঈশ্বর যেমন ভাবেই আমাদের বানিয়েছেন, সেটাতে আমরা যেন আনন্দ করতে শিখি। আমরা যেন আমাদের বরদান, অভিষেক, এবং অন্যান্য আত্মিক বিষয়গুলি নিয়ে যেন তুলনা না করি। আমাদেরকে যে বরদান দেওয়া হয়েছে, শুধুমাত্র সেইগুলির জন্য আমাদের বিচার করা হবে না, বরং যে বিশ্বস্ততার সাথে সেইগুলি ব্যবহার করে ঈশ্বরের মহিমা করেছি ও তাঁর উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করেছি, সেটার জন্য বিচার করা হবে। ঈশ্বর যে বরদান আমাদের দিয়েছেন সেইগুলির জন্য বিশ্বস্ত হতে শিখুন। নিজেকে অন্যের সাথে তুলনা করা বন্ধ করুন, তাহলেই আপনি অন্যের প্রতি হিংসা করা থেকে বিরত থাকতে পারবেন।

ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়গুলিকে দেখুন

আসুন, আমরা ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়গুলিকে দেখতে শিখি। যখন এই পৃথিবীতে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে, তখন শুধুমাত্র ঈশ্বর মহিমা পাবেন এবং শুধুমাত্র তাঁকেই আরাধনা করা হবে। যখন আমরা এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়গুলিকে দেখি, তখন হিংসার কোনো স্থান থাকবে না। তখন সেই হিংসা সৃষ্টি করা বিষয়গুলি, যা এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, আর গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে না।

নিজেদের সাথে সৎ হতে হবে এবং আমাদের জীবনে হিংসার অনুভূতিগুলিকে স্বীকার করতে হবে ও ত্যাগ করতে হবে। আমরা যেন অনবরত আমাদের হৃদয়কে হিংসা থেকে রক্ষা করতে থাকি। আমাদেরকে ইচ্ছাকৃত ভাবে প্রচেষ্টা করে যেতে হবে যাতে আমরা কারুর প্রতি হিংসা না করি। আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যদি হিংসা থাকে তাহলে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে দিয়ে কাজ করতে পারবেন না। আসুন, আমরা স্বীকার করি, অনুতাপ করি এবং পবিত্র আত্মার পরিশুদ্ধকারী কাজকে আমাদের জীবনে গ্রহণ করি!

হিংসার সকল মূল থেকে আমাদের হৃদয়কে রক্ষা করার প্রয়োজন আছে। অনেক সময়ে অন্যায় ভাবে বিষয়গুলি ঘটতে পারে। আমাদের সাথে অন্যায় হতে পারে এবং অন্যেরা সেই বিষয়গুলি পেয়ে যেতে পারে যা আমাদের প্রাপ্য ছিল। কিন্তু, এটাও হিংসা করার কোনো কারণ নয়। হিংসাকে ত্যাগ করুন এবং ঈশ্বরকে ঈশ্বর হতে দিন। বলুন, ‘‘ঈশ্বর, আমি কোনো মানুষের প্রতি হিংসা করতে চাই না’’।

আমরা যদি ঈশ্বরের বাক্যের প্রচারক অথবা পরিচর্যাকারী হই এবং অন্যদেরকে দেখি যাদের কাছেবেশি অভিষেক রয়েছে, তারা বেশী ফল ধারণ করেছে, তাদের পরিচর্যা অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাহলে আমরা যেন হিংসাকে আমাদের হৃদয়ে স্থান না দিই। তাদের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন! ঈশ্বরের সহ-পরিচর্যাকারী হিসেবে তাদের সাথে আনন্দ করুন। আমরা যেন অবশ্যই আমাদের হৃদয়কে হিংসা থেকে রক্ষা করি, নয়তো সর্বপ্রকার মন্দতার প্রতি আমরা দরজা খুলে রাখতে পারি।

আমরা যদি হিংসার স্বীকার হয়ে থাকি, তাহলে সেই লোকেদের ক্ষমা করতে হবে এবং ঈশ্বরকে অনুমতি দিতে হবে পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য।

- আমাদের জীবনে কি হিংসা রয়েছে?
- ঈশ্বরের গৃহে কি হিংসা রয়েছে?
- আমরা কি আমাদের স্বামী অথবা স্ত্রীর প্রতি হিংসা করি?

- আমরা কি আমাদের ভাই/বোনেদের প্রতি হিংসা করি যারা অনেক বেশী সফল হয়েছে, অনেক বেশী দক্ষ অথবা বরদানে পূর্ণ?
- আমরা কি আমাদের সহ-কর্মীদের প্রতি হিংসা করি যারা আমাদের আগে এগিয়ে গিয়েছে?

আসুন, আমরা যেন পবিত্র আত্মাকে অনুমতি দিই আমাদের জীবনে হিংসার শেকড়ে কুড়ালি লাগিয়ে রাখার জন্য!

প্রার্থনা

ঈশ্বর, আমার জীবনে হিংসা রয়েছে। আমি একটি হিংসা মুক্ত জীবন যাপন করতে চাই। প্রভু, আমি প্রার্থনা করি যে আমার হৃদয়ের মধ্যে হিংসার শেকড়ে কুড়ালি লাগিয়ে রাখো। পিতা, তোমার ইচ্ছা আমার জীবনে পূর্ণ হোক। প্রভু, আমাকে শক্তিযুক্ত কর অন্যের আশীর্বাদে আনন্দ করতে; এটা উপলব্ধি করতে সাহায্য কর যে প্রত্যেক মানুষকে তুমি ভিন্ন ভাবে সৃষ্টি করেছ; আমাকে উপলব্ধি করতে সাহায্য কর যে আমি অনন্য। প্রভু, আমাকে প্রেমেতে চলতে সাহায্য করো; যে দায়িত্ব তুমি আমাকে দিয়েছ, সেইগুলি বিশ্বস্ত ভাবে পূর্ণ করতে আমাকে শক্তিযুক্ত কর, যাতে অন্যের সাথে তুলনা না করি ও হিংসা না করি; আমার হৃদয়কে হিংসা থেকে রক্ষা করতে সক্ষম কর এবং সর্বপ্রকার মন্দের প্রতি আমার হৃদয়ের দরজাকে বন্ধ কর। প্রভু, আমাকে সাহায্য কর জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একটি ঐশ্বরিক দৃষ্টিকোণ রাখতে; প্রভু, আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিই যে তুমিই অবশেষে সব মহিমা পাবে। প্রভু, আমি সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করতে বেছে নিচ্ছি যে আমাকে আঘাত করেছে; তাদের প্রতি তিক্ত মানসিকতা পোষণ না করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছি।

কেউ যেন হিংসা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ না করে; পিতা, তোমার গৃহে যেন কোনো প্রকারের হিংসা উপস্থিত না থাকে।

পিতা, তোমাকে ধন্যবাদ দিই যে তুমি আমার হৃদয়ে কাজ করছ। যীশুর নামে প্রার্থনা করি, আমেন!

গাছের
মূলে
কুড়ালি
লাগানো
আমিত্ব • হিংসা • অহংকার • অভিলাষ

3. অহংকারের মূলে কুড়ালি লাগানো

সাধারণ অর্থে, অহংকার হল উদ্ধত ভাব, নিজেকে উচ্চকৃত করা, নিজেকে গুরুত্ব দেওয়া, গর্ব করা, নিজেকে মহিমান্বিত করার কাজে ব্যস্ত থাকা, এবং একটি মনোভাব যা আমাদের মনে করতে সাহায্য করে যে আমরা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ। "জীবনের দর্প" আমাদের স্বর্গীয় পিতার থেকে আসে না, বরং এই জগতের ব্যবস্থাপনার একটি বাস্তব অংশ। এই জগত মনে করে যে নিজেকে অন্যের থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করা এবং কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে নিয়ে উচ্চ চিন্তাভাবনা করা একটি "স্বাভাবিক" বিষয়। আমরা যদি সাবধান না হই, তাহলে একই প্রকারের চিন্তাভাবনাতে আমরা জড়িয়ে পড়তে পারি ও জগতের দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিষয়গুলিকে দেখতে শুরু করতে পারি।

1 যোহন 2:16
কেননা জগতে যে কিছু আছে, মাংসের অভিলাষ, চক্ষুর অভিলাষ, ও জীবিকার দর্প, এ সকল পিতা হইতে নয়, কিন্তু জগৎ হইতে হইয়াছে।

আমরা এই জগতে কী খুঁজে পাই? মাংসের অভিলাষ, মাংসের প্রতারণাকারী আকাঙ্ক্ষাগুলি, চোখের পাপময় আকাঙ্ক্ষাগুলি, এবং জীবনের দর্প যা এই জগতের ব্যবস্থাপনার অংশ। অহংকার আমাদের মনে করায় যে আমরা নিজেদের শক্তিতে কিছু বিষয় অর্জন করতে পারি। বিশ্বাসী হিসেবে, আমরা যদি সাবধান না থাকি, তাহলে অহংকার সহজেই আমাদের জীবনে প্রবেশ করতে পারে যখন আমরা এই জগতে চলাফেরা করি। আমরা হয়ত মাংসের অভিলাষগুলি সম্পর্কে একটু বেশী সতর্ক থাকি—যেমন উদাহরণ, ব্যভিচার—এবং চোখের অভিলাষ সম্পর্কেও সতর্ক থাকি, যার কারণে আমরা মন্দ বিষয়গুলির দিকে তাকানো থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখি। অপর দিকে অহংকার এতটাই সূক্ষ্ম ও ধূর্ত যে এটা সহজেই আমাদের জীবনে প্রবেশ করতে পারে এই জগতের ব্যবস্থাপনা থেকে, যার মধ্যে আমরা বাস করি ও কাজকর্ম করি।

হিতোপদেশ 6:16-19
16 এই ছয় বস্তু সদাপ্রভুর ঘৃণিত, এমন কি, সপ্ত বস্তু তাঁহার প্রাণের ঘৃণাস্পদ;
17 উদ্ধত দৃষ্টি, মিথ্যাবাদী জিহ্বা, নির্দ্দোষের রক্তপাতকারী হস্ত,
18 দুষ্ট সঙ্কল্পকারী হৃদয়, দুষ্কর্ম্ম করিতে দ্রুতগামী চরণ,
19 যে মিথ্যাসাক্ষী অসত্য কথা কহে, ও যে ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিবাদ খুলিয়া দেয়।

"উদ্ধত দৃষ্টি"-র উল্লেখ আছে। অহংকার ঈশ্বরের কাছে একটি ঘৃণিত বিষয়।

যাকোব 4:6
বরং তিনি আরও অনুগ্রহ প্রদান করেন; এই কারণ শাস্ত্র বলে, "ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, কিন্তু নম্রদিগকে অনুগ্রহ প্রদান করেন।

আপনার হৃদয়ে অহংকার নিয়ে আপনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনায় আসতে পারবেন না। ঈশ্বর অহংকারীদের প্রতিরোধ করেন। কিন্তু আপনি তর্ক করতে পারেন ও বলতে পারেন, "ঈশ্বর আমাকে ভালোবাসেন, তাহলে কীভাবে তিনি আমাকে প্রতিরোধ করবেন?" তিনি আপনাকে অবশ্যই ভালোবাসেন, কিন্তু আপনার মধ্যে যে অহংকার রয়েছে, সেটা তাঁর কাছে ঘৃণিত। তাই, ঈশ্বর অহংকারী ব্যক্তিদের থেকে দূরেই থাকেন ও তাদেরকে এড়িয়ে চলেন।

অহংকার ঈশ্বরকে আটকায় আমাদের কাছে আসার জন্য। এটা একটা বিপদজনক অবস্থান যেখানে ঈশ্বর আমাদের কাছেও আসতে চান না। সুতরাং, প্রত্যেক আত্মিক ক্রিয়াকলাপ যার মধ্যে আমরা নিযুক্ত থাকি—সেটা আরাধনা, প্রার্থনা, বাক্য পাঠ করা, ধ্যান করা, ঈশ্বরের বাক্যকে স্বীকার করা, উপবাস করা, অর্থ দান করা হোক না কেন—সেইগুলি কম কার্যকারী হয়ে ওঠে যদি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে হিংসা থাকে। আত্মিক ক্রিয়াকলাপগুলি আমরা করি ঈশ্বরের আরও কাছে আসার একটা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, কিন্তু আমরা যদি অহংকারকে নির্বাপিত করার জন্য ইচ্ছুক না থাকি, তাহলে ঈশ্বর আমাদের কাছে আসতে পারেন না। ঈশ্বরকে ছাড়া আমরা কিছুই না।

ঈশ্বর কাদেরকে অনুগ্রহ দেন? শাস্ত্র বলে যে তিনি নম্রদের অনুগ্রহ দিয়ে থাকেন (যাকোব 4:6খ)। আমাদের জীবনে ঈশ্বরের থেকে অনুগ্রহ লাভ করার একটা শর্ত হল নম্রতা। আমাদের কাছে যা কিছু আছে এবং আমরা যা কিছু হবো, সেই সবকিছু ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারাই হয়ে থাকে। বাস্তবে, আমাদের উর্ধ্বে যা কিছু হবো অথবা সম্পন্ন করবো, সেইগুলি তাঁর অনুগ্রহ দ্বারাই হবে। কিন্তু আমরা যদি অহংকারে চলাফেরা করি, আমরা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের অনুগ্রহকে কেটে ফেলছি এবং কখনই কিছু অর্জন করতে পারব না। সুতরাং, আমরা যেন প্রথমে নম্রতায় চলি, তাহলেই ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের জীবনে দেওয়া হবে।

নম্রতা ব্যাতিরেকে, আমরা কখনও আমাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের সর্বোত্তমকে অর্জন করতে পারব না। যেমন উদাহরণ, পবিত্রতা হল ঐশ্বরিক অনুগ্রহের একটি ফল। আমাদের সবাই পবিত্র হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করি কিন্তু শুধুমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহই আমাদেরকে পবিত্র করতে পারে। কিন্তু, আমরা যদি অহংকারে চলি, এটি ঐশ্বরিক অনুগ্রহকে আমাদের জীবনে প্রবাহিত হওয়া থেকে আটকে দেবে এবং তাঁর অনুগ্রহ ছাড়া আমরা পবিত্র হতে পারি না। তাই, পবিত্র হওয়ার জন্য আমাদেরকে নম্র হতে হবে। নম্রতা আমাদের জীবনে একটি অনবরত ঈশ্বরের অনুগ্রহের সরবরাহকে সুনিশ্চিত করে। ঈশ্বর নম্রদেরকে অনুগ্রহ প্রদান করেন, কিন্তু তিনি অহংকারীদের প্রতিরোধ করেন।

মহান নেতারা হলেন নম্রতায় পরিপূর্ণ ব্যক্তি। প্রায়ই, আমরা সরল ভাবে ধারণা করে নিই যে এই নেতারা ক্ষমতা ও প্রভাবকে এক করতে পারে। কিন্তু বাইবেল অন্য কথা বলে। পুরাতন নিয়মে মোশি সম্ভবত মহান নেতাদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি ৬০ লক্ষের বেশী মানুষদের ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার দিকে পরিচালনা করে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু গণনাপুস্তক 12:3 পদে লেখা আছে, *"ভূমণ্ডলস্থ মনুষ্যদের মধ্যে সকল অপেক্ষা মোশি লোকটী অতিশয় মৃদুশীল ছিলেন"।* এটা জোর দেয় যে মোশি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নম্র ব্যক্তি ছিলেন যদিও তার কাছে সুযোগ ছিল সবচেয়ে অহংকারী ব্যক্তি হয়ে ওঠার, কারণ ঈশ্বর তাঁকে আহ্বান করেছেন। মোশির মধ্যে একটি মৃদুশীল আত্মা ছিল এবং সেই কারণে ঈশ্বর তাকে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন।

অহংকার অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও ধূর্ত এক বিষয়। মাংসের পাপগুলিকে ও চোখের পাপগুলিকে চিহ্নিত করতে পারা খুব সহজ, কিন্তু আমাদের মধ্যে অহংকারকে চিহ্নিত করতে পারা কঠিন। **আমরা মনে করি যে আমরা অহংকার থেকে মুক্ত, কিন্তু আমাদের অধিকাংশ চিন্তাভাবনা করার ধরণ, আমাদের কথা, আমাদের আচরণ ও মানসিকতা অহংকার দ্বারা দূষিত।**

আমরা যদি অহংকারে চলি, তাহলে আমাদের জীবনে ঈশ্বরের অনুগ্রহের সরবরাহকে কেটে ফেলি এবং কোনো কিছুই তখন সাধন করতে পারি না। সুতরাং, আমরা যেন প্রথমে নম্রতায় চলি, কারণ শুধুমাত্র তখনই ঈশ্বরের অনুগ্রহকে আমাদের জীবনে প্রদান করা হবে।

কীভাবে অহংকার প্রকাশ পেয়ে থাকে

যখন আমরা অসুস্থ হই, তখন একজন ডাক্তারের কাছে গিয়ে আমাদের উপসর্গগুলি বলি এবং তিনি আমাদের অসুস্থতার কারণটিকে মূল্যায়ন করেন। আসুন, আমরা নিজেদেরকে পরীক্ষা করি এবং লক্ষ্য করি যে অহংকার নামক রোগে আমরা ভুগছি কিনা।

অনমনীয় ও জেদি হওয়া

এমন এক জেদ আছে যা ভাল—আহ্বান, উদ্দেশ্য ও ঈশ্বরের বিষয়গুলি সম্পর্কে স্থির ও অবিচল থাকা। আমরা যেন অবশ্যই সঠিক বিষয়ের প্রতি "জেদি" থাকি। যেমন উদাহরণ, পবিত্রতা সম্বন্ধে জেদি থাকুন এবং সেটার সাথে আপস করবেন না। যখন পবিত্রতার বিষয় আসে, কেউ যেন আপনাকে অন্য কোনো বিষয়ে বাধ্য না করে। আমাদের জীবনে ঈশ্বরের আহ্বান সম্পর্কেও আমরা যেন জেদি ও অটল থাকি। তবুও, অহংকার থেকে জন্ম নেওয়া জেদ থেকে, এবং বিষয়গুলিকে পরিবর্তন করতে অনিচ্ছুক হওয়া থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে হবে।

দানিয়েল 5:17-21
17 তখন দানিয়েল উত্তর করিয়া রাজার সম্মুখে বলিলেন, আপনার দান আপনারই থাকুক, আপনার পুরস্কার অন্যকে দিউন; কিন্তু আমি মহারাজের নিকটে এই লিপি পাঠ করিব, এবং ইহার তাৎপর্য্য তাঁহাকে জানাইব।
18 হে রাজন্, পরাৎপর ঈশ্বর আপনার পিতা নবূখদ্নিৎসরকে রাজ্য, মহিমা, গৌরব ও প্রতাপ দিয়াছিলেন।

19 তিনি তাঁহাকে যে মহিমা দিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত সমস্ত লোকবৃন্দ, জাতি ও ভাষাবাদিগণ তাঁহার সাক্ষাতে কাঁপিত ও ভয় করিত; তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে বধ করিতেন, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে সজীব রাখিতেন, এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে উচ্চপদ দিতেন, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে অবনত করিতেন।
20 কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ গর্ব্বিত হইলে ও তাঁহার আত্মা কঠিন হইয়া পড়িলে তিনি দুঃসাহসী হইলেন, তাই আপন রাজসিংহাসন হইতে চ্যুত হইলেন, ও তাঁহা হইতে গৌরব নীত হইল।
21 তিনি মনুষ্য-সন্তানদের নিকট হইতে দূরীকৃত হইলেন, তাঁহার হৃদয় পশুর সমান হইল, ও বন্য-গর্দ্দভের সহিত তাঁহার বাস হইল; তিনি বলদের ন্যায় তৃণ ভোজন করিতেন, এবং তাঁহার শরীর আকাশের শিশিরে ভিজিত; যে পর্য্যন্ত না তিনি জানিতে পারিলেন যে, মনুষ্যদের রাজ্যে পরাৎপর ঈশ্বর কর্ত্তৃত্ব করেন, ও তাহার উপরে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে নিযুক্ত করেন।

দানিয়েল আমাদের বলেন যে কেন ঈশ্বর রাজা নবূখদ্‌নিৎসরকে সিংহাসন চ্যুত করেছিলেন। তিনি অহংকারী, জেদি, এবপ্পগ নিষ্ঠুর হয়ে গিয়েছিলেন। জেদ ও নিষ্ঠুরতা একসঙ্গে চলে, যা অহংকার থেকে জন্ম নেয়।

"যে পুনঃ পুনঃ অনুযুক্ত হইয়াও ঘাড় শক্ত করে, সে হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িবে, তাহার প্রতীকার হইবে না" (হিতোপদেশ 29:1)। যখন কেউ আমাদেরকে বারংবার সংশোধন করে এবং আমরা সেই পরামর্শকে উপেক্ষা করার প্রবণতা দেখাই, বাইবেল আমাদের সাবধান করে দেয় যে আমরা তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবো। যেমন উদাহরণ, একটি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে, যখন স্ত্রী কোনো একটা কাজের জন্য একটা নির্দিষ্ট ধারণা নিয়ে আসে এবং তার স্বামীর মতামত জানার চেষ্টা করে, সেই স্বামী অনমনীয় হয়ে স্ত্রীর প্রত্যেকটি ধারণাগুলিকে বিবেচনা না করেই বাদ দিয়ে দিতে পারে। এটি অপরের ক্ষেত্রেও হতে পারে। প্রায়ই, স্ত্রীর ধারণাগুলিকে বারংবার প্রত্যাখ্যান করার কারণ অহংকারের মূল হতে পারে।

আরও একটা উদাহরণ হতে পারে ঈশ্বরের বিষয়গুলির ক্ষেত্রে। লোকেরা যখন ঐশ্বরিক পরামর্শ ও সংশোধন আমাদের জীবনে করে থাকে, তখন আমরা শুনতে অনিচ্ছুক হতে পারি, নিজেদের শক্ত করতে পারি, এবং সেই সংশোধনকে উপেক্ষা করতে পারি। এই প্রকারের জেদ থেকে সাবধান থাকুন যা অহংকার থেকে জন্মায়। সঠিক বিষয় জেদি হওয়া ভাল বিষয়, যদিও আমরা বেঠিক বিষয়গুলিতেই জেদ করে বসে থাকি। এর মূল মারক হতে পারে অহংকার। বাইবেল বলে যে এই প্রকারের কাজের পরিণাম হল এমন বিনাশ যার কোনো প্রতিকার নেই।

দাম্ভিকতা অথবা অতিরিক্ত আত্ম-বিশ্বাস

অহংকারের আরও একটি প্রকাশ হল দাম্ভিকতা অথবা অতিরিক্ত আত্ম-বিশ্বাস। অহংকার দাম্ভিকতার জন্ম দেয়। যেমন উদাহরণ, 17 বছরে পা দিয়ে জনি যদি তার বাবাকে বলে, "আমাকে গাড়ির চাবিটা দাও, আমি রাস্তায় গাড়ি চালানোর জন্য প্রস্তুত"। তার বাবা হয়ত বলবেন, "জনি, প্রথমে তোমাকে একটা গাড়ি চালানো শেখার স্কুলে ভর্তি হতে হবে, তারপর একটা শিক্ষার্থীর লাইসেন্স পেতে হবে রাস্তায় গাড়ি নিয়ে নামার আগে"। কিন্তু জনি যদি বলতে থাকে, "বাবা, আমি 17 হয়ে গিয়েছি এবং আমার কোনো শিক্ষার্থীর লাইসেন্স লাগবে না। আমি রাস্তায় গাড়ি চালানোর জন্য প্রস্তুত", তাহলে এটা হবে তার দাম্ভিকতা অথবা অতিরিক্ত আত্ম-বিশ্বাস। অনেকসময়ে এর মূল হতে পারে অহংকার।

দাম্ভিকতা আমাদের এটা মনে করায় যে আমরা সব জানি; আমাদের কারুর পরামর্শ শোনার প্রয়োজন নেই, এবং আমাদেরকে কোনো সঠিক প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। *"আমরা মোয়াবের অহঙ্কারের কথা শুনিয়াছি, সে অত্যন্ত অহঙ্কারী; তাহার অভিমান, অহঙ্কার, উদ্ধতভাব ও চিত্ত-গরিমার [কথা শুনিয়াছি]"* (যিরমিয় 48:29)। তাই, অহংকার আমাদের কী দেয়? আমরা নিজেদের মধ্যে উদ্ধতভাব ও দাম্ভিকতা খুঁজে পাই। *"আর আমি জগতের উপরে দুর্বৃত্তির ফল ও দুষ্টগণের উপরে তাহাদের অপরাধের ফল বর্ত্তাইব; আমি অহঙ্কারীদের দর্প শেষ করিব, দুর্দ্দান্তদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিব"* (যিশাইয় 13:11)। তাই, অহংকার উদ্ধতভাবের জন্ম দিয়ে থাকে। বাইবেল আমাদের শেখায় যে শুধুমাত্র প্রকৃত ঈশ্বর ভয় আমাদেরকে সাহায্য করবে অহংকারকে, দাম্ভিকতাকে ও সকল প্রকার মন্দ বিষয়গুলিকে ত্যাগ করতে।

হিতোপদেশ 8:13
সদাপ্রভুর ভয় দুষ্টতার প্রতি ঘৃণা; অহঙ্কার, দাম্ভিকতা ও কুপথ, এবং কুটিল মুখও আমি ঘৃণা করি।

খ্রীষ্টিয় সমাজে আমাদের অনেকেই শিখেছি আত্মিক ভাবে আক্রমণাত্মক হতে। *“আর যোহন বাপ্তাইজকের কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত স্বর্গ-রাজ্য বলে আক্রান্ত হইতেছে, এবং আক্রমীরা সবলে তাহা অধিকার করিতেছে”* (মথি 11:12)। কিন্তু, আমাদেরকে আত্মিক ভাবে উদ্ধত না হয়ে আত্মিক ভাবে আক্রমণাত্মক হতে হবে। আত্মার বিষয়ে শক্তি সহকারে জোর দেওয়া ভাল বিষয়, কিন্তু সমস্যা তখন হয় যখন আমরা আত্মিক উদ্ধত ভাবের সাথে আত্মিক ভাবে আক্রমণাত্মক হওয়াকে মিশিয়ে ফেলি। আত্মিক ভাবে আক্রমণাত্মক হওয়ার প্রচেষ্টায়, আমরা আত্মিক ভাবে দাম্ভিক হয়ে পড়ি। আত্মিক দাম্ভিকতা আমাদের মনে করায় যে আমরা হলাম সর্বোত্তম। যেমন উদাহরণ, আমরা মনে করতে পারি যে আমরা হলাম সর্বোত্তম মণ্ডলী এবং অন্যান্য মণ্ডলীগুলিকে নিচু চোখে দেখতে পারি। আত্মিক দাম্ভিকতা আমাদের মনে করাতে পারে যে আমরাই সেই ব্যক্তি যাদের কাছে সবকিছু সঠিক রয়েছে এবং বাকি সবাই আমাদের মতো ভাল নয়, এবং আমাদের কাজ করার ধরণ হল সবচেয়ে ভাল। এটি আমাদের মনে করতে সাহায্য করে যে আমাদের খ্রীষ্টিয় ধর্মের চিহ্ন (যদি এমন বলে কিছু থাকে) হল সবচেয়ে উঁচু মানের ও একমাত্র পথ। আমরা যেন অবশ্যই এই বিষয়টি থেকে নিজেদের রক্ষা করি।

যদিও আমাদেরকে ঈশ্বরের বাক্যের সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে হবে, আত্মিক দাম্ভিকতা আমাদের মনে করতে সাহায্য করে যে আমরাই হলাম একমাত্র যাদের কাছে সত্যের ব্যক্তিগত প্রকাশ রয়েছে এবং “আমাদের কাছেই রয়েছে পরম ও গভীরতম রহস্য, আমাদের পথ হল ঈশ্বর দত্ত পথ, এবং অন্য যেকোনো পথ হল নিম্ন”। এটি নিজের উপর প্রত্যয় রাখে, নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে স্থাপিত করে, নিজের ব্যক্তিগত চেতনাগুলিকে, পদ্ধতিগুলিকে ও পছন্দগুলিকে উন্নীত করে, এবং এই সত্যটিকে উপেক্ষা করে যে *“কিন্তু প্রভু এক; এবং ক্রিয়াসাধক গুণ নানা প্রকার, কিন্তু ঈশ্বর এক; তিনি সকলেতে সকল ক্রিয়ার সাধনকর্ত্তা”* (1 করিন্থীয় 12:6)। এই বিষয়ে আমাদের অত্যন্ত সাবধান হতে হবে। ক্রিয়াকলাপে বৈচিত্র্য রয়েছে। একই ঈশ্বর যিনি আমাদের মণ্ডলীতে কাজ করেন, তিনি অন্য মণ্ডলীতে অথবা সংস্থার মধ্যেও কাজ করতে পারেন। তাই, আমরা বলতে পারি না যে আমাদের পথই হল একমাত্র পথ।

আমি অনেক সময় অতিবাহিত করি ঈশ্বরের বাক্য প্রচার ও শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে দিয়ে, কিন্তু এমনও সময় আছে যখন আমি প্রচার শুনি, বই পড়ি, টেলিভিশনে অন্যান্য প্রচারকদের প্রচার দেখি ও শুনি। এই সময়গুলিতে, আমি একজন শিক্ষার্থীর মতো বসি। আমি হয়ত অনেক বিষয় প্রচার করেছি; কিন্তু যখন অন্য কেউ প্রচার করে, সে 10 বছরের হোক অথবা 50 বছরের কেউ হোক, আমি শুনি কারণ ঈশ্বর সেই ব্যক্তিকে ব্যবহার করতে পারেন আমার সাথে কথা বলার জন্য। কিন্তু আত্মিক দাম্ভিকতা আমাদেরকে যুবক প্রচারকদের প্রচার শোনা থেকে আমাদের বাধা দিতে পারে। আসুন, আমরা স্মরণে রাখি যে শাস্ত্রে লেখা আছে যে ঈশ্বর একটি গাধার মধ্যে দিয়েও কথা বলেছিলেন!

বিদ্রোহ মনোভাব

বিদ্রোহী মনোভাব হল অহংকারের মূলের একটি প্রকাশ। ঈশ্বর দত্ত কর্তৃত্বের অধীনে বশীভূত না হওয়ার একটি অনিচ্ছা - যে কর্তৃত্বগুলি আমাদের কাছে তিনটি ভাবে দেওয়া হয়েছে - ঈশ্বরের বাক্য, ঈশ্বরের আত্মা, এবং ঈশ্বরের লোক। যেমন উদাহরণ, পিতামাতা হকেন আমাদের জীবনে ঈশ্বরদত্ত কর্তৃত্ব, সে আমাদের পছন্দ হোক অথবা না হোক। অহংকার আমাদেরকে ঈশ্বরের নিরূপিত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চলতে বাধ্য করে।

আংশিক বাধ্যতাকেও বিদ্রোহ বলে মনে করা হয়! আমাদের মধ্যে অনেকেই আংশিক ভাবে ঈশ্বরের বাধ্য হয়। ঈশ্বর রাজা শৌলের সাথে কথা বলেছিলেন এবং অমালেকীয়দের ধ্বংস করার নির্দিষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে রাজা যেন অবশ্যই তা পালন করে (1 শমূয়েল 15)। কিন্তু শৌল এই আদেশের একটা অংশ পালন করেছিলেন। তিনি আংশিক ভাবে ধ্বংস করেছিলেন ও রাজাকে ও কিছু পশুগুলিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। শমূয়েল যখন শৌলকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে কেন তিনি এরকম করলেন, তখন শৌল বললেন যে তিনি বাকিগুলিকে ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন বলে নিয়ে এসেছিলেন। শমূয়েল বললেন, *“কারণ আজ্ঞালঙ্ঘন করা মন্ত্রপাঠ জন্য পাপের তুল্য, এবং অবাধ্যতা, পৌত্তলিকতা ও ঠাকুরপূজার সমান। তুমি সদাপ্রভুর বাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছ, এই জন্য তিনি তোমাকে অগ্রাহ্য করিয়া রাজ্যচ্যুত করিয়াছেন”* (1 শমূয়েল 15:23)। শৌল আংশিক ভাবে বাধ্য হয়ে ভুল করেছিলেন। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, “প্রভু আমি দান দেবো, কিন্তু আমার দশমাংস চেও না”। মনে রাখবেন, আংশিক বাধ্যতাও হল বিদ্রোহ করা!

লুসিফার হল বিদ্রোহের একটি চূড়ান্ত উদাহরণ, যা তার অহংকার থেকে জন্মেছিল। যিশাইয় 14:12-15 পদগুলিতে আমরা লুসিফারের পতনের কথা পড়ি। *"হে প্রভাতি-তারা! ঊষা-নন্দন! তুমি ত স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছ! হে জাতিগণের নিপাতনকারী, তুমি ছিন্ন ও ভূপাতিত হইয়াছ! তুমি মনে মনে বলিয়াছিলে, 'আমি স্বর্গারোহণ করিব, ঈশ্বরের নক্ষত্রগণের উর্দ্ধে আমার সিংহাসন উন্নত করিব; সমাগম-পর্ব্বতে, উত্তরদিকের প্রান্তে, উপবিষ্ট হইব; আমি মেঘরূপ উচ্চস্থলীর উপরে উঠিব, আমি পরাৎপরের তুল্য হইব।' তুমি ত নামান যাইবে পাতালে, গর্ত্তের গভীরতম তলে"।* এটা ছিল ইতিহাসে লেখা সবচেয়ে চূড়ান্ত বিদ্রোহের একটি উদাহরণ, যা অহংকার থেকে জন্মেছিল।

অনেকসময়ে, যুবক হিসেবে যখন আমরা বড় হয়ে উঠি, আমরা মনে করি যে আমরা আমাদের পিতামাতাদের থেকে বেশী জানি। আমরা মনে করি যে আমরাই হলাম আধুনিক, এবং এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও মহান বিষয়গুলির সাথে যুক্ত রয়েছি। আমরা মনে করি যে আমাদের পিতামাতারা অত্যন্ত পুরনো দিনের ও বর্তমান জগতের সাথে সংযুক্ত নয়। তাই, আমরা অনবরত তাদের নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে থাকি। এটা আমাদের একটা বিপদজনক স্থানে দাঁড় করায়। জীবনে আশীর্বাদ লাভ করার রহস্য ইফিষীয় 6:1-3 পদে পাওয়া যায়: *"সন্তানেরা, তোমরা প্রভুতে পিতামাতার আজ্ঞাবহ হও, কেননা তাহা ন্যায্য। "তোমার পিতাকে ও তোমার মাতাকে সমাদর করিও,"—এ ত প্রতিজ্ঞাসহযুক্ত প্রথম আজ্ঞা—"যেন তোমার মঙ্গল হয়, এবং তুমি দেশে দীর্ঘায়ু হও।"* আমাদের ঈশ্বরকে তখনও প্রয়োজন হয় যখন আমরা পরীক্ষা দিতে যাই, কলেজে ভর্তি হওয়ার সময়ে, চাকরী খোঁজার সময়ে, ভাল স্বাস্থ্য লাভ করার জন্য, এবং দীর্ঘায়ু জীবনের আশীর্বাদ লাভ করার সময়। আমরা চাই সবকিছু আমাদের সাথে ভাল হোক, কিন্তু ঈশ্বর বলেন যে যদি আমরা চাই যে সবকিছু ভাল হোক, তাহলে আমাদেরকে পিতামাতাকে সবাদর করতেই হবে। এটা প্রথম আজ্ঞা যার সাথে একটা প্রতিজ্ঞা যুক্ত রয়েছে। যদি তুমি এটাকে পালন কর, "তোমার মঙ্গল হ, এবং তুমি দেশে দীর্ঘায়ু হও"—এটা ঈশ্বর বলেন। আমরা যেন অবশ্যই আমাদের পিতামাতার সমাদর করি এবং তাদেরকে সেই সম্মান দিই যা তাদের প্রাপ্য।

এটা বলার সময়ে উল্লেখ করি যে বাইবেল আমাদের বলে যে "প্রভুতে পিতামাতার" বাধ্য হতে। তাই, এমন পরিস্থিতিতে যেখানে আমাদের বাবা-মায়েরা ঈশ্বরের বাক্যের বিরুদ্ধে কিছু করতে বলে, তখন আমাদের কাছে অধিকার আছে ঈশ্বরের বাক্যের পক্ষে দাঁড়াতে।

যখন আমি শিশু ছিলাম, তখন একটা মেথোডিস্ট চার্চের ভ্যাকেশন বাইবেল স্কুলে (VBS) অংশগ্রহণ করতাম যেখানে আমাদের উৎসাহিত করা হত বাড়িতে কিছু কাজ করে কিছু অর্থ উপার্জন করতে, এবং সেখান থেকে প্রভুর উদ্দেশে দান দিতে। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম বাবার জুতো পরিষ্কার করতে ও এটার দ্বারা কিছু অর্থ উপার্জন করতে। VBS শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও, আমি উপলব্ধি করলাম যে টাকা উপার্জন করার এটা একটা ভাল উপায়, তাই আমি বাবার জুতো পরিষ্কার করে পালিশ করতে থাকলাম, একটা প্রত্যেক মাসের শেষে কাজের জন্য কিছু টাকা পেতাম। এ ছাড়াও, প্রত্যেক সকালে আমি, সপ্তম ক্লাস থেকে দ্বাদশ ক্লাস পর্যন্ত, জামাকাপড় ইস্ত্রি করে দিতাম এবং এর জন্য কোনো টাকা নিতাম না। এটা ছিল তাদের প্রতি সম্মান দেখানোর একটা কাজ, এবং এই ভাবে আমি মনে করি যে তার জীবনের সাফল্যে আমি অংশগ্রহণ করেছি। কিছু কিছু সকালে আমার করতে ইচ্ছা করত না, কিন্তু আমি নিজেকে মনে করাতাম যে ঈশ্বর আদেশ দিয়েছেন যে যদি আমি বাবা-মায়ের সমাদর করি, তাহলে আমার সাথে মঙ্গল হবে। আমি একটা ভাল জীবন পেতে চেয়েছিলাম, তাই ঈশ্বরকে বললাম, "আমি তোমার বাক্যের বাধ্য হচ্ছি, তাহলে এখন আমার সাথে মঙ্গল হবে"। আমরা যদি সরল উপায়ে ঈশ্বরদত্ত কর্তৃপক্ষদের সমাদর করি - বাড়িতে, কর্মক্ষেত্রে এবং ঈশ্বরের গৃহে, তাহলে জীবনে আশীর্বাদ লাভ করবো।

নিন্দা করা

অহংকারের মূলের চতুর্থ প্রকাশ হল নিন্দা করা। নিন্দা করার অর্থ হল অন্যদের উপহাস করা, অসম্মান করা, তিরস্কার করা ও অন্যদের সাথে খারাপ আচরণ করা। এটি সাধারণত অন্যান্য লোকেদের বিষয়ে আমাদের মন্তব্যগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। এমন অনেকেই আছে যারা অন্য কোনো মানুষের বিষয়ে ভাল কিছুই বলতে পারে না। তারা সবসময়ে অপমানজনক কথা বলে। এটা হল অপমান করার স্বভাব যা অহংকার থেকে জন্মায়।

বাইবেল আমাদের বলে যে কীভাবে নিন্দুকরা অন্যদের নিন্দা করাতে আনন্দ পায়। *"নিন্দকেরা কত দিন নিন্দায় রত থাকিবে?"* (হিতোপদেশ 1:22খ)। *"নিশ্চয়ই তিনি নিন্দকদিগের নিন্দা করেন, কিন্তু নম্রদিগকে অনুগ্রহ প্রদান করেন"* (হিতোপদেশ 3:34)। এটি

একটি সাবধানবার্তা যে ঈশ্বর নিন্দকদের নিন্দা করেন! *"যে অভিমানী ও উদ্ধত, তাহার নাম নিন্দক; সে দর্পের প্রাবল্যে কর্ম্ম করে"* (হিতোপদেশ 21:24)।

আমাদের সবাইকে সাবধান করা হয়েছে যে নিন্দা করা সমস্যাকে নিয়ে আসে - *"নিন্দাপ্রিয় লোকেরা নগরে আগুন লাগাইয়া দেয়; কিন্তু জ্ঞানবানেরা ক্রোধ ফিরাইয়া দেয়"* (হিতোপদেশ 29:8)।

আত্ম-ধার্মিকতা/কপটতা

ফরীশী ও কর আদায়কারী ব্যক্তির প্রার্থনার মধ্যে পার্থক্যটি লক্ষ্য করুন।

লূক 18:9-14
9 যাহারা আপনাদের উপরে বিশ্বাস রাখিত, মনে করিত যে, তাহারাই ধার্ম্মিক, এবং অন্য সকলকে হেয়জ্ঞান করিত, এমন কএক জনকে তিনি এই দৃষ্টান্ত কহিলেন।
10 দুই ব্যক্তি প্রার্থনা করিবার জন্য ধর্ম্মধামে গেল; এক জন ফরীশী, আর এক জন করগ্রাহী।
11 ফরীশী দাঁড়াইয়া আপনা আপনি এইরূপ প্রার্থনা করিল, হে ঈশ্বর, আমি তোমার ধন্যবাদ করি যে, আমি অন্য সকল লোকের—উপদ্রবী, অন্যায়ী ও ব্যভিচারীদের —মত কিম্বা ঐ করগ্রাহীর মত নহি;
12 আমি সপ্তাহের মধ্যে দুই বার উপবাস করি, সমস্ত আয়ের দশমাংশ দান করি;
13 কিন্তু করগ্রাহী দূরে দাঁড়াইয়া স্বর্গের দিকে চক্ষু তুলিতেও সাহস পাইল না, বরং সে বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে কহিল, হে ঈশ্বর, আমার প্রতি, এই পাপীর প্রতি দয়া কর।
14 আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, এই ব্যক্তি ধার্ম্মিক গণিত হইয়া নিজ গৃহে নামিয়া গেল, ঐ ব্যক্তি নয়; কেননা যে কেহ আপনাকে উচ্চ করে, তাহাকে নত করা যাইবে; কিন্তু যে আপনাকে নত করে, তাহাকে উচ্চ করা যাইবে।

অনেকসময়ে আমরা বিশ্বাস করি যে অন্যদের থেকে আমরা বেশী ধার্মিক এবং সেই কারণে অন্যদেরকে তুচ্ছ মনে করে থাকি। অহংকার আত্ম ধার্মিকতাকে উৎপন্ন করে ও কপটতার দিকে নিয়ে যায়। আত্ম-ধার্মিকতা আমাদেরকে অন্যদের বিচারক করে তোলে ও আমাদের মনে করতে বাধ্য করায় যে আমরা অন্যদের থেকে উত্তম ও নিজেদের ত্রুটিগুলিকে দেখতে দেয় না। একজন কপট হল সেই ব্যক্তি যে তার নিজের পাপের অজুহাত দেয় কিন্তু অন্যদের পাপের বিচার করে। যেমন উদাহরণ, আপনি হয়ত কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে সে কেন একদিন বাইবেক পড়েনি, তাদেরকে দোষী মনোভাব দিতে পারেন, কিন্তু সেই একই প্রশ্ন যদি আপনাকে করা হয়, তাহলে আপনার কাছে বাইবেল না পড়ার অনেক ভাল কারণ থাকবে।

মথি 7:1-5
1 তোমরা বিচার করিও না, যেন বিচারিত না হও।
2 কেননা যেরূপ বিচারে তোমরা বিচার কর, সেইরূপ বিচারে তোমরাও বিচারিত হইবে; এবং যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই পরিমাণে তোমাদের নিমিত্ত পরিমাণ করা যাইবে।
3 আর তোমার ভ্রাতার চক্ষে যে কুটা আছে, তাহাই কেন দেখিতেছ, কিন্তু তোমার নিজের চক্ষে যে কড়িকাট আছে, তাহা কেন ভাবিয়া দেখিতেছ না?
4 অথবা তুমি কেমন করিয়া আপন ভ্রাতাকে বলিবে, এস, আমি তোমার চক্ষু হইতে কুটা গাছটা বাহির করিয়া দিই? আর দেখ, তোমার নিজের চক্ষে কড়িকাঠ রহিয়াছে!
5 হে কপটি, আগে আপনার চক্ষু হইতে কড়িকাট বাহির করিয়া ফেল, আর তখন তোমার ভ্রাতার চক্ষু হইতে কুটা গাছটা বাহির করিবার নিমিত্ত স্পষ্ট দেখিতে পাইবে।

আমাদেরকে অন্যদেরকে বিচার করার পাপ থেকে দূরে থাকতে হবে কারণ এটি নিজেদের মধ্যে পাপগুলিকে চিহ্নিত করতে দেয় না। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যদের মধ্যে ত্রুটি খুঁজে পেতে দক্ষ, কিন্তু নিজের জীবনে "কড়িকাট" দেখতে অক্ষম। আমরা অন্যদেরকে বিচার করার দ্বারা পবিত্র হই না; এবং অন্যদের জীবনে ত্রুটি খুঁজে পাওয়ার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের কাছেও আসতে পারি না। এই ধরণের "ত্রুটি অন্বেষণকারী পরিচর্যা" অবশ্যই আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যাবে না! মূল্যায়ন করা ভাল কিন্তু আমাদের সাবধান হতে হবে ঈশ্বরের গৃহে আমাদের সহ ভাই-বোনেদের বিরুদ্ধে বিচার করার সময়ে। সিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়ার আগেই, যে সিংহাসন থেকে তিনি একদিন বিচার করবেন, খ্রীষ্ট পাপীদের জন্য মারা গেলেন। ঈশ্বরের রাজ্যে, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা লোকেদের জন্য আমাদের প্রাণ

বলিদান করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছি না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ক্ষমতা দেওয়া হয় বিচার করার অথবা নেতৃত্ব দেওয়ার। তাই, লোকেদের বিচার করার আগে, আমরা যেন নিজেদের প্রশ্ন করি যে তাদের জন্য প্রাণ ত্যাগ করতে আমরা ইচ্ছুক কিনা, তারা যে স্থানে রয়েছে, সেই স্থান থেকে বের করে একটি পরিপূর্ণতার স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ কিনা। যখন আমরা পাপ, অন্যায়, ও অধার্মিকতার বিরুদ্ধে কথা বলি, তখন আমরা যেন ঈশ্বরের প্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত হই, এবং আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য যেন পুনরুদ্ধার করা ও পরিপূর্ণতা নিয়ে আসা। এটা যদি আমাদের অনুপ্রেরণা না হয় অথবা আমাদের লক্ষ্য না হয়, তাহলে আমরা যেন নীরব থাকতে শিখি।

তর্ক-বিতর্ক করা

অনেকসময়ে, আমরা এতটাই তর্ক-বিতর্ক করতে থাকি যে সেটার মূল কারণ আমাদের অহংকার হতে পারে। *"অহঙ্কারে কেবল বিবাদ উৎপন্ন হয়; কিন্তু যাহারা পরামর্শ মানে, প্রজ্ঞা তাহাদের সহবর্তী"*(হিতোপদেশ 13:10)। *"যে বেশী আকাঙ্ক্ষা করে, সে বিবাদ উত্তেজনা করে, কিন্তু যে সদাপ্রভুকে বিশ্বাস করে, সে পুষ্ট হইবে"*(হিতোপদেশ 28:25)। সুতরাং, অহংকার বিবাদ সৃষ্টি করে।

পূর্বধারণা

অহংকার আমাদের মধ্যে পূর্ব ধারণার জন্ম দিয়ে থাকে। পূর্বধারণা হল কিছু নির্দিষ্ট মানুষদের প্রতি একটা বৈষম্য, পক্ষপাতিত্ব করা, অসহনশীলতা প্রদর্শন করা এবং আগে থেকেই একটা অবিচার করা। আমাদের সবাই, জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে, লোকেদের প্রতি কোনো না কোনো প্রকারের পূর্ব ধারণা পোষণ করেছি। এটা ধনী-দরিদ্রের মাঝে হতে পারে, যেখানে আপনি ধনী ব্যক্তিদের সাথে বেশী বন্ধুত্ব করতে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে পারেন, অথবা আমরা শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী লোকেদের সাথে পক্ষপাতিত্ব করতে পারি। দেশের কোন রাজ্য থেকে এসেছে, গায়ের রঙ, লিঙ্গ, এবং অনেকসময়ে কোন ডিনোমিনেশন থেকে এসেছে, সেই অনুযায়ীও পূর্বধারণা পোষণ করে থাকতে পারি।

আমাদেরকে সকল প্রকার পূর্বধারণা থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখার জন্য সাবধান করা হয়েছে: *"যিহূদী কি গ্রীক আর হইতে পারে না, দাস কি স্বাধীন আর হইতে পারে না, নর ও নারী আর হইতে পারে না, কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে তোমরা সকলেই এক"*(গালাতীয় 3:28)। আমরা সবাই ঈশ্বরের লোক, এবং এটা জানাটা গুরুত্বপূর্ণ যে কীভাবে সবার সাথে সমান ভাবে আচরণ করতে হয় ও অহংকার থেকে জন্ম নেওয়া পূর্বধারণাগুলিকে দূরে রাখতে হয়।

উচ্চমনা ও নিজেকে সবার থেকে আলাদা মনে করা

অনেকসময়ে আমাদের পা মাটিতে থাকে, কিন্তু আমাদের মাথা আকাশের কোথাও থাকে। আমাদের মধ্যে অধিকাংশ এই সাধারণ ব্যাধি থেকে ভোগে। প্রেরিত পৌল বলেছেন, *"তোমরা পরস্পরের প্রতি একমনা হও, উচ্চ উচ্চ বিষয় ভাবিও না, কিন্তু অবনত বিষয় সকলের সহিত আকর্ষিত হও। আপনাদের জ্ঞানে বুদ্ধিমান্ হইও না"*(রোমীয় 12:16)। আমরা এতটাই উচ্চ মনা হয়ে যাই যে লোকেদের সাথে সংযুক্ত হতে পারি না। আমাদের কাছে "অতি আধুনিক মানের শিক্ষা" থাকতে পারে কিন্তু অনেকেই একজন সাধারণ পরিষ্কার কর্মীর সাথে একটা সাধারণ কথোপকথন করতে পারে না। আমাদের ধন আমাদেরকে উচ্চ মনা করে দিতে পারে এবং আমাদেরকে বিশ্বাস করাতে পারে যে আমরা একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর লোকেদের থেকে আসি। এমনকি আমাদের তালন্ত ও ক্ষমতা, ব্যক্তিগত যোগ্যতা আমাদের মনে করাতে পারে যে আমরা নিজেরাই একটা উচ্চ ও আলাদা শ্রেণীর মানুষ। *"যাহারা এই যুগে ধনবান্, তাহাদিগকে এই আজ্ঞা দেও, যেন তাহারা গর্ব্বিতমনা না হয়, এবং ধনের অস্থিরতার উপরে নয়, কিন্তু যিনি ধনবানের ন্যায় সকলই আমাদের ভোগার্থে যোগাইয়া দেন, সেই ঈশ্বরেরই উপরে প্রত্যাশা রাখে"*(1 তীমথিয় 6:17)। আসুন, আমরা যেন আমাদেরকে মনকে উচ্চ বিষয়ে স্থির না করি কিন্তু নম্রদের সাথেও যুক্ত হতে শিখি। আমাদের এমন লোক হতে হবে যারা যেকোনো মানুষদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে এবং নিজের ধারণায় বুদ্ধিমান নয়।

অহংকারের প্রকাশ

- অনমনীয় ও জেদি হওয়া
- দাম্ভিকতা ও অতিরিক্ত আত্ম-বিশ্বাস
- বিদ্রোহী মনোভাব
- নিন্দা করা
- কপটতা
- আত্ম-ধার্মিকতা/কপটতা
- তর্ক-বিতর্ক করা
- পূর্বধারণা
- উচ্চমনা হওয়া অথবা নিজেকে সবার থেকে আলাদা মনে করা

একটি অহংকারী হৃদয়ের পরিণতি

লজ্জা নিয়ে আসে

অহংকারের সাথে লজ্জ আসে। *"অহঙ্কার আসিলে অপমানও আইসে; কিন্তু প্রজ্ঞাই নম্রদিগের সহচরী"* (হিতোপদেশ 11:2)।

পতন ও বিনাশ

হিতোপদেশ 16:18
বিনাশের পূর্ব্বে অহঙ্কার, পতনের পূর্ব্বে মনের গর্ব্ব।

মার্ক 7:14-23
14 পরে তিনি লোকসমূহকে পুনরায় কাছে ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা সকলে আমার কথা শুন ও বুঝ।
15 মনুষ্যের বাহিরে এমন কিছুই নাই, যাহা তাহার ভিতরে গিয়া তাহাকে অশুচি করিতে পারে;
16 কিন্তু যাহা যাহা মনুষ্য হইতে বাহির হয়, সেই সকলই মনুষ্যকে অশুচি করে।
17 পরে তিনি লোকসমূহের নিকট হইতে গৃহমধ্যে আসিলে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে সেই দৃষ্টান্তটীর ভাব জিজ্ঞাসা করিলেন।
18 তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরাও কি এমন অবোধ? তোমরা কি বুঝ না যে, যাহা কিছু বাহির হইতে মনুষ্যের ভিতরে যায়, তাহা তাহাকে অশুচি করিতে পারে না?
19 তাহা ত তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে না, কিন্তু উদরে প্রবেশ করে, এবং বহিঃস্থানে গিয়া পড়ে। এ কথায় তিনি সমস্ত খাদ্য দ্রব্যকে শুচি বলিলেন।
20 তিনি আরও কহিলেন, মনুষ্য হইতে যাহা বাহির হয়, তাহাই মনুষ্যকে অশুচি করে।
21 কেননা ভিতর হইতে, মনুষ্যদের অন্তঃকরণ হইতে, কুচিন্তা বাহির হয়
22 —বেশ্যাগমন, চৌর্য্য, নরহত্যা, ব্যভিচার, লোভ, দুষ্টতা, ছল, লম্পটতা, কুদৃষ্টি, নিন্দা, অভিমান ও মূর্খতা;
23 এই সকল মন্দ বিষয় ভিতর হইতে বাহির হয়, এবং মনুষ্যকে অশুচি করে।

যীশু অহংকারকে সেই বিষয়গুলির মধ্যে রেখেছেন যা অন্তর থেকে বেরিয়ে আসে ও একজন ব্যক্তিকে অশুচি করে তোলে। এটি বিনাশকারী ও একজন ব্যক্তির পতনের কারণ হতে পারে।

আত্ম-প্রতারণা উৎপন্ন করে

অহংকার আমাদের ঠকায়। *“হে শৈলদরী-বাসি, হে উচ্চস্থান-বাসি, তোমার অন্তঃকরণের অহঙ্কার তোমাকে বঞ্চনা করিয়াছে; তুমি মনে মনে কহিতেছ, কে আমাকে ভূমিতে নামাইবে?”* (ওবদিয় 1:3)। *“অতএব তোমরা সকল অশুচিতা এবং দুষ্টতার উচ্ছ্বাস ফেলিয়া দিয়া, মৃদুভাবে সেই রোপিত বাক্য গ্রহণ কর, যাহা তোমাদের প্রাণের পরিত্রাণ সাধন করিতে পারে”* (যাকোব 1:21)।

একটি মৃদুশীল হৃদয় প্রয়োজন ঈশ্বরের বাক্যকে গ্রহণ করার জন্য—বাক্যটিকে আমাদের জীবনে একটি বাস্তব হয়ে ওঠার জন্য ও আমাদের মধ্যে ক্ষোদিত হওয়ার জন্য। কিন্তু অহংকার আমাদের আটকায় ঈশ্বরের বাক্যকে গ্রহণ করা থেকে এবং আমাদেরকে প্রতারণার দিকে ঠেলে দেয়। প্রতারণা অথবা প্রবঞ্চনা হল ঈশ্বরের বাক্যের অনেক জ্ঞান ধারণ করা কিন্তু সেই বাক্যকে আমার জীবনকে পরিবর্তন করতে না দেওয়া। যে প্রকাশ আমাদের জীবনকে পরিবর্তন করে না, সেটা সম্ভবত একজন ব্যক্তিকে প্রবঞ্চনার দিকে নিয়ে যায়, কারণ আমরা মনে করতে পারি যে আমরা “পেয়ে গিয়েছি” যখন আমরা শুধুমাত্র “জ্ঞান অর্জন” করেছি। জানা এবং ধারণ করা দুটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। আত্মিক জ্ঞান লাভ করা এবং বাক্যকে মাংসে মূর্তিমান হওয়া—যখন বাক্যটি আমাদের জীবনে একটি বাস্তব হয়ে ওঠে—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। গভীর আত্মিক জ্ঞান লাভ করা কিন্তু সেটাকে বাস্তবায়িক করে না তোলা একজন ব্যক্তিকে অহংকারী করে তুলতে পারে।

বাইবেল বলে, *“আর প্রতিমার কাছে উৎসৃষ্ট বলির বিষয়;—আমরা জানি যে, আমাদের সকলের জ্ঞান আছে। জ্ঞান গর্ব্বিত করে, কিন্তু প্রেমই গাঁথিয়া তুলে”* (1 করিন্থীয় 8:1)। কিন্তু আমরা যদি একটা মৃদুশীল হৃদয় ধারণ করি, তাহলে সেটা ঈশ্বরের বাক্যকে আমাদের জীবনে বাস্তব করে তুলবে, শুধুমাত্র জ্ঞান প্রদান করবে না। শয়তানের মিথ্যাগুলি আমাদের মনের মধ্যে ফিসফিস করে ঢোকে, বড় আওয়ায় করে নয়। সে অন্ধকারে চলাফেরা করে, আলোতে নয়। যদিও সে একজন আলোর দূত হওয়ার অভিনয় করে, তবুও সে ছাদের উপর থেকে চিৎকার করে বলে না, “এই আমি, তোমাদের জীবনে প্রবঞ্চনা নিয়ে আসতে চলেছি”। বরং, এই প্রবঞ্চনা নীরবে, ফিসফিস করে আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করে, আমাদের ঠকায় এবং সত্যকে চাপা দিয়ে রাখে।

দণ্ডাজ্ঞা নিয়ে আসে

আমাদের জীবনে অহংকার যখন কাজ করে, সবচেয়ে গুরুতর পরিণতি যেটা নিয়ে আসে, সেটা হল আমাদের জীবনে ঈশ্বরের বিচার ও দণ্ডাজ্ঞা নিয়ে আসে। পৌল তীমথিয়কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তিনি কাকে ঈশ্বরের গৃহের উপরে নেতা হিসেবে নিযুক্ত করবেন: *“তিনি নূতন শিষ্য না হউন পাছে গর্ব্বান্ধ হইয়া দিয়াবলের বিচারে পতিত হন”* (1 তীমথিয় 3:6)।

অহংকার সেই একই শাস্তি ও দণ্ডাজ্ঞা নিয়ে আসে যা শয়তানের উপর এসেছিল যখন সে বিদ্রোহ করেছিল, দণ্ডাজ্ঞা পেয়েছিল ও ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল।

যুবক হোক অথবা বৃদ্ধ হোক, আমাদের হৃদয়কে পরীক্ষা করার প্রয়োজন আছে, সকল অহংকারের শেকড়গুলির সাথে মোকাবিলা করে সেইগুলিকে বিতাড়িত করার প্রয়োজন আছে। আমাদের প্রার্থনা যেন এটা হোক: *“প্রভু যীশু, আমার জীবনে অহংকারের মূলে কুড়ালি লাগিয়ে রাখো”।*

একটি মৃদুশীল ও নম্র হৃদয় বজায় রাখা

আমাদেরকে মৃদুশীল হওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছে

মৃদুতা, নম্রতা হল খ্রীষ্টিয় গুণ। আমাদের যে কাজে আহূত করা হয়েছে, সেটাকে যেন অবশ্যই পূর্ণ করি মৃদুতা ও নম্রতার সাথে। শাস্ত্র আমাদের নির্দেশ দেয় যে ঈশ্বরের পরিচর্যাকারীরা যেন মৃদুতার সাথে পরিচর্যা করে।

ইফিষীয় 4:2
সম্পূর্ণ নম্রতা ও মৃদুতা সহকারে, দীর্ঘসহিষ্ণুতা সহকারে চল; প্রেমে পরস্পর ক্ষমাশীল হও

কলসীয় 3:12
অতএব তোমরা, ঈশ্বরের মনোনীত লোকদের, পবিত্র ও প্রিয় লোকদের, উপযোগী মতে করুণার চিত্ত, মধুর ভাব, নম্রতা, মৃদুতা, সহিষ্ণুতা পরিধান কর।

2 তীমথিয় 2:25
এবং মৃদু ভাবে বিরোধিগণকে শাসন করা তাহার উচিত; হয় ত ঈশ্বর তাহাদিগকে মনপরিবর্ত্তন দান করিবেন

এটা উপলব্ধি করুন যে মৃদুতাই হল প্রকৃত শক্তি

মৃদুতা কোনো দুর্বলতা নয়—এমন এক সত্য যা নীচে দেওয়া শাস্ত্রাংশে জোর দেওয়া হয়েছে।

মথি 11:22-29
22 কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমাদের দশা হইতে বরং সোর ও সীদোনের দশা বিচার-দিনে সহনীয় হইবে।
23 আর হে কফরনাহূম, তুমি না কি স্বর্গ পর্য্যন্ত উচ্চীকৃত হইবে? তুমি পাতাল পর্য্যন্ত নামিয়া যাইবে; কেননা যে সকল পরাক্রম-কার্য্য তোমার মধ্যে করা গিয়াছে, সে সকল যদি সদোমে করা যাইত, তবে তাহা আজ পর্য্যন্ত থাকিত।
24 কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমার দশা হইতে বরং সদোম দেশের দশা বিচারদিনে সহনীয় হইবে।'
25 সেই সময়ে যীশু এই কথা কহিলেন, হে পিতঃ হে স্বর্গের ও পৃথিবীর প্রভু, আমি তোমার ধন্যবাদ করিতেছি, কেননা তুমি বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমানদের হইতে এই সকল বিষয় গুপ্ত রাখিয়া শিশুদের নিকটে প্রকাশ করিয়াছ;
26 হাঁ, পিতঃ, কেননা ইহা তোমার দৃষ্টিতে প্রীতিজনক হইল।
27 সকলই আমার পিতা কর্ত্তৃক আমাকে সমর্পিত হইয়াছে; আর পুত্রকে কেহ জানে না, কেবল পিতা জানেন, এবং পিতাকে কেহ জানে না, কেবল পুত্র জানেন, এবং পুত্র যাহার নিকটে তাঁহাকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, সে জানে।
28 হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব।
29 আমার যোঁয়ালি আপনাদের উপরে তুলিয়া লও, এবং আমার কাছে শিক্ষা কর, কেননা আমি মৃদুশীল ও নম্রচিত্ত; তাহাতে তোমরা আপন আপন প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাইবে।

যীশু নিজেকে মৃদুশীল ও নম্রচিত্ত বলে পরিচয় দিয়েছেন। সেই মানুষদের থেকে সাবধান থাকুন যারা হৃদয়ের মধ্যে ঘৃণা নিয়ে "মৃদুতা ও নম্রতার" বিষয়ে কথা বলে। এটা খ্রীষ্টের স্বভাবের বিপরীত! মৃদুতা হল পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের একটি গুণ যা তাঁর আত্মা দ্বারা আমাদের জীবনে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

গালাতীয় 5:22
কিন্তু আত্মার ফল প্রেম, আনন্দ, শান্তি, দীর্ঘসহিষ্ণুতা, মাধুর্য্য, মঙ্গলভাব, বিশ্বস্ততা, মৃদুতা, ইন্দ্রিয়দমন; এই প্রকার গুণের বিরুদ্ধ ব্যবস্থা নাই।

যীশু বলেছেন, *"ধন্য যাহারা মৃদুশীল, কারণ তাহারা দেশের অধিকারী হইবে"* (মথি 5:5)। সুতরাং, মৃদুতা কোনো দুর্বলতা নয়, বরং এটি একটি শক্তি। মহান বিষয়গুলিকে জয় করার চাবিকাঠি হল একটি মৃদুশীল আত্মা কারণ মৃদু লোকেরাই এই পৃথিবীর অধিকারী হবে। আমরা যদি ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য এক মহান বিজয়ী হতে চাই তাহলে আমাদের মধ্যে মৃদুতার আত্মা থাকা আবশ্যক।

সর্বদা একটি সেবাকারী মানসিকতা বজায় করুন

আপনি যাই করুন না কেন, সর্বদা আপনার হৃদয়কে পরীক্ষা করবেন এবং বলুন, "প্রভু, আমি একটি সেবাকারী হৃদয় লাভ করতে চাই"।

মথি 23:10-12
10 তোমরা 'আচার্য্য' বলিয়া সম্ভাষিত হইও না, কারণ তোমাদের আচার্য্য এক জন, তিনি খ্রীষ্ট।
11 কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, সে তোমাদের পরিচারক হইবে।
12 আর যে কেহ আপনাকে উচ্চ করে, তাহাকে নত করা যাইবে; আর যে কেহ আপনাকে নত করে, তাহাকে উচ্চ করা যাইবে।

নিজেকে নম্র করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে

ফিলিপীয় 2:5-11
5 খ্রীষ্ট যীশুতে যে ভাব ছিল, তাহা তোমাদিগেতেও হউক।
6 ঈশ্বরের স্বরূপবিশিষ্ট থাকিতে তিনি ঈশ্বরের সহিত সমান থাকা ধরিয়া লইবার বিষয় জ্ঞান করিলেন না,
7 কিন্তু আপনাকে শূন্য করিলেন, দাসের রূপ ধারণ করিলেন, মনুষ্যদের সাদৃশ্যে জন্মিলেন;
8 এবং আকার প্রকারে মনুষ্যবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া আপনাকে অবনত করিলেন; মৃত্যু পর্য্যন্ত, এমন কি, ক্রুশীয় মৃত্যু পর্য্যন্ত আজ্ঞাবহ হইলেন।
9 এই কারণ ঈশ্বর তাঁহাকে অতিশয় উচ্চপদান্বিতও করিলেন, এবং তাঁহাকে সেই নাম দান করিলেন, যাহা সমুদয় নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ;
10 যেন যীশুর নামে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল-নিবাসীদের "সমুদয় জানু পাতিত হয়, এবং সমুদয় জিহ্বা যেন স্বীকার করে"
11 যে, যীশু খ্রীষ্টই প্রভু, এইরূপে পিতা ঈশ্বর যেন মহিমান্বিত হন।

সর্বদা নিজের সঠিক মূল্যায়ন করবেন

রোমীয় 12:3
বস্তুতঃ আমাকে যে অনুগ্রহ দত্ত হইয়াছে, তাহার গুণে আমি তোমাদের মধ্যবর্ত্তী প্রত্যেক জনকে বলিতেছি, আপনার বিষয়ে যেমন বোধ করা উপযুক্ত, কেহ তদপেক্ষা বড় বোধ না করুক; কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে যে পরিমাণে বিশ্বাস বিতরণ করিয়াছেন, তদনুসারে সে সুবোধ হইবারই চেষ্টায় আপনার বিষয়ে বোধ করুক।

গালাতীয় 6:1
ভ্রাতৃগণ, যদি কেহ কোন অপরাধে ধরাও পড়ে, তবে আত্মিক যে তোমরা, তোমরা সেই প্রকার ব্যক্তিকে মৃদুতার আত্মায় সুস্থ কর, আপনাকে দেখ, পাছে তুমিও পরীক্ষাতে পড়।

নম্রতা হল সর্ব সময়ে সম্পূর্ণ ভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে চলা

যাকোব 4:6-10
6 বরং তিনি আরও অনুগ্রহ প্রদান করেন; এই কারণ শাস্ত্র বলে, "ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, কিন্তু নম্রদিগকে অনুগ্রহ প্রদান করেন।"
7 অতএব তোমরা ঈশ্বরের বশীভূত হও; কিন্তু দিয়াবলের প্রতিরোধ কর, তাহাতে সে তোমাদের হইতে পলায়ন করিবে।
8 ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হও, তাহাতে তিনিও তোমাদের নিকটবর্ত্তী হইবেন। হে পাপিগণ, হস্ত শুচি কর; হে দ্বিমনা লোক সকল, হৃদয় বিশুদ্ধ কর।
9 তাপিত ও শোকার্ত্ত হও, এবং রোদন কর; তোমাদের হাস্য শোকে, এবং আনন্দ বিষাদে পরিণত হউক।
10 প্রভুর সাক্ষাতে নত হও, তাহাতে তিনি তোমাদিগকে উন্নত করিবেন।

প্রকৃত নম্রতা হল আমাদের দুর্বলতাগুলি সম্বন্ধে ও আমাদের প্রয়োজনগুলি সম্বন্ধে অবগত থাকার চেয়েও বেশী কিছু। যখন আমাদের সাথে সবকিছু ভাল চলে, এবং আমরা সমৃদ্ধশালী হচ্ছি ও প্রভুর দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছি, তখন আমাদের স্মরণ রাখতে হবে ও বলতে হবে, "ঈশ্বর, এই সবকিছু তোমার জন্যই সম্ভব হয়েছে!" মহান আশীর্বাদের সময়েও, শক্তির সময়ে, ও বিজয়ের সময়েও আমরা যেন প্রভুর উপর আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভরতার প্রয়োজনটিকে চিহ্নিত করতে পারি ও আমোদ করতে পারি, এবং যেন জানতে পারি যে আমাদের মধ্যে যা কিছু উত্তম বিষয় রয়েছে, সেই সবকিছু তাঁর কাছ থেকে এসেছে। এটাই হল প্রকৃত নম্রতা।

2 করিন্থীয় 3:5
আমরা যে আপনারাই কিছুর মীমাংসা করিতে নিজ গুণে উপযুক্ত তাহা নয়; কিন্তু আমাদের উপযোগিতা ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন।

সমর্পণ হওয়া ও অনুতাপ হল চাবিকাঠি

আমাদের স্বীকার করতে হবে যে হৃদয়ের মধ্যে অহংকারের উপস্থিত থাকা সম্ভব এবং অনবরত আমাদের হৃদয়কে, চিন্তাভাবনাকে, মানসিকতাকে, ও ক্রিয়াকলাপগুলিকে নিরীক্ষণ করতে হবে। আমাদের এই ধারণা বাদ দিতে হবে যে আমরা অহংকার মুক্ত।

যাকোব 4:7-10
7 অতএব তোমরা ঈশ্বরের বশীভূত হও; কিন্তু দিয়াবলের প্রতিরোধ কর, তাহাতে সে তোমাদের হইতে পলায়ন করিবে।

8 ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হও, তাহাতে তিনিও তোমাদের নিকটবর্ত্তী হইবেন। হে পাপিগণ, হস্ত শুচি কর; হে দ্বিমনা লোক সকল, হৃদয় বিশুদ্ধ কর।
9 তাপিত ও শোকার্ত্ত হও, এবং রোদন কর; তোমাদের হাস্য শোকে, এবং আনন্দ বিষাদে পরিণত হউক।
10 প্রভুর সাক্ষাতে নত হও, তাহাতে তিনি তোমাদিগকে উন্নত করিবেন।

প্রভুর সান্নিধ্যে আমাদের অনবরত নিজেদেরকে নিরীক্ষণ করতে হবে, তাঁর কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করতে হবে, অনুতাপ করতে হবে, আমাদের হস্ত শুচি করতে হবে, ও আমাদের হৃদয়কে বিশুদ্ধ করতে হবে। আমরা যেন অনবরত প্রভুর কাছে যাচ্ঞা করি যেন তিনি আমাদের হৃদয়কে অনুসন্ধান করেন ও তাঁর আত্মা দ্বারা আমাদের জীবনে অহংকারকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসেন। কারণ নম্রগণ দের সম্মানিত করা হবে।

হিতোপদেশ 29:23
মনুষ্যের অহংকার তাহাকে নীচে নামাইবে কিন্তু নম্রচিত্ত ব্যক্তি সম্মান পাইবে।

- মহান বিজয়ী হওয়ার চাবিকাঠি হল একটি মৃদুতার আত্মা ধারণ করা, কারণ মৃদুশীল লোকেরা এই পৃথিবীর অধিকারী হবে| আমরা যদি ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য মহান বিজয়ী হতে চাই, তাহলে আমাদের মধ্যে অবশ্যই মৃদুতার আত্মা থাকার আবশ্যক|
- আপনি যাই করুন না কেন, সর্বদা আপনার হৃদয়কে পরীক্ষা করুন, এবং বলুন, "প্রভু, আমি একটা সেবাকারী হৃদয় লাভ করতে চাই"|
- মহান আশীর্বাদ, শক্তি, ও জয় লাভ করার সময়েও আমরা যেন প্রভুর উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করার প্রয়োজনটিকে চিহ্নিত করতে পারি ও আমোদ করতে পারি, এবং যেন জানতে পারি যে প্রত্যেক উত্তম বিষয় যা আমাদের কাছে রয়েছে, তা তাঁর কাছ থেকে এসেছে| এটাই হল প্রকৃত নম্রতা!

প্রার্থনা

পিতা, আমি তোমার সামনে আসি এবং তোমার কাছে যাচ্ঞা করি যে তুমি আমার মধ্যে একটা নম্র হৃদয় দাও। পিতা ঈশ্বর আমাকে সাহায্য কর আমার মধ্যে থেকে সকল অহংকারকে দূর করতে ও সর্বদা তোমার সামনে নম্রতায় চলতে সাহায্য কর, মৃদুতা ও নম্রচিত্ত সহকারে। পিতা, তুমি আমার মধ্যে ও দ্বারা যাই কর না কেন, আমি তোমার সামনে নম্র থাকতে চাই। এটাই আমার বাসনা। প্রভু যীশু, আমার মধ্যে অহংকারের মূলে কুড়ালি লাগিয়ে রাখো! আমেন!

গাছের
মূলে
কুড়ালি
লাগানো
আমিত্ব • হিংসা • অহংকার • অভিলাষ

4. অভিলাষের মূলে কুড়ালি লাগানো

আমিত্ব, হিংসা, এবং অহংকারের মূলে কীভাবে কুড়ালি প্রয়োগ করতে হয়, সেইগুলি আবিষ্কার করার পর এখন আমরা আমাদের জীবনে অভিলাষের মূলের সাথে মোকাবিলা করবো। অভিলাষ কী? অভিলাষ হল যেকোনো অনিয়ন্ত্রিত, অযৌক্তিক, অতিরিক্ত, অপরিমিত আকাঙ্ক্ষা —কোনো কিছুর জন্য একটি আবেগ, চাহিদা, ক্ষুধা। বাইবেল অভিলাষকে এই ভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে - "লোভ করা অথবা অপরিমিত আবেগ"। অভিলাষ হল এই জগতের পথ, যেভাবে এই জগত কাজ করে অথবা যে পথে জগত চলাফেরা করে। এটা এই পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করে।

ইফিষীয় 2:1-3
1 আর যখন তোমরা আপন আপন অপরাধে ও পাপে মৃত ছিলে, তখন তিনি তোমাদিগকেও জীবিত করিলেন;
2 সেই সকলেতে তোমরা পূর্ব্বে চলিতে, এই জগতের যুগ অনুসারে, আকাশের কর্ত্তৃত্বাধিপতির অনুসারে, যে আত্মা এখন অবাধ্যতার সন্তানগণের মধ্যে কার্য্য করিতেছে, সেই আত্মার অধিপতির অনুসারে চলিতে।
3 সেই লোকদের মধ্যে আমরাও সকলে পূর্ব্বে আপন আপন মাংসের অভিলাষ অনুসারে আচরণ করিতাম, মাংসের ও মনের বিবিধ ইচ্ছা পূর্ণ করিতাম, এবং অন্য সকলের ন্যায় স্বভাবতঃ ক্রোধের সন্তান ছিলাম।

এই জগতের পথ হল মাংসের ও মনের অভিলাষগুলিকে পূর্ণ করা—যদি কোনো কিছু তোমার ভাল লাগে অথবা তোমাকে সন্তুষ্ট করে—তাহলে সেটাই কর! আমরা একসময়ে এই জগতের ব্যবস্থাপনার অংশ ছিলাম যা অভিলাষ দ্বারা চালিত। আমরা সেই অনুযায়ী চলতাম, মাংসের ও মনের অভিলাষগুলিকে পূর্ণ করতাম। কিন্তু যীশুর কারণে, আমরা যেন এই জগতের না হই, ও অভিলাষ দ্বারা চালিত না হই।

2 পিতর 1:4
আর ঐ গৌরবে ও উৎকর্ষে তিনি আমাদিগকে মহামূল্য অথচ অতি মহৎ প্রতিজ্ঞা সকল প্রদান করিয়াছেন, যেন তদ্দ্বারা তোমরা অভিলাষমূলক সংসারব্যাপী ক্ষয় হইতে পলায়ন করিয়া, ঈশ্বরীয় স্বভাবের সহভাগী হও।

অভিলাষের কারণে এই জগতে নৈতিক অবক্ষয় ও ভ্রষ্টাচার রয়েছে। কিন্তু সুখবর এই যে ঈশ্বর আমাদেরকে অতিশয় মহান ও মূল্যবান প্রতিজ্ঞা দিয়েছেন তাঁর বাক্যের মধ্যে, যার দ্বারা আমরা এই জগতের অবক্ষয় থেকে পালাতে পারি। আমাদেরকে অবক্ষয়ের ফাঁদে পড়ার প্রয়োজন নেই। আমরা সেটা থেকে পলায়ন করতে পারি। আমেন! আকাঙ্ক্ষা করা খারাপ নয়। বাস্তবে, আমাদের মধ্যে যেন উত্তম ও স্বাস্থ্যকর আকাঙ্ক্ষা থাকে। আমাদের মধ্যে যদি আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তাহলে আমরা অনুপ্রেরণা পাব না, এবং আমরা হয়ত জীবনের মধ্যে দিয়ে ভাসতে ভাসতে চলতে থাকবো। বাইবেল বলে যে আমরা যেন আরও বেশী ঈশ্বরকে আকাঙ্ক্ষা করি—তাঁর উপস্থিতি, তাঁর শক্তি, এবং তাঁর বাক্য।

গীতসংহিতা 37:4
আর সদাপ্রভুতে আমোদ কর, তিনি তোমার মনোবাঞ্ছা সকল পূর্ণ করিবেন।

হিতোপদেশ 10:24
দুষ্ট যাহা ভয় করে, তাহার প্রতি তাহাই ঘটিবে; কিন্তু ধার্ম্মিকদের বাসনা সফল হইবে।

মার্ক 11:24
এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলি, যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচ্ঞা কর, বিশ্বাস করিও যে, তাহা পাইয়াছ, তাহাতে তোমাদের জন্য তাহাই হইবে।

প্রার্থনা করার আগে, আমাদের মধ্যে যেন উত্তম ও সঠিক বিষয়ের প্রতি আকাঙ্ক্ষা থাকে। সমস্যা তখন দেখা দেয় যখন মন্দের প্রতি আকাঙ্ক্ষা অতিরিক্ত হয়ে যায় অথবা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

যাকোব 1:13-16
13 পরীক্ষার সময়ে কেহ না বলুক, ঈশ্বর হইতে আমার পরীক্ষা হইতেছে; কেননা মন্দ বিষয়ের দ্বারা ঈশ্বরের পরীক্ষা করা যাইতে পারে না, আর তিনি কাহারও পরীক্ষা করেন না;
14 কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কামনা দ্বারা আকর্ষিত ও প্ররোচিত হইয়া পরীক্ষিত হয়।
15 পরে কামনা সগর্ভা হইয়া পাপ প্রসব করে, এবং পাপ পরিপক্ক হইয়া মৃত্যুকে জন্ম দেয়।
16 হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ, ভ্রান্ত হইও না।

প্রলোভন হল আমাদের অভিলাষগুলির কারণেই, আমাদের আকাঙ্ক্ষাগুলি দ্বারা আকর্ষিত হওয়া। এটি কোনো শয়তানের আকাঙ্ক্ষা অথবা আমাদের প্রতিবেশীদের আকাঙ্ক্ষা নয়, কিন্তু আমাদের নিজেদের আকাঙ্ক্ষা যা কাজ করে ও আমাদেরকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করে, এবং এর দ্বারা প্রতিরোধ করার ইচ্ছাটিকে দুর্বল করে দেয়। প্রলোভন তখন আসে যখন কোনো কিছু খারাপ কাজ করার ইচ্ছা আমাদের মধ্যে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে এবং সেই আকাঙ্ক্ষাটিকে অস্বীকার করার ইচ্ছাকে দুর্বল করে দেয়। মন্দ কাজ করার ইচ্ছা আমাদের মধ্যে উত্থাপিত হয় কারণ আমরা আমাদের চিন্তাভাবনা, যুক্তি, কল্পনা, ও তথ্যগুলিকে রক্ষা করি না, যেগুলির সম্মুখীন আমরা হয়ে থাকি। এটি অন্যান্য লোকেদের প্রভাবের মধ্যে দিয়ে হতে পারে। অথবা কিছু প্রস্তাবিত চিন্তাভাবনা, ধারণা, ও কল্পনার মধ্যে দিয়ে আসতে পারে যা মন্দ আত্মারা আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করায়। আমাদের আকাঙ্ক্ষা আমাদের টেনে নিয়ে যায়। **আমাদেরকে শিখতে হবে যাতে আমরা সেই আকাঙ্ক্ষাগুলিকে বশীভূত করতে পারি ও নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনতে পারি।** শয়তান আমাদের পাপ করাতে পারেনা। সে প্রস্তাবিত চিন্তাভাবনাগুলি আমাদের সামনে রাখে যা আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপিত করে তোলে, এবং সেই আকাঙ্ক্ষাগুলিকে যদি নিয়ন্ত্রণ না করি, তাহলে সেইগুলি প্রলোভনকে প্রতিরোধ করার ইচ্ছাটিকেও দুর্বল করে তোলে।

1 যোহন 2:16-17
16 কেননা জগতে যে কিছু আছে, মাংসের অভিলাষ, চক্ষুর অভিলাষ, ও জীবিকার দর্প, এ সকল পিতা হইতে নয়, কিন্তু জগৎ হইতে হইয়াছে।
17 আর জগৎ ও তাহার অভিলাষ বহিয়া যাইতেছে; কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, সে অনন্তকালস্থায়ী।

উপরের শাস্ত্রাংশে, তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে - মাংসের অভিলাষ, চোখের অভিলাষ, এবং জীবিকার দর্প। এই জগত মাংসের ও চোখের অভিলাষের কবলে রয়েছে। "মাংসের অভিলাষ" বলতে আমরা বুঝি সেই সকল বিষয়গুলি যা আমাদের দেহের পাপময় আকাঙ্ক্ষাগুলিকে সন্তুষ্ট করে। চোখের অভিলাষ কোনো "জিনিস" কে না পেয়েই সেটা দেখে ও সেটাকে পেতে চেয়ে আমাদের দৃষ্টি সন্তুষ্ট হয়।

অভিলাষের মূলের কাজগুলিকে কীভাবে আমরা চিহ্নিত করতে পারব?

মাংসের অভিলাষ

বস্তু, এমনকি ভাল খাবারের প্রতি অনিয়ন্ত্রিত আকাঙ্ক্ষা

যখনই আমরা দোষ দেখানোর জন্য একজন মদ্যপায়ী ব্যক্তি, ধূমপান করা ব্যক্তি, মাদক নেওয়া ব্যক্তির দিকে আঙুল তুলি, তখন আমরা সেই ব্যক্তির কথা ভুলে যাই যে উত্তম খাবারের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে। এটা একই বিষয়!

1 করিন্থীয় 6:12-13
12 সকলই আমার পক্ষে বিধেয়, কিন্তু সকলই যে হিতজনক, তাহা নয়; সকলই আমার পক্ষে বিধেয়, কিন্তু আমি কিছুরই কর্তৃত্বাধীন হইব না।
13 খাদ্য উদরের নিমিত্ত, এবং উদর খাদ্যের নিমিত্ত, কিন্তু ঈশ্বর উভয়ের লোপ করিবেন। দেহ ব্যভিচারের নিমিত্ত নয়, কিন্তু প্রভুর নিমিত্ত, এবং প্রভু দেহের নিমিত্ত।

সবকিছুই আমার পক্ষে বিধেয়, কিন্তু আমি কিছুরই কর্তৃত্বাধীন হবো না। মাঝে মধ্যে প্রিয় খাবারের মধ্যে আমোদ করাকে অনুমোদন করা যেতে পারে, কিন্তু আপনি যদি সেটার অধীনে থাকেন তাহলে সেটা ভুল। *"খাদ্য উদরের নিমিত্ত, এবং উদর খাদ্যের নিমিত্ত, কিন্তু ঈশ্বর উভয়ের লোপ করিবেন"* (1 করিন্থীয় 6:13ক)।

পৌল সেই লোকেদের উদ্দেশে লিখেছেন যাদের পেট হল তাদের ঈশ্বর: *"তাহাদের পরিণাম বিনাশ; উদর তাহাদের ঈশ্বর, এবং নিজ লজ্জাতেই তাহাদের গৌরব; তাহারা পার্থিব বিষয় ভাবে"* (ফিলিপীয় 3:19)। তাদের ক্ষুধা তাদের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব করে। এটাই হল মাংসের অভিলাষ, কোনো বস্তুর জন্য একটি নিয়ন্ত্রণহীন আকাঙ্ক্ষা - এমনকি ভাল খাবার জন্যও। পুরাতন নিয়মে, আমরা পড়ি যে ঈশ্বরের লোকেরা সবে মিশর থেকে বের হয়ে এসেছিল, বন্দী দশা থেকে মুক্ত হয়েছিল, লাল সমুদ্র পার করেছিল, এবং একটি প্রাচুর্য পূর্ণ দেশের দিকে এগিয়ে চলেছিল, যেখানে ঈশ্বর দুধ ও মধু প্রবাহিত করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তাদের মাংস খাওয়ার জন্য অনিয়ন্ত্রিত আকাঙ্ক্ষা দেখা দিল। তাদের আকাঙ্ক্ষা এতটাই প্রবল ছিল যে এটা মাংস খাওয়ার জন্য একটা অভিলাষে পূর্ণ হয়েছিল।

গণনাপুস্তক 11:4-6
4 আর তাহাদের মধ্যবর্ত্তী মিশ্রিত লোকেরা লোভাক্রান্ত হইয়া উঠিল; আর ইস্রায়েল-সন্তানগণও পুনর্ব্বার রোদন করিয়া কহিল, কে আমাদিগকে ভক্ষণার্থে মাংস দিবে?
5 আমরা মিসর দেশে বিনামূল্যে যে যে মাছ খাইতাম, তাহা এবং সশা, খরবুজ, পরু, পলাণ্ডু ও লশুন মনে পড়িতেছে।
6 এখন আমাদের প্রাণ শুষ্ক হইল; কিছুই নাই; আমাদের সম্মুখে এই মান্না ব্যতীত আর কিছু নাই।

একটি গৌরবময় পরিকল্পনা ও একটি ঐশ্বরিক উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার কেন্দ্রস্থলে থাকা সত্ত্বেও, ইস্রায়েলের লোকেরা ভাল খাবারের প্রতি অভিলাষ করা শুরু করল। তাদের শারীরিক ক্ষুধা নিবারণ করার এই প্রবল ইচ্ছা প্রাধান্য পেলো এবং ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। আমি চিন্তাভাবনা করি যে কতবার আমরা উপবাস ও প্রার্থনায় সময় অতিবাহিত না করে আমাদের প্রিয় খাবারকে প্রাধান্য দিয়েছি!

ইস্রায়েলীয়েরা ঈশ্বরকে পরীক্ষা করে বসলো। বাইবেল বলে আমরা যেন সদাপ্রভুকে পরীক্ষা না করি।

গীতসংহিতা 78:14-32
14 তিনি তাহাদিগকে পথ দেখাইতেন, দিবসে মেঘ দ্বারা, এবং সমস্ত রাত্রি অগ্নির আলোক দ্বারা।
15 তিনি প্রান্তরমধ্যে শৈল বিদীর্ণ করিলেন, তাহাদিগকে যেন জলধি হইতে প্রচুর জল পান করাইলেন।
16 তিনি শৈল হইতে স্রোত বাহির করিলেন, নদীর ন্যায় জল বহাইলেন।
17 তখনও তাহারা পুনঃ পুনঃ তাঁহার বিরুদ্ধে পাপ করিল, মরুভূমিতে পরাৎপরের বিদ্রোহী হইল;
18 তাহারা মনে মনে ঈশ্বরের পরীক্ষা করিল, আপনাদের অভিলাষ পূরণার্থে ভক্ষ্য চাহিল।
19 আর তাহারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কথা কহিল, বলিল, ঈশ্বর কি প্রান্তরে মেজ সাজাইয়া দিতে পারেন?
20 দেখ, তিনি শৈলকে আঘাত করিলে জলধারা বহিল, স্রোতোধারা প্রবাহিত হইল; তিনি কি অন্নও দিতে পারেন? আপন প্রজাদের জন্য কি মাংস যোগাইবেন?
21 অতএব সদাপ্রভু তাহা শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন; যাকোবের বিরুদ্ধে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল, ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে কোপ উঠিল;
22 কেননা তাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করিত না, তাঁহার পরিত্রাণে নির্ভর করিত না।
23 তবু তিনি উপরিস্থ মেঘমালাকে আজ্ঞা দিলেন, আকাশমণ্ডলের দ্বার সকল খুলিয়া দিলেন।
24 তিনি ভক্ষ্যের জন্য তাহাদের উপরে মান্না বর্ষণ করিলেন, তাহাদিগকে স্বর্গের শস্য দিলেন।
25 মনুষ্য পরাক্রমীদের খাদ্য ভোজন করিল; তিনি তাহাদের তৃপ্তি পর্য্যন্ত ভক্ষ্য পাঠাইলেন।
26 তিনি আকাশে পূর্ব্ব বায়ু বহাইলেন, নিজ পরাক্রমে দক্ষিণ বায়ু চালাইলেন।
27 তিনি তাহাদের উপরে মাংসকে ধূলির ন্যায়, পক্ষধারী বিহঙ্গকে সমুদ্রের বালির ন্যায় বর্ষণ করিলেন।
28 তিনি তাহা তাহাদের শিবিরের মধ্যে, তাহাদের আবাসসমূহের চারিপার্শ্বে, পড়িতে দিলেন।
29 তখন তাহারা ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইল; তিনি তাহাদের অভীষ্ট বস্তু তাহাদিগকে দিলেন;
30 তাহারা আপনাদের অভীষ্ট দ্রব্য ছাড়ে নাই, তাহাদের খাদ্য তাহাদের মুখেই ছিল,
31 তখন তাহাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের কোপ উঠিল, তাহা তাহাদের হৃষ্টপুষ্টগণকে সংহার করিল, ইস্রায়েলের যুবকগণকে পাড়িয়া ফেলিল।
32 এ সমস্ত হইলেও তাহারা পুনর্ব্বার পাপ করিল, ও তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়াতে বিশ্বাস করিল না।

আরও একটি সমান্তরাল শাস্ত্রাংশ হল:

গীতসংহিতা 106:9-15
9 তিনি সূফ-সাগরকে ধমক দিলেন, আর তাহা শুষ্ক হইল, তিনি তাহাদিগকে জলধি দিয়া চালাইলেন, যেমন প্রান্তর দিয়া চালায়।

10 আর তিনি বিদ্বেষীর হস্ত হইতে তাহাদিগকে ত্রাণ করিলেন, শত্রুর হস্ত হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিলেন;
11 জল তাহাদের বিপক্ষগণকে আচ্ছাদন করিল, উহাদের এক জনও অবশিষ্ট থাকিল না।
12 তখন তাহারা তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিল, তাঁহার প্রশংসা গান করিল।
13 তাহারা ত্বরায় তাঁহার কার্য্য সকল ভুলিয়া গেল। তাঁহার মন্ত্রণার অপেক্ষায় রহিল না;
14 কিন্তু প্রান্তরে অত্যন্ত লোভ করিল। মরুভূমিতে ঈশ্বরের পরীক্ষা করিল।
15 তাহাতে তিনি তাহাদের প্রার্থিত তাহাদিগকে দিলেন, কিন্তু তাহাদের প্রাণে ক্ষীণতা পাঠাইলেন।

যখন মদ, সিগারেট, অথবা মাদকের মতো বস্তুর প্রতি একটি অনিয়ন্ত্রিত আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেটাকে আমরা "নেশা" বলে থাকি। যখন ভাল খাবারের প্রতি একটি অনিয়ন্ত্রিত আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেটাকে আমরা "পেটুকবৃত্তি" বলে থাকি। দুটোই হল মাংসের অভিলাষ এবং যীশু এসেছিলেন এই উভয়ের শেকড়ে কুড়ালি লাগাতে।

নারকোটিক্স আনোনিমাস সংস্থা নেশা সম্বন্ধে তাদের একটা পুস্তকে, "হু ইস অ্যান আডিক্ট" অধ্যায়ে লিখেছে: *"আমাদের অধিকাংশ মানুষেরা এই প্রশ্নটি শুনে দ্বিতীয়বার ভাববে না, আমরা জানি! আমাদের সমস্ত জীবন ও চিন্তাভাবনা কোনো না কোনো মাদককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে - আরও পাওয়ার জন্য উপায় বের করার। আমরা বাঁচি ব্যবহার করার জন্য এবং জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। খুব সরল ভাবে, একজন আসক্ত ব্যক্তি সেই পুরুষ ও মহিলা যার জীবনটি মাদক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমরা হলাম অনবরত ও প্রগতিশীল রোগব্যাধির হাতে বন্দী লোকেরা যাদের পরিণতি সবসময়ে একই: জেলখানা, সংস্থা ও মৃত্যু"। একজন আসক্ত ব্যক্তি কী ভাবে চিন্তাভাবনা করে, সেই বিষয়ে বলতে থাকে, "আমাদের অনেকেই মনে করে না যে তাদের মাদকে সমস্যা আছে যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের কাছে মাদক সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি যখন অন্যেরা বলে যে আমাদের মধ্যে সমস্যা আছে, তখনও আমরা নিশ্চিত থাকি যে আমরা সঠিক, এবং এই জগত ভুল। আমরা আমাদের এই আত্ম-ধ্বংস আচরণটিকে ন্যায্য প্রতিপন্ন করার জন্য এই বিশ্বাসটিকে ব্যবহার করে থাকি"।*

যে লোকেদের মধ্যে বস্তুর প্রতি একটি অনিয়ন্ত্রিত আকাঙ্ক্ষা থাকে, তারা কখনই স্বীকার করবে না যে তাদের মধ্যে সমস্যা আছে। যখন লোকেরা বলে যে তাদের মধ্যে সমস্যা আছে, তখন তারা মনে করে যে অন্যেরা তাদের আনন্দকে চুরি করতে চাইছে। আমরা এই কারণটিকে ব্যবহার করি সেই বিষয়টিকে ন্যায্য প্রতিপন্ন করতে যেটা বাস্তবে একটা বন্দী দশা অথবা একটি অভিলাষ।

অভ্যাস অথবা আকাঙ্ক্ষা যা আমাদের বাধ্য করে

অভিলাষের আরও একটি প্রকাশ হতে পারে অভ্যাস অথবা আকাঙ্ক্ষা যা আমাদের বাধ্য করে। অভ্যাস যেমন আমাদের প্রয়োজনের চেয়েও বেশী ঘুম—যেমন উদাহরণ, আপনি যদি দিনে 12 ঘন্টা ঘুমান, যেখানে 8 ঘন্টার ঘুম আপনার প্রয়োজন, তাহলে সেই অতিরিক্ত 4 ঘন্টাটি হবে আপনার আসক্তির একটি অংশ। আপনি যদি মনে করেন যে প্রত্যেক সপ্তাহে অথবা মাসে একটা করে সিনেমা দেখা আবশ্যক - তাহলে সেটা এমন একটা অভ্যাস অথবা আকাঙ্ক্ষা যা আমাদের বাধ্য করে। আরও একটি এই প্রকারের অভ্যাস কেনাকাটা করা হতে পারে। আপনি যদি মনে করেন আপনাকে প্রত্যেক সপ্তাহে কেনাকাটা করতে যেতেই হবে নয়তো কোনো সমস্যা রয়েছে এবং এই ভাবে জীবন এগোতে পারে না, তাহলে এটা একটা বাধ্যকারি অভ্যাস, আকাঙ্ক্ষা এবং মাংসের একটি অভিলাষ। আপনি যদি মনে করেন যে আপনাকে একটি নির্দিষ্ট সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পেতেই হবে অথবা আপনার স্বামী অথবা স্ত্রীর থেকে উপহার পেতেই হবে, তাহলে সেটা একটা বাধ্যকারি অভ্যাসে পরিণত হয়, তারপর এটা একটা মাংসের অভিলাষে পরিণত হয়। যা কিছু আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে ও আমাদের দাসত্বে বন্দী করে রাখে, সেটাই হল একটা নেশা।

হিতোপদেশ 5:22
দুষ্ট নিজ অপরাধসমূহে ধরা পড়ে, সে নিজ পাপ-পাশে বদ্ধ হয়।

আমাদের পাপ আমাদের ফাঁদে ফেলে ও বন্দী করে রাখে। যীশু বলেছেন যে যে কেউ পাপ করে সে পাপের দাস।

যোহন 8:34
যীশু তাহাদিগকে উত্তর করিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ পাপাচরণ করে, সে পাপের দাস।

2 পিতর 2:19
তাহারা তাহাদের কাছে স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞা করে, কিন্তু আপনারা ক্ষয়ের দাস; কেননা যে যাহার দ্বারা পরাভূত, সে তাহার দাসত্বে আনীত।

যা কিছু আমাদের পরাজিত করে, সেটাই আমাদের বন্দী করে। আমাদের স্বীকার করতে হবে যে অভিলাষ আছে।

যৌন বিকৃতি

তৃতীয় প্রকাশ হল যৌন বিকৃতি। আমাদের যৌনতা ঈশ্বর দ্বারা পরিকল্পিত ও সৃষ্ট। যে ভাবে ঈশ্বর যৌনতাকে পরিকল্পনা করেছেন, সেটার তাঁর সামনে পবিত্র। এটা পবিত্র এবং যে ভাবে এটাকে বিবাহের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, সেটার মধ্যে কোনো ভুল নেই। কিন্তু, অস্বাভাবিক যৌনাচার ও যৌনতাকে সন্তুষ্ট করার উপায় যা ঈশ্বর সৃষ্টি করেননি, সেগুলি ঈশ্বরের সামনে গ্রহণযোগ্য নয়। অনেক খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীরা রয়েছে যারা তাদের যৌনতার ক্ষেত্রে মাংসের অভিলাষের বশে রয়েছে। রোমীয় 1:18-32 পদে ঈশ্বরের ক্রোধের বিষয়ে বলে হয়েছে।

রোমীয় 1:18-32
18 কারণ ঈশ্বরের ক্রোধ স্বর্গ হইতে সেই মনুষ্যদের সমস্ত ভক্তিহীনতা ও অধার্ম্মিকতার উপরে প্রকাশিত হইতেছে, যাহারা অধার্ম্মিকতায় সত্যের প্রতিরোধ করে।
19 কেননা ঈশ্বরের বিষয়ে যাহা জানা যাইতে পারে, তাহা তাহাদের মধ্যে সপ্রকাশ আছে, কারণ ঈশ্বর তাহা তাহাদের কাছে প্রকাশ করিয়াছেন।
20 ফলতঃ তাঁহার অদৃশ্য গুণ, অর্থাৎ তাঁহার অনন্ত পরাক্রম ও ঈশ্বরত্ব, জগতের সৃষ্টিকাল অবধি তাঁহার বিবিধ কার্য্যে বোধগম্য হইয়া দৃষ্ট হইতেছে, এ জন্য তাহাদের উত্তর দিবার পথ নাই;
21 কারণ ঈশ্বরকে জ্ঞাত হইয়াও তাহারা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া তাঁহার গৌরব করে নাই, ধন্যবাদও করে নাই; কিন্তু আপনাদের তর্কবিতর্কে অসার হইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহাদের অবোধ হৃদয় অন্ধকার হইয়া গিয়াছে।
22 আপনাদিগকে বিজ্ঞ বলিয়া তাহারা মূর্খ হইয়াছে,
23 এবং ক্ষয়ণীয় মনুষ্যের ও পক্ষীর ও চতুষ্পদের ও সরীসৃপের মূর্ত্তিবিশিষ্ট প্রতিকৃতির সহিত অক্ষয় ঈশ্বরের গৌরব পরিবর্ত্তন করিয়াছে।
24 এই কারণ ঈশ্বর তাহাদিগকে আপন আপন হৃদয়ের নানা অভিলাষে এমন অশুচিতায় সমর্পণ করিলেন যে, তাহাদের দেহ তাহাদিগেতে অনাদৃত হইতেছে;
25 কারণ তাহারা মিথ্যার সহিত ঈশ্বরের সত্য পরিবর্ত্তন করিয়াছে, এবং সৃষ্ট বস্তুর পূজা ও আরাধনা করিয়াছে, সেই সৃষ্টিকর্ত্তার নয়, যিনি যুগে যুগে ধন্য। আমেন।
26 এই জন্য ঈশ্বর তাহাদিগকে জঘন্য রিপুর বশে সমর্পণ করিয়াছেন; এমন কি, তাহাদের স্ত্রীলোকেরা স্বাভাবিক ব্যবহারের পরিবর্ত্তে স্বভাবের বিপরীত ব্যবহার করিয়াছে।
27 আর পুরুষেরাও তদ্রূপ স্বাভাবিক স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করিয়া পরস্পর কামানলে প্রজ্বলিত হইয়াছে, পুরুষ পুরুষে কুৎসিত ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছে, এবং আপনাদিগেতে নিজ নিজ বিপথগমনের সমুচিত প্রতিফল পাইয়াছে।
28 আর যেমন তাহারা ঈশ্বরকে আপনাদের জ্ঞানে ধারণ করিতে সম্মত হয় নাই, তেমনি ঈশ্বর তাহাদিগকে অনুচিত ক্রিয়া করিতে ভ্রষ্ট মতিতে সমর্পণ করিলেন।
29 তাহারা সর্ব্বপ্রকার অধার্ম্মিকতা, দুষ্টতা, লোভ ও হিংসাতে পরিপূরিত, মাৎসর্য্য, বধ, বিবাদ, ছল ও দুর্বৃত্তিতে পূর্ণ;
30 কর্ণেজপ, পরীবাদক, ঈশ্বর-ঘৃণিত, দুর্বিনীত, উদ্ধত, আত্মশ্লাঘী, মন্দ বিষয়ের উৎপাদক, পিতামাতার অনাজ্ঞাবহ,
31 নির্ব্বোধ, নিয়ম-ভঙ্গকারী, স্নেহরহিত, নির্দ্দয়।
32 তাহারা ঈশ্বরের এই বিচার জ্ঞাত ছিল যে, যাহারা এইরূপ আচরণ করে, তাহারা মৃত্যুর যোগ্য, তথাপি তাহারা তদ্রূপ আচরণ করে, কেবল তাহা নয়, কিন্তু তদাচারী সকলের অনুমোদন করে।

বাইবেল স্পষ্ট ভাবে বলে যে সমকামিতা ভুল। এটি একটি পাশ্চাত্য চিন্তাভাবনা যেখানে লোকেরা মনে করে যে ঈশ্বর সমকামী ব্যক্তিদের সৃষ্টি করেছেন। এটা ধীরে ধীরে আমাদের দেশেও প্রবেশ করছে। ঈশ্বর আমাদের কাউকে সমকামী হিসেবে সৃষ্টি করেননি। এটি একটি বিকৃতি এবং ঈশ্বরের বিধানের বিরুদ্ধে। এটি অস্বাভাবিক, ঈশ্বর এই ভাবে আমাদের যৌনতাকে তৈরি করেননি। এটা পাপ এবং এটাকে আমরা কোনো ভাবেই সমবেদনা দেখাতে পারব না। আমরা বলতে পারি না যে সমকামীতা গ্রহণযোগ্য যখন এটা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। রোমীয় 1:28 বলে যে যখন তারা *"ঈশ্বরকে আপনাদের জ্ঞানে ধারণ করিতে সম্মত হয় নাই, তেমনি ঈশ্বর তাহাদিগকে অনুচিত ক্রিয়া করিতে ভ্রষ্ট মতিতে সমর্পণ করিলেন"।* লোকেরা যখন তাদের ইচ্ছামতো পথে চলার জন্য জোর করতে থাকল, তাদের অস্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাগুলিকে অনুধাবন করতে লাগল, তখন ঈশ্বর পিছিয়ে এলেন, এবং সেই ব্যক্তির মন ভ্রষ্ট হয়ে পড়ল (প্রত্যাখিত, যা অনুমোদন করা যায় না, অযোগ্য, কোনো ভাল কিছুর যোগ্য না)।

লোকেদের মন ও মতি যখন ভ্রষ্ট হয়ে পরে, তখন তারা তাদের চিন্তাভাবনায় এতটা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পরে যে তারা বিশ্বাস করে যে তাদের অস্বাভাবিক জীবনশৈলী হল একটি স্বাভাবিক বিষয়। যেমন উদাহরণ, সমকামী ব্যক্তিরা মনে করে যে তাদেরকে এই ভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে, যেখানে বাইবেল এটাকে পাপ বলে! যখন কোনো একজন ব্যক্তি তার নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও ধারণাগুলিকে অনুধাবন করতে চায়, সেখানে ঈশ্বর সরে আসেন এবং বলেন, "তুমি যদি করতে চাও, কর। তুমি যদি নিজের ইচ্ছামতো পথে চলতে চাও, তাহলে চলো"। যৌন বিকৃতি, অনৈতিকতা, বিবাহের আগে যৌন সম্পর্ক, বিবাহের বাইরে যৌন সম্পর্ক, ব্যভিচার, সমকামিতা, এবং কাছের আত্মীয়দের মধ্যে যৌন সম্পর্ক ঈশ্বরের কাছে অগ্রহণযোগ্য।

আরও কয়েক প্রকারের যৌন বিকৃতি রয়েছে, যেমন যৌন অভিজ্ঞতাগুলিকে কল্পনা করা। আপনি হয়ত শারীরিক ভাবে কাজটি করছেন না, কিন্তু আপনি হয়ত আপনার ঘরে বসেই সব প্রকারের বিষয়গুলিকে কল্পনা করছেন। এটাই হল যৌন বিকৃতি। এটা হল মাংসের অভিলাষ এবং ঈশ্বরের কাছে অগ্রহণযোগ্য। যখন আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে যৌন মিলন করছেন না, তখনও অন্য কিছু ব্যবহার করে শারীরিক সুখ অনুভব করাও হল এক প্রকারের যৌন বিকৃতি। হস্তমৈথুন (অভ্যাসগত হস্তমৈথুন) হল আরও এক প্রকারের যৌন বিকৃতির ও মাংসের অভিলাষের উদাহরণ। এটি হয়ত আপনাকে বন্দী করে রেখেছে ও আপনার মুক্ত হওয়ার প্রয়োজন আছে। ঈশ্বর আপনার জীবনে এই বিষয়গুলি নিয়ে মোকাবিলা করতে চান।

চোখের অভিলাষ

পর্ণগ্রাফি

"সর্ব্বপ্রকার মন্দ বিষয় হইতে দূরে থাক" (1 থিষলনীকীয় 5:22)। অনেক বিশ্বাসীরা পর্ণগ্রাফির ফাঁদে পড়ে যায় কারণ এমনই প্রকারের বস্তু হয়ত তাদের বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করেছে। এমনকি আমাদের সকালের খবরের কাগজের মধ্যেও বিজ্ঞাপন ও লেখন থাকে যেখানে প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠাতে অর্ধ নগ্ন মহিলাদের ছবি দেওয়া থাকে। এই ছবিগুলি না দেখে সংবাদগুলি পড়া অত্যন্ত কঠিন। বর্তমানে এই প্রকারের ছবি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে - বিলবোর্ড, পোষ্টার, ইন্টারনেট, এবং বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে। এই ভাবে অনেকেই পর্ণগ্রাফির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছে, এবং আমাদেরকে এর থেকে রক্ষা করতে হবে কারণ পর্ণগ্রাফি হল একটি চোখের অভিলাষ।

অশ্লীল চিন্তাভাবনা ও অনৈতিক কল্পনা

লোকেরা অশ্লীল চিন্তাভাবনা ও অনৈতিক কল্পনার মধ্যে লিপ্ত থাকতে পারে। অশ্লীল চিন্তাভাবনা ও অনৈতিক কল্পনা হল চোখের অভিলাষের একটি অংশ। বাইবেল আমাদের উৎসাহিত করে কোমল ও পবিত্র বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে:

ফিলিপীয় 4:8
অবশেষে, হে ভ্রাতৃগণ, যাহা যাহা সত্য, যাহা যাহা আদরণীয়, যাহা যাহা ন্যায্য, যাহা যাহা বিশুদ্ধ, যাহা যাহা প্রীতিজনক, যাহা যাহা সুখ্যাতিযুক্ত, যে কোন সদ্‌গুণ ও যে কোন কীর্ত্তি হউক, সেই সকল আলোচনা কর।

সুপুরুষ ও সুন্দর মহিলাদের প্রতি আকর্ষিত ও মুগ্ধ হওয়া

এটি আমাদের সকলের জন্য প্রযোজ্য এবং এটি হল একটি চোখের অভিলাষ। কিছু কিছু মানুষেরা তাদের মাথা সোজা রাখতে পারে না। যখনই তাদের পাশ দিয়ে কোনো সুন্দর দেখতে ব্যক্তি যায়, তাদের মাথা সেই দিকে ঘুরে যায়। যীশু বলেছেন, *"কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করে, সে তখনই মনে মনে তাহার সহিত ব্যভিচার করিল"* (মথি 5:28)।

লোভ করা

লোভ করা হল অন্যের কোনো একটা বস্তু অথবা বিষয় পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা। বাইবেল আমাদের সাবধান করে দেয় যে লোভ করা হল মূর্তিপূজা করার সমান। আমরা সবসময়ে তাদের দিকে আঙুল তুলি যারা কোনো ছবি, মূর্তি, অথবা প্রতিমার সামনে প্রণিপাত করে, কিন্তু উপলব্ধি করি না যে হৃদয়ের মধ্যে লোভ হল মূর্তিপূজা। অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে যা আছে সেটা লাভ করার যদি একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা আপনার মধ্যে থাকে, তাহলে সেটাই হল লোভ। এটা হল মূর্তিপূজা।

যিরমিয় 6:13
কেননা তাহার ক্ষুদ্র ও মহান সকলেই লোভে লুব্ধ; ভাববাদী ও যাজক সকলেই কপটাচার করে।

কলসীয় 3:5
অতএব তোমরা পৃথিবীস্থ আপন আপন অঙ্গ সকল মৃত্যুসাৎ কর, যথা, বেশ্যাগমন, অশুচিতা, মোহ, কু-অভিলাষ, এবং লোভ, এ ত প্রতিমাপূজা।

লোভ করা হল এক প্রকারের মূর্তিপূজা করা কারণ এটি একটি আকাঙ্ক্ষাকে ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষার উপরে স্থান দিয়ে থাকে। একটি মূর্তি হল এমন কিছু যা আমাদের ও ঈশ্বরের মাঝখানে আসে, এবং সেই সম্পর্কের মাঝে আসে যা আমাদের ঈশ্বরের সাথে বজায় রাখার প্রয়োজন আছে সত্যে ও আত্মায়। এটি কোনো শারীরিক বস্তু হতে পারে যেমন কোনো ছবি অথবা মূর্তি, অথবা এটি কোনো কিছুর প্রতি "প্রাণ" থেকে একটি চাহিদা হতে পারে। ঈশ্বর এটাকে আত্মিক ব্যভিচার হিসেবে বিবেচনা করেন। যা কিছুই আমার জীবনে ঈশ্বরের স্থান নিয়ে নেয়, সেটাই হল একটা মূর্তি অথবা প্রতিমা এবং এটা কোনো ব্যক্তি, খাদ্য, যৌনাচার, পেশা, খেলাধুলা, ধর্ম, এবং এমনকি কোনো নির্দিষ্ট ধরণের আরাধনাও হতে পারে।

ঈশ্বর বলেন, *"তোমার প্রতিবাসীর গৃহে লোভ করিও না; প্রতিবাসীর স্ত্রীতে, কিম্বা তাহার দাসে কি দাসীতে, কিম্বা তাহার গোরুতে কি গর্দ্দভে, প্রতিবাসীর কোন বস্তুতেই লোভ করিও না"* (যাত্রাপুস্তক 20:17)। আমি যদি কোনো ব্যক্তির কোনো বস্তুর দিকে তাকিয়ে বলি, "এটা আমাকে পেতেই হবে", তাহলে এটাই হল লোভ করা। যীশু লোভ করার বিষয়ে সাবধান করেছেন, *"পরে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, সাবধান, সর্ব্বপ্রকার লোভ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিও, কেননা উপচিয়া পড়িলেও মনুষ্যের সম্পত্তিতে তাহার জীবন হয় না"* (লূক 12:15)।

অর্থ, ক্ষমতা, যশ, পদ, এবং প্রভাবের জন্য আকাঙ্ক্ষা করা

অর্থ, ক্ষমতা, যশ, পদ, এবং প্রভাব হল এক একটা সরঞ্জাম যা আমরা ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু এইগুলির প্রতি যদি একটা অনিয়ন্ত্রিত আকাঙ্ক্ষা অথবা আবেগ থাকে, তাহলে সেটাই হল এক প্রকারের অভিলাষ। এই প্রলোভনটাই শয়তান হবার কাছে নিয়ে এসেছিল এদন উদ্যানে। "নারী যখন দেখিলেন, ঐ বৃক্ষ সুখাদ্যদায়ক ও চক্ষুর লোভজনক, আর ঐ বৃক্ষ জ্ঞানদায়ক বলিয়া বাঞ্ছনীয়, তখন তিনি তাহার ফল পাড়িয়া ভোজন করিলেন; পরে আপনার মত নিজ স্বামীকে দিলেন, আর তিনিও ভোজন করিলেন" (আদিপুস্তক 3:6)। সেখানে তিন প্রকারের অভিলাষ উপস্থিত ছিল: চোখের অভিলাষ ("দেখে সুখকর লেগেছিল"), মাংসের অভিলাষ ("খাদ্যের জন্য উত্তম") এবং জীবিকার দর্প ("বুদ্ধিমান করে তোলা")। তাই, এই সকল বিষয়ের প্রতি তীব্র আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার প্রয়োজন আছে।

জাগতিকতা

জগতের বিষয়গুলির প্রতি আকর্ষণ আমাদেরকে ঈশ্বরের শত্রু করে তোলে। এটি মাংসের ও চোখের অভিলাষের আরও একটি দিক।

যাকোব 4:1-4
1 তোমাদের মধ্যে কোথা হইতে যুদ্ধ ও কোথা হইতে বিবাদ উৎপন্ন হয়? তোমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যে সকল সুখাভিলাষ যুদ্ধ করে, সে সকল হইতে কি নয়?

2 তোমরা অভিলাষ করিতেছ, কিন্তু প্রাপ্ত হও না; তোমরা নরহত্যা ও ঈর্ষা করিতেছ, কিন্তু পাইতে পার না; তোমরা বিবাদ ও যুদ্ধ করিয়া থাক, কিছু প্রাপ্ত হও না, কারণ তোমরা যাচ্ঞা কর না।
3 যাচ্ঞা করিতেছ, তথাপি ফল পাইতেছ না; কারণ মন্দ ভাবে যাচ্ঞা করিতেছ, যেন আপন আপন সুখাভিলাষে ব্যয় করিতে পার।
4 হে ব্যভিচারিণীগণ, তোমরা কি জান না যে, জগতের মিত্রতা ঈশ্বরের সহিত শত্রুতা? সুতরাং যে কেহ জগতের মিত্র হইতে বাসনা করে, সে আপনাকে ঈশ্বরের শত্রু করিয়া তুলে।

যে কেউ জগতের সাথে মিত্রতা করে, সে ঈশ্বরের শত্রু হয়ে ওঠে। আমি এটা বলছি না যে আমাদের কোনো কিছুই আকাঙ্ক্ষা করা উচিৎ নয়। অবশ্যই আমাদের একটি গাড়ির প্রয়োজন হয়, বাস করার জন্য একটি বাড়ির প্রয়োজন হয়, এবং আরও কিছু। ঈশ্বর যে বিষয়গুলি আমাদের দিয়েছেন সেইগুলিকে উপভোগ করাতে কোনো ভুল নেই (1 তীমথিয় 6:17), কিন্তু এই জগতের বিষয়গুলির প্রতি আমাদের আকাঙ্ক্ষা যদি অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে তাহলে আমরা "জগতের সাথে প্রেম করছি", এবং ঈশ্বরের বন্ধু হতে পারব না।

লিপ্সা

লিপ্সা হল আরও লাভ করার একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা। *"কেননা ধনাসক্তি সকল মন্দের একটা মূল; তাহাতে রত হওয়াতে কতক লোক বিশ্বাস হইতে বিপথগামী হইয়াছে, এবং অনেক যাতনারূপ কন্টকে আপনারা আপনাদিগকে বিদ্ধ করিয়াছে"* (1 তীমথিয় 6:10)। অর্থ খারাপ নয়। কিন্তু অর্থের প্রতি প্রেম ও আসক্তি হল খারাপ। ঈশ্বর চান তাঁর লোকেদের আশীর্বাদ করতে যাতে তারা সমৃদ্ধশালী হতে পারেন। এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই! কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করার আকাঙ্খাতে, অনেকেই অভিলাষের বিপদজনক এলাকায় প্রবেশ করে গিয়েছে। এটা মণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করে গিয়েছে। আমরা একটা বড় গাড়ির, একটা বড় বাড়ির, আরও বেশী ধনের, আরও বেশী সাফল্য, আরও বেশী সম্প্রসারিত পরিচর্যা, আরও বেশী স্বীকৃতি, জীবনে আরও বেশী উচ্চ পদ, এবং আরও কিছুর দাবী করে থাকি, এবং মনে করি যে আমরা ঈশ্বরের আশীর্বাদগুলিকে দাবী করছি। "আরও বেশী", "আরও বড়" এবং "আরও ভাল" বিষয়গুলিকে অনুধাবন করার প্রক্রিয়ায় আমরা অজান্তেই এই বিষয়গুলির প্রতি একটি অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা গড়ে তুলেছি। এইগুলির আকাঙ্ক্ষা অনিয়ন্ত্রিত ও অতিরিক্ত হয়ে পড়ে। আমরা ঐশ্বরিক বিষয় অনুধাবন করা থেকে ও স্বাস্থ্যকর আকাঙ্ক্ষাগুলি থেকে সরে এসেছি এবং অভিলাষের স্থানে গিয়ে পৌঁছেছি। এটা অত্যন্ত বিপদজনক! আমরা যেন অবশ্যই সেই স্থানে ফিরে আসি যেখানে *"বাস্তবিকই ভক্তি, সন্তোষযুক্ত হইলে, মহালাভের উপায়"* (1 তীমথিয় 6:6)।

আমরা যেন অবশ্যই ঈশ্বরের উচ্চ আহ্বানটিকে, মহান স্বপ্নগুলিকে, এবং ঈশ্বরের উত্তম উদ্দেশ্যগুলিকে অনুধাবন করি এবং এই প্রকারের সরঞ্জামগুলির প্রতি আবেগ সৃষ্টি না করি—অর্থ, ক্ষমতা, প্রভাব, পদ—যা আমাদের প্রয়োজন সেই উদ্দেশ্যগুলিকে অর্জন করার জন্য। অর্থের মধ্যে কোনো ভুল নেই। বাস্তবে, আমাদের অর্থের প্রয়োজন আছে। আমরা প্রার্থনা করি ও বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর অনেক অর্থ দেবেন, কিন্তু সেই অর্থ লাভ করাটাই আমাদের অন্তিম লক্ষ্য নয়। এটা হল একটা সরঞ্জাম ও মাধ্যম মাত্র যার দ্বারা আমরা বিলগুলি পরিশোধ করতে পারি, যাতে আমরা সুসমাচার প্রচার করতে পারি ও প্রাণগুলিকে বাঁচাতে পারি ও ঈশ্বরের রাজ্যকে গড়ে তুলতে পারি।

যৌবনকালের অভিলাষ

বাইবেল আমাদের সাবধান করে *"কিন্তু তুমি যৌবনকালের অভিলাষ হইতে পলায়ন কর; এবং যাহারা শুচি হৃদয়ে প্রভুতে ডাকে, তাহাদের সহিত ধার্ম্মিকতা, বিশ্বাস, প্রেম ও শান্তির অনুধাবন কর"* (2 তীমথিয় 2:22)। যুবকেরা যে অভিলাষগুলির মধ্যে বন্দী হয়ে থাকে, সেইগুলির তালিকা অনেক দীর্ঘ। যেমন উদাহরণ, গান-বাজনা যা মন্দ বিষয়কে প্রোৎসাহিত করে। অনেক প্রকারের আধুনিক গান-বাজনা রয়েছে যা মানুষের মধ্যে আসক্তি তৈরি করে এবং তাদের বিষয়বস্তু অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক। এইগুলি কাউকে গড়ে তোলে না কিন্তু তবুও কিছু কিছু যুবকেরা বলতে পারে, "আমাকে এই গান শুনতেই হবে। আমার দিন ভাল ভাবে শুরু হয় না যদি না এক কাপ কফি পান করতে করতে এই গান শুনি"। এটা একটা যৌবনকালের অভিলাষ। এটা যদি একটা বাধ্যকর বিষয় হয়, তাহলে এটা একটা অভিলাষ। সঙ্গীত, টেলিভিশন, সিনেমা, Xbox, প্লে-স্টেশন, ইন্টারনেট, চ্যাট রুম - এইগুলি সব আধুনিক যুগের যৌবনকালের অভিলাষ। এইগুলির মধ্যে সমস্যা নেই। কিন্তু আপনি যদি এইগুলির মধ্যে আসক্ত হয়ে পড়েন, তাহলে যৌবনকালের অভিলাষ আপনাকে ধরে রয়েছে। আপনার যদি প্রত্যেক দিন এক ঘন্টা চ্যাট রুমে অথবা ইন্টারনেটে সময় অতিবাহিত করা একটি আবশ্যক হয়ে পড়ে, তাহলে এটা একটা যৌবনকালের অভিলাষ। সেই যুবকদের জন্য একটা সতর্কবার্তা, যারা বুঝতে পারছে না যে তারা সঠিক কাজ

করছে অথবা বেঠিক—"যখন কোনো কিছু নিয়ে সন্দেহ হবে, সেটা বাদ দিয়ে দাও"। কেনই বা একটা সুযোগ নেবে? এই ধরণের বিষয়গুলির সাথে মোকাবিলাও কোরো না। সকল প্রকার মন্দ থেকে দূরে থাকো। *"সর্ব্বপ্রকার মন্দ বিষয় হইতে দূরে থাক"* (1 থিষলনীকীয় 5:22)।

অভিলাষের মূলের পরিণতি

আমাদের জীবনে অভিলাষের শেকড় থাকার অনেক পরিণতি রয়েছে। নীচে কয়েকটি দেওয়া আছে:

অভিলাষ বাক্যকে চেপে রেখে দেয়

লোকেরা যদি অভিলাষকে ক্রমাগত বাড়তে দেয়, সেটা চোখের অভিলাষ হোক অথবা মাংসের অভিলাষ হোক, এটি তাদের জীবনে ঈশ্বরের বাক্যের প্রভাবকে অকার্যকর করে তোলে। মার্ক 4:19 পদে যীশু বলেছেন, *"কিন্তু সংসারের চিন্তা, ধনের মায়া ও অন্যান্য বিষয়ের অভিলাষ ভিতরে গিয়া ঐ বাক্য চাপিয়া রাখে, তাহাতে তাহা ফলহীন হয়"।* আপনি একটা মণ্ডলীতে উপস্থিত থাকতে পারেন, ঈশ্বরের বাক্য শুনতে পারেন বছরের পর বছর ধরে, কিন্তু তবুও ফলহীন থাকতে পারেন। বাইবেল বলে যে এই জগতের অন্যান্য বিষয়ের প্রতি অভিলাষ ঈশ্বরের বাক্যকে চেপে রাখে এবং আপনার মধ্যে ঈশ্বরের বাক্যকে অকার্যকর করে তোলে।

অভিলাষ বন্দিত্ব নিয়ে আসে

আমরা আমাদের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলি এবং সেই সকল বিষয়ের দাস হয়ে পড়ি যেগুলির প্রতি আমরা অভিলাষ করে থাকি। রোমীয় 6:12 পদে পৌল লিখেছেন, *"অতএব পাপ তোমাদের মর্ত্ত্য দেহে রাজত্ব না করুক—করিলে তোমরা তাহার অভিলাষ-সমূহের আজ্ঞাবহ হইয়া পড়িবে"।* আপনি যার প্রতি বাধ্য, আপনি তারই দাস। *"তাহা দূরে থাকুক। তোমরা কি জান না যে, আজ্ঞা পালনার্থে যাহার নিকটে দাসরূপে আপনাদিগকে সমর্পণ কর, যাহার আজ্ঞা মান, তোমরা তাহারই দাস; হয় মৃত্যুজনক পাপের দাস, নয় ধার্ম্মিকতাজনক আজ্ঞাপালনের দাস?"* (রোমীয় 6:16)।

অভিলাষ আমাদের প্রাণ ও শরীরের বিনাশ নিয়ে আসে

মাংসিক অভিলাষ আমাদের প্রাণ, মন, ইচ্ছা ও আবেগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। *"প্রিয়তমেরা, আমি নিবেদন করি, তোমরা বিদেশী ও প্রবাসী বলিয়া মাংসিক অভিলাষ সকল হইতে নিবৃত্ত হও, সেগুলি আত্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে"* (1 পিতর 2:11)। আপনি যদি বিকৃত যৌনাচারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকেন এবং বলেন, "আমি মনোযোগ দিতে পারছি না", এবং কোনো কাজ করার সময়ে আপনার মন চারিদিকে ঘুরতে থাকে, তাহলে আপনি একটি মাংসিক অভিলাষকে আপনার জীবনে ক্রমাগত থাকতে দিয়েছেন, যেটা এটা করছে। অভিলাষ আমাদের মন, ইচ্ছা, এবং আবেগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং আমাদের প্রাণকে, মনোযোগ করার ক্ষমতাকে, মনে রাখার ক্ষমতাকে, এবং ঈশ্বরদত্ত বুদ্ধিকে দুর্বল করে তোলে। এটি শরীরের জন্যও ক্ষতিকারক। *"তোমরা ব্যভিচার হইতে পলায়ন কর। মনুষ্য অন্য যে কোন পাপ করে, তাহা তাহার দেহের বহির্ভূত; কিন্তু যে ব্যভিচার করে, সে নিজ দেহের বিরুদ্ধে পাপ করে"* (1 করিন্থীয় 6:18)। আপনি যখন কোনো প্রকার যৌন পাপের মধ্যে নিযুক্ত রয়েছেন তখন আপনার নিজের দেহের বিরুদ্ধে পাপ করছেন।

অভিলাষের সমস্যাটির প্রতি একটু গভীর ভাবে দেখা

এই অধ্যায়ের শুরুতে, আমি বলেছিলাম যে আমরা প্রলোভিত হই যখন আমরা আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও অভিলাষগুলির দ্বারা আকৃষ্ট হই। কিন্তু কখনও কখনও, সমস্যাটি অন্যান্য কারণ বশত অনেক গভীর হতে পারে।

একটি আঘাতপ্রাপ্ত আত্মা

একটি আঘাতপ্রাপ্ত আত্মা লোকেদেরকে অতিরিক্ত পরিমাণে কামনা ও বাসনার দিকে নিয়ে যেতে পারে। যে ব্যক্তিরা আবেগগত ভাবে আঘাতপ্রাপ্ত অথবা বিধ্বস্ত—হয়ত তারা কোনো প্রিয়জনকে হারিয়েছে, বিবাহ ভেঙ্গে গিয়েছে, আর্থিক সমস্যার মধ্যে পড়েছে, দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে, অথবা তাদের জীবনে ভয়ানক কিছু ঘটেছে। এই পরিস্থিতিতে, আমাদের প্রথমে অবশ্যই মূল কারণটিকে নিয়ে মোকাবিলা করতে হবে এবং সেই ব্যক্তির গভীর ক্ষতকে সুস্থ করে তুলতে হবে। লোকেরা চাকরী হারানোর পর, অথবা কোনো প্রিয় বন্ধু তাদেরকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর—হয়ত তাদের স্বামী/স্ত্রী—মদ্যপ হয়ে ওঠে কারণ তারা আবেগগত ভাবে আঘাত পেয়ে থাকে। এটা তাদেরকে অতিরিক্ত মাত্রায় মদ, সিগারেট, অথবা অনৈতিকতার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। আমাদেরকে প্রথমে মূল সমস্যাটির সাথে মোকাবিলা করতে হবে। *"মানুষের আত্মা তাহার পীড়া সহিতে পারে, কিন্তু ভগ্ন আত্মা কে বহন করিতে পারে?"* (হিতোপদেশ 18:14)। একটি আঘাত প্রাপ্ত আত্মা—কোনো শারীরিক ক্ষত নয় কিন্তু গভীরের এক ক্ষত—সেটাকে অবশ্যই সুস্থ করে তুলতে হবে।

কিছু কিছু অভিলাষ মন্দ আত্মা দ্বারা চালিত

শাস্ত্র আমাদের শেখায় যে অনেক প্রকারের মন্দ আত্মা রয়েছে যা আমাদের মধ্যে পাপময় আচরণগুলিকে পরিচালনা করে। কিছু কিছু অভিলাষ মন্দ আত্মা দ্বারা চালিত। আমরা মন্দ আত্মার বিষয়ে আলোচনা করছি আপনাদের ভয় দেখানোর জন্য নয়, কিন্তু আপনাদেরকে প্রস্তুত করার জন্য। আপনার নিজস্ব আকাঙ্ক্ষার পাশে, বিষয়গুলি হয়ত এমন একটা পর্যায় পৌঁছে গিয়েছে যেখানে মন্দ আত্মারা শক্তি দিয়ে চলেছে এবং সেই অভিলাষগুলিকে আপনার জীবনে একটি শক্তিশালী বন্দিত্ব করে তুলছে। বাইবেল আমাদেরকে বিভিন্ন প্রকারের মন্দ আত্মার কথা জানায়।

অশুচি আত্মা মানুষের মধ্যে অনৈতিক জীবনশৈলী তৈরি করে।

মথি 12:43
আর অশুচি আত্মা যখন মনুষ্য হইতে বাহির হইয়া যায়, তখন জলবিহীন নানা স্থান দিয়া ভ্রমণ করতঃ বিশ্রামের অন্বেষণ করে, কিন্তু তাহা পায় না।

বিকৃত আত্মা রয়েছে যা সব প্রকারের বিকৃতি সৃষ্টি করে এবং ঈশ্বর যেমন ভাবে লোকেদের ও বিষয়গুলিকে হওয়ার জন্য পরিকল্পনা করেছেন, সেইগুলি লঙ্ঘন করে।

যিশাইয় 19:14
সদাপ্রভু মিসরের অন্তরে কুটিলতার আত্মা মিশাইয়া দিয়াছেন; মত্ত ব্যক্তি যেমন আপন বমিতে ভ্রান্ত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ উহারা মিসরকে তাহার সমস্ত কর্ম্মে ভ্রান্ত করিয়াছে।

এই পদটি আপাত দৃষ্টিতে মনে করায় যে ঈশ্বর একটি কুটিলতার আত্মাকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু, সমস্ত শাস্ত্রকে লক্ষ্য করলে, আমরা জানি যে ঈশ্বরের কোনো কুটিল আত্মার প্রয়োজন নেই এই পৃথিবীতে তাঁর ইচ্ছাকে পূর্ণ করার জন্য। এই পদের সঠিক ব্যাখ্যা হল যে যখন ঈশ্বর লোকেদের মধ্যে ক্রমাগত পাপকে দেখলেন (এই ক্ষেত্রে, মিশরের লোকেদের মধ্যে), তিনি তাঁর ঐশ্বরিক রক্ষাকে তুলে নিয়েছেন। এটা কুটিল আত্মাদের সুযোগ করে দিয়েছে লোকেদের পাপগুলির দ্বারা আকৃষ্ট হতে, তাদের জীবনে প্রবেশ করতে ও তাদেরকে বন্দী করতে।

ব্যভিচার ও বেশ্যাবৃত্তির আত্মা রয়েছে

হোশেয় 4:12
আমার প্রজাগণ আপনাদের কাষ্ঠখণ্ডের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে, ও তাহাদের যষ্টি তাহাদিগকে সংবাদ দেয়; কারণ ব্যভিচারের আত্মা তাহাদিগকে ভ্রান্ত করিয়াছে, আর তাহারা আপন ঈশ্বরের অধীনতা ছাড়িয়া ব্যভিচার করিতেছে।

হোশেয় 5:4
তাহাদের কার্য্য সকল তাহাদিগকে তাহাদের ঈশ্বরের প্রতি ফিরিতে দেয় না, কেননা তাহাদের অন্তরে ব্যভিচারের আত্মা থাকে, এবং তাহারা সদাপ্রভুকে জানে না।

ব্যভিচারের আত্মা অথবা বেশ্যাবৃত্তির আত্মা লোকেদেরকে ঈশ্বরের থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং অন্যান্য বিষয়গুলিকে অনুধাবন করতে সাহায্য করে, এবং এই ভাবে তাদেরকে আত্মিক ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য করে।

বন্দিত্বের আত্মা রয়েছে যা পাপের অধীনে, বাধ্যকারি অভ্যাসের অধীনে, এবং আসক্তির অধীনে বন্দিত্ব নিয়ে আসে।

রোমীয় 8:15
বস্তুতঃ তোমরা দাসত্বের আত্মা পাও নাই যে, আবার ভয় করিবে; কিন্তু দত্তকপুত্রতার আত্মা পাইয়াছ, যে আত্মাতে আমরা আব্বা, পিতা, বলিয়া ডাকিয়া উঠি।

অবাধ্যতার আত্মা রয়েছে, যা সত্যের বিরুদ্ধে অবাধ্যতা ও বিরোধিতা সৃষ্টি করে।

ইফিষীয় 2:2
সেই সকলেতে তোমরা পূর্ব্বে চলিতে, এই জগতের যুগ অনুসারে, আকাশের কর্ত্তৃত্বাধিপতির অনুসারে, যে আত্মা এখন অবাধ্যতার সন্তানগণের মধ্যে কার্য্য করিতেছে, সেই আত্মার অধিপতির অনুসারে চলিতে।

জাগতিকতার আত্মা যা জগতের অনুরূপ হতে বাধ্য করে।

1 করিন্থীয় 2:12
কিন্তু আমরা জগতের আত্মাকে পাই নাই, বরং ঈশ্বর হইতে নির্গত আত্মাকে পাইয়াছি, যেন ঈশ্বর অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে যাহা যাহা দান করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারি।

প্ররোচিত করার আত্মা যা লোকেদেরকে এই জগতের বিষয়গুলির মধ্যে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করে রাখে।

1 তীমথিয় 4:1
কিন্তু আত্মা স্পষ্টই বলিতেছেন, উত্তরকালে কতক লোক ভ্রান্তিজনক আত্মাদিগেতে ও ভূতগণের শিক্ষামালায় মন দিয়া বিশ্বাস হইতে সরিয়া পড়িবে।

2 তীমথিয় 3:13
কিন্তু দুষ্ট লোকেরা ও বঞ্চকেরা, পরের ভ্রান্তি জন্মাইয়া ও আপনারা ভ্রান্ত হইয়া, উত্তর উত্তর কুপথে অগ্রসর হইবে।

তাই, বিভিন্ন প্রকারের মন্দ আত্মা রয়েছে যা আমাদের চারিপাশে এই জগতে কাজ করে বেড়ায়। দুঃখজনক বিষয় এই যে বিশ্বাসীদের পক্ষেও সম্ভব এই আত্মাগুলিকে তাদের জীবনে প্রবেশাধিকার দেওয়ার জন্য।

একজন বিশ্বাসীর জীবনেও আত্মিক দুর্গ (বন্দিত্ব) থাকতে পারে

একজন নতুন জন্ম প্রাপ্ত, পরভাষায় কথা বলা, মণ্ডলীতে যাওয়া বিশ্বাসীর মধ্যেও শক্তিশালী দুর্গ থাকতে পারে - বিশেষ করে সেই ক্ষেত্রগুলিতে যেগুলি মন্দ আত্মা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রয়েছে। পৌল এই শক্তিশালী দুর্গগুলির বিষয়ে বলেছেন: *"কারণ আমাদের যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র মাংসিক নহে, কিন্তু দুর্গসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য ঈশ্বরের সাক্ষাতে পরাক্রমী। আমরা বিতর্ক সকল এবং ঈশ্বর-জ্ঞানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমস্ত উচ্চ বস্তু ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি, এবং সমুদয় চিন্তাকে বন্দি করিয়া খ্রীষ্টের আজ্ঞাবহ করিতেছি; আর তোমাদের আজ্ঞাবহতা সম্পূর্ণ হইলে পর সমস্ত অবাধ্যতার সমুচিত দণ্ড দিতে প্রস্তুত আছি"* (2 করিন্থীয় 10:4-6)।

একটি দুশ্চরিত্র মন হল শয়তানের দুর্গ—এমন এক মন যা মন্দকে সঠিক মনে করে এবং সঠিককে মন্দ। যে মন জাগতিকতার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছে, সেটা একজন বিশ্বাসীর জীবনে শয়তানকে পা রাখার স্থান করে দেয় - আমাদের চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রগুলি যা অন্ধকারের মধ্যে রাখি এবং আলোর কাছে নিয়ে আসি না। এই ক্ষেত্রগুলিতে আমরা সত্যের কাছে বশীভূত হওয়ার পরিবর্তে মিথ্যাকে আলিঙ্গন করি, এবং এখানেই শয়তান আমাদের বেঁধে রাখে। আমি একজন ব্যক্তির সাথে কথা বলছিলাম যে অনেক আগে মাদক

আসক্তির মধ্যে ছিল এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, “কেন তুমি এটা করো?” সে উত্তর দিয়ে বলল, “আমি ত কোনো কিছু ভুল করছি না, কাউকে আঘাত করছি না, তাহলে কেন তুমি বলছ যে এটা ভুল?” এটা একটা যুক্তিসঙ্গত চিন্তাভাবনা যদিও, কিন্তু তবুও এটা একটা শক্তিশালী দুর্গ। সে মনে করে, “আমি যদি কাউকে আঘাত না করে মাদক আসক্তির মধ্যে থাকতে পারি, তাহলে এটা ভুল নয়”।

শক্তিশালী দুর্গ কী? শক্তিশালী দুর্গ হল আমাদের মনের মধ্যে কিছু চিন্তাভাবনার ধরণ যেখানে আমরা পাপের প্রতি সহনশীল হয়ে পড়েছি, আপস করেছি, এবং সত্যের পরিবর্তে একটি মিথ্যাকে আপন করে নিয়েছি, এবং এই ভাবে শয়তানকে একটা প্রভাব বিস্তারের স্থান করে দিয়েছি ও মনের মধ্যে একটি প্রতিরক্ষার মানসিকতা গড়ে তুলেছি। “যতক্ষণ না পর্যন্ত পালক দেখতে পাচ্ছে না, ততক্ষণ পর্যন্ত এটা ঠিক”, আপনি হয়ত ভাবতে পারেন। তাই, সপ্তাহে আপনি যা কিছু মন্দ কাজ করেন সেইগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন না এবং রবিবার সকালে “হালেল্লুয়াই” গাইতেও আপনার দ্বিধাবোধ হয় না! এটা একটা শক্তিশালী দুর্গ, একটি চিন্তাভাবনার ধরণ যা আমাদের চিন্তাভাবনা করায় যে সব ঠিক আছে এবং পাপের প্রতি আমাদের সহনশীল করে তোলে। আমরা শয়তানকে আমাদের জীবনে একটা প্রভাব বিস্তারের স্থান দিয়ে রাখি। এই শক্তিশালী দুর্গগুলির মধ্যে দিয়ে, পাপময় ক্রিয়াকলাপগুলিকে প্রতিরক্ষা করি সেই চিন্তাভাবনার ধরণগুলির কারণে যা আমরা আমাদের মনের মধ্যে পোষণ করে রাখি। এটা সত্য যে একজন খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসী মন্দ আত্মার দ্বারা ভারগ্রস্ত হতে পারে না কারণ পবিত্র আত্মা ইতিমধ্যেই আমাদের আত্মায় বাস করেন। কিন্তু, একজন খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসী বন্দী দশায় থাকতে পারে, তাড়িত হতে পারে, অত্যাচারিত হতে পারে, এবং মনে ও শরীরে এমন ক্ষেত্র থাকতে পারে যেখানে মন্দ আত্মাদের দ্বারা গ্রাস হয়ে রয়েছে—যেটা সেই ব্যক্তি অনবরত মন্দ চিন্তাভাবনা ও আচরণ করার মধ্যে দিয়ে প্রবেশাধিকার দিয়ে থাকে। যেমন উদাহরণ, আপনি যদি অনবরত পর্ণগ্রাফিতে নিজেকে নিযুক্ত করে রাখেন, তাহলে যে আগে মাসে একবার ছিল, সেটা ধীরে ধীরে নিয়মিত সাপ্তাহিক অভ্যাস হয়ে দাঁড়াবে, এবং খুব শীঘ্রই আপনি লক্ষ্য করবেন যে এটা ছাড়া আপনি থাকতে পারছেন না। তাহলে কী ঘটেছে? আপনার প্রাণের সেই ক্ষেত্রটি একটি অশুচি আত্মা দ্বারা গ্রাস হয়ে রয়েছে, যেটা আমরা জীবনে একটি অনিয়ন্ত্রিত ও অনৈতিক আচরণের সৃষ্টি করছে। তাই এটা এখন আর একটা মাঝে মধ্যে করা অভ্যাস নেই—এটি একটি বন্দিত্ব ও একটি শক্তিশালী দুর্গ হয়ে উঠেছে। অভ্যাসগত পাপ, অনিয়ন্ত্রিত অভিলাষ, বাধ্যকারি আচরণগুলি সম্ভবত মন্দ আত্মাদের দ্বারা পরিচালিত। পাপময় অভ্যাসগুলি সেই সকল মন্দ আত্মাদের বাসস্থান হয়ে ওঠে যা একজন বিশ্বাসীর জীবনে শয়তানের একটি শক্তিশালী দুর্গ হয়ে উঠেছে এবং সেই ব্যক্তিকে বন্দী দশায় ধরে রাখে।

এটা বলার দ্বারা, আমরা নিজেদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে প্রত্যেক পাপময় আচরণের জন্য শুধুমাত্র শয়তানকে দোষ দিতে চাইছি না। এটা বলবেন না, “শয়তান আমাকে দিয়ে এটা করাচ্ছে”। আপনি দরজা খুলে দিয়েছেন এবং শত্রুকে প্রবেশ করতে দিয়েছেন। আপনি দায়ী এবং এর জন্য শয়তানকে দোষ দেবেন না। আমাদের অবশ্যই একটি অনৈতিক জীবনশৈলীর গম্ভীরতাকে বুঝতে হবে। যখন কোনো একজন ব্যক্তি ক্রমাগত অনৈতিক জীবনশৈলীতে চলতে থাকে, তখন সে শত্রুকে সুযোগ করে দেয় তার মনের মধ্যে, অনুভুতিতে ও শরীরে স্থান নেওয়ার জন্য। তাই, নিজেদেরকে রক্ষা করতে হবে, যাতে আমরা শত্রুকে আমাদের জীবনে প্রবেশ করতে না দিই।

কীভাবে অভিলাষের শক্তিকে ভাঙবো?

সত্যকে গ্রহণ করুন

বলুন, “হ্যাঁ, আমি সত্যকে গ্রহণ করতে চাই”। সত্য কী?

1 করিন্থীয় 3:15-16
15 যাহার কর্ম্ম পুড়িয়া যায়, সে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, কিন্তু সে আপনি পরিত্রাণ পাইবে। তথাপি এরূপে পাইবে, যেন অগ্নির মধ্য দিয়া উত্তীর্ণ হইবে।
16 তোমরা কি জান না যে, তোমরা ঈশ্বরের মন্দির, এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে বাস করেন?

এই শরীরকে পবিত্র রাখার প্রয়োজন আছে। এটাকে মাংসের ও চোখের অভিলাষ থেকে মুক্ত রাখতে হবে। কোনো অনৈতিক ও অশুচিতা যেন আমাদের শরীরে ও মনের মধ্যে প্রবেশ না করে। আমাদের শরীরকে যৌন পাপের জন্য তৈরি করা হয়নি।

1 করিন্থীয় 6:13-20
13 খাদ্য উদরের নিমিত্ত, এবং উদর খাদ্যের নিমিত্ত, কিন্তু ঈশ্বর উভয়ের লোপ করিবেন। দেহ ব্যভিচারের নিমিত্ত নয়, কিন্তু প্রভুর নিমিত্ত, এবং প্রভু দেহের নিমিত্ত।
14 আর ঈশ্বর আপন পরাক্রমের দ্বারা প্রভুকে উঠাইয়াছেন, আমাদিগকেও উঠাইবেন।
15 তোমরা কি জান না যে, তোমাদের দেহ খ্রীষ্টের অঙ্গ? তবে আমি কি খ্রীষ্টের অঙ্গ লইয়া গিয়া বেশ্যার অঙ্গ করিব? তাহা দূরে থাকুক।
16 অথবা তোমরা কি জান না, যে ব্যক্তি বেশ্যাতে সংযুক্ত হয়, সে তাহার সহিত এক দেহ হয়? কারণ তিনি বলেন, "সে দুই জন একাঙ্গ হইবে।"
17 কিন্তু যে ব্যক্তি প্রভুতে সংযুক্ত হয়, সে তাঁহার সহিত একাত্মা হয়।
18 তোমরা ব্যভিচার হইতে পলায়ন কর। মনুষ্য অন্য যে কোন পাপ করে, তাহা তাহার দেহের বহির্ভূত; কিন্তু যে ব্যভিচার করে, সে নিজ দেহের বিরুদ্ধে পাপ করে।
19 অথবা তোমরা কি জান যে, তোমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে থাকেন, যাঁহাকে তোমরা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ?
20 আর তোমরা নিজের নও, কারণ মূল্য দ্বারা ক্রীত হইয়াছ। অতএব তোমাদের দেহে ঈশ্বরের গৌরব কর।

আমরা যেন পবিত্র হই, এটাই হল আমাদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা।

1 থিষলনীকীয় 4:3-5
3 ফলতঃ ঈশ্বরের ইচ্ছা এই, তোমাদের পবিত্রতা;
4 —যেন তোমরা ব্যভিচার হইতে দূরে থাক, তোমাদের প্রত্যেক জন যেন,
5 যাহারা ঈশ্বরকে জানে না, সেই পরজাতীয়দের ন্যায় কামাভিলাষে নয়, কিন্তু পবিত্রতায় ও সমাদরে নিজ নিজ পাত্র লাভ করিতে জানে।

আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে, মন ফেরাতে হবে এবং ত্যাগ করতে হবে

আমরা যেন সেই সকল দরজাগুলিকে বন্ধ করে দিই যেটা শয়তানের জন্য হয়ত খুলে দিয়েছি। মণ্ডলীতে অনুতাপ করা, চোখের জল ফেলা, সেই চোখের জলকে মুখে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে সেই একই কাজ করা খুব সহজ। তখন আমাদের সেই অনুতাপ করা অকার্যকর হয়ে পড়ে।

মাংসের জন্য কোনো সুযোগ করে দেবেন না

রোমীয় 13:14
কিন্তু তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে পরিধান কর, অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য নিজ মাংসের নিমিত্ত চিন্তা করিও না।

একবার যখন আপনি অনুতাপ করেছেন, অবশ্যই সব দরজা বন্ধ করে দেবেন। আপনার জীবনে শয়তানকে কোনো সুযোগ করে দেবেন না। সকালের খবরের কাগজ যদি আপনাকে পর্ণগ্রাফির মধ্যে প্রবেশ করিয়েছে, তাহলে সেই খবরের কাগজ নেওয়া বন্ধ করে দিন। আপনি হয়ত বলতে পারেন, "কিন্তু আমি খবরগুলি জানতে চাই"। অজ্ঞাত হয়ে স্বর্গে যাওয়া ভাল, এই পৃথিবীর সবকিছু জেনেশুনে নরকে যাওয়ার চেয়ে। আপনার কেবিল টিভি যদি আপনাকে ঘন্টার পর ঘন্টা সোফায় বসিয়ে রাখছে তাহলে কেবিল টিভি বন্ধ করে দিন। আপনি হয়ত বলবেন যে খবর দেখার জন্য আপনার প্রয়োজন, কিন্তু আপনি অবশেষে অন্য কিছু দেখে বসেন, কেবিল টিভি ছাড়া স্বর্গে প্রবেশ করা অনেক ভাল। যীশু বলেছেন, *"আর তোমার দক্ষিণ চক্ষু যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা উপড়াইয়া দূরে ফেলিয়া দেও;…আর তোমার দক্ষিণ হস্ত যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা কাটিয়া দূরে ফেলিয়া দেও"* (মথি 5:29-30)। তিনি আক্ষরিক ভাবে আমাদের শরীরের অঙ্গ কেটে ফেলার কথা বলছেন না, কিন্তু সেই বিষয়গুলিকে যা আমাদের পাপ করায়। এই সকল বিষয়গুলিকে আমাদের জীবন থেকে কেটে বাদ দিয়ে দিতে হবে। মাংসের জন্য কোনো সুযোগ করে দেবেন না। অনুতাপ করার পর শত্রুকে প্রবেশ করার আর কোনো সুযোগ দেবেন না। অথবা আপনি এমন একটি স্থানে উপস্থিত হবেন যেটা আগের দশার চেয়ে সাতগুন বেশী খারাপ হবে। (আপনি যদি গুরুত্ব দিতে না পারেন তাহলে অনুতাপ করবেন না)।

কিছু ব্যবহারিক বিষয় করুন

এটা উপলব্ধি করুন যে এমনও দিক রয়েছে যেখানে আপনার সাহায্যের ও ধার্মিক লোকেদের শক্তির প্রয়োজন আছে সেইগুলিকে অতিক্রম করার জন্য। একটি বিজয়ী জীবন যাপন করার জন্য এই বিষয়টিকে উপলব্ধি করে নিজেকে সঠিক লোকেদের দ্বারা ঘিরে রাখাতে কোনো ভুল নেই। আমাদের পরস্পরকে প্রয়োজন। এই একটা কারণে আমাদের মণ্ডলীতে সেল গ্রুপ চলে।

আরও কিছু ব্যবহারিক পদক্ষেপ যা আপনি নিতে পারেন:

- পুরুষ ও মহিলাদের প্রতি অভিলাষ করতে অস্বীকার করুন।

হিতোপদেশ 6:25
তুমি হৃদয়ে উহার সৌন্দর্য্যে লুব্ধ হইও না, উহার অপাঙ্গ-ভঙ্গিতে ধৃত হইও না।

- আপনার কাছে যা কিছু আছে, সেটাতেই সন্তুষ্ট হন।

ইব্রীয় 13:5
তোমাদের আচার ব্যবহার ধনাসক্তিবিহীন হউক; তোমাদের যাহা আছে, তাহাতে সন্তুষ্ট থাক; কারণ তিনিই বলিয়াছেন, "আমি কোন ক্রমে তোমাকে ছাড়িব না, ও কোন ক্রমে তোমাকে ত্যাগ করিব না।"

1 তীমথিয় 6:6
বাস্তবিকই ভক্তি, সন্তোষযুক্ত হইলে, মহালাভের উপায়

- অধার্মিক ও জাগতিক বিষয়গুলিকে অস্বীকার করুন। একটি ধার্মিক জীবন যাপন করুন।

তীত 2:12
তাহা আমাদিগকে শাসন করিতেছে, যেন আমরা ভক্তিহীনতা ও সাংসারিক অভিলাষ সকল অস্বীকার করিয়া সংযত, ধার্ম্মিক ও ভক্তিভাবে এই বর্ত্তমান যুগে জীবন যাপন করি।

- আত্মায় চলুন, তাহলে আপনি মাংসের অভিলাষকে পূর্ণ করবেন না।

গালাতীয় 5:16-17,24
16 কিন্তু আমি বলি, তোমরা আত্মার বশে চল, তাহা হইলে মাংসের অভিলাষ পূর্ণ করিবে না।
17 কেননা মাংস আত্মার বিরুদ্ধে, এবং আত্মা মাংসের বিরুদ্ধে অভিলাষ করে; কারণ এই দুইয়ের একটী অন্যটীর বিপরীত, তাই তোমরা যাহা ইচ্ছা কর, তাহা সাধন কর না। কিন্তু যদি আত্মা দ্বারা চালিত হও
24 আর যাহারা খ্রীষ্ট যীশুর, তাহারা মাংসকে তাহার মতি ও অভিলাষ শুদ্ধ ক্রুশে দিয়াছে।

- আপনার হৃদয়কে ঈশ্বরের বাক্যের দিকে মনোযোগ দিন এবং আপনি সকল প্রকার লোভ থেকে দূরে থাকবেন।

গীতসংহিতা 119:36
তোমার সাক্ষ্যকলাপের প্রতি আমার হৃদয় ফিরাও, লোভের প্রতি ফিরাইও না।

শয়তান একটা ধার্মিক জীবনকে ভয় পায়—এমন একটা জীবন যেটা সম্পূর্ণ ভাবে ঈশ্বরের কাছে পবিত্রতা ও কোমলতায় সমর্পিত। শয়তান কোনো অভিষিক্ত ও বরদানপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ভয় পায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই ব্যক্তিদের জীবনে পাপ পোষণ করা রয়েছে। বাস্তবে, সে আনন্দ করে কারণ এখন সে কৌশলগত ভাবে সেই ব্যক্তিকে "ফেলে" দিতে পারবে এবং তার পতনের দ্বারা চারিপাশের খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীদের প্রতি অনেক বেশী ধ্বংস নিয়ে আসতে পারবে। কিন্তু, শয়তান একটা ধার্মিক ও ভক্তিপূর্ণ জীবনে প্রবেশ করতে পারে না—এমন একটি প্রতিরক্ষা যেটা সে ভাঙতে পারে না।

প্রার্থনা, স্বীকারোক্তি, অনুতাপ, এবং ত্যাগ করা

স্বর্গীয় পিতা, আমি তোমার কাছে যীশু খ্রীষ্টের নামে এসেছি। আমি স্বীকার করি যে আমার জীবনে এমন ক্ষেত্র রেখে দিয়েছি যেটাকে সম্পূর্ণ ভাবে যীশু খ্রীষ্টের প্রভুত্বের অধীনে সমর্পণ করিনি—আমিত্ব, অহংকার, হিংসা, অভিলাষ ও পাপের প্রতি সহনশীল হওয়ার ক্ষেত্রগুলিকে। আজ, যীশুর নামে, আমি তোমার কাছে যাচ্ঞা করি যে আমাকে ক্ষমা কর ও যীশুর রক্ত দ্বারা আমাকে ধৌত কর।

[নির্দিষ্ট অভ্যাসগত পাপগুলির, আচরণগুলির, আসক্তিগুলির নাম বলুন, স্বীকার করুন, এবং অনুতাপ করুন প্রভুর সামনে]

পবিত্র আত্মার শক্তিতে এবং যীশুর নামেতে, আমার জীবনের উপর সকল প্রকারের মন্দ আত্মার প্রভাবগুলিকে বাঁধছি। অশুচিতার ও বিকৃত করার আত্মাগুলিকে আমি অস্বীকার করছি ও আমার জীবনে তাদের কোনো স্থান দিচ্ছি না। ব্যভিচারের আত্মাকে আমি অস্বীকার করছি ও আমার জীবনের ঈশ্বরের থেকে আমি সরে যেতে অস্বীকার কছি। আমি আমার সম্পূর্ণ আনুগত্য যীশু খ্রীষ্টকে দিচ্ছি। যা কিছু আমার জীবনে ঈশ্বরের স্থান নিয়ে নেয়, সেইগুলির পিছনে অনুধাবন করতে আমি অস্বীকার কছি। সকল প্রকার প্রতিমাপূজাকে আমি ত্যাগ করছি। প্রকৃত ও জীবন্ত ঈশ্বরের কোনো নকল বিষয়কে স্থান নিতে আমি অস্বীকার করছি - কিন্তু শুধুমাত্র তাঁকেই সত্যে ও আত্মায় আরাধনা করার জন্য বেছে নিচ্ছি।

বন্দিত্বের আত্মাকে আমি অস্বীকার করি। যীশুর নামে, যীশুর রক্তে, এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে আমার জীবনে সকল প্রকারের বন্ধনকে ভাঙছি। সকল প্রকার বাধ্যকারি অভ্যাসগুলিকে, অনিয়ন্ত্রিত আকাঙ্ক্ষাগুলিকে, ও আসক্তিগুলিকে আমি ধ্বংস করছি। যীশুর নামে আমি স্বাধীন, কারণ খ্রীষ্ট আমাকে স্বাধীন করেছে!

অবাধ্যতার আত্মাকে আমি অস্বীকার করি এবং সত্যের বিরুদ্ধে সকল প্রকারের অবাধ্যতা ও বিরোধিতাকে আমি অস্বীকার করি। আমি সত্যকে গ্রহণ করি ও নিজেকে ঈশ্বরের বাক্যের অধীনে সমর্পণ করি। এই জগতের আত্মাকে আমি দূর করি এবং এই জগতের অনুরূপ হওয়াকে আমি অস্বীকার করি। পবিত্র আত্মার সাহায্যে, আমি নিজেকে ঈশ্বরের বাক্যের অনুযায়ী রূপান্তরিত করার জন্য বেছে নিই। আকর্ষণ কারী আত্মার প্রভাবকে আমি প্রত্যাখ্যান করি এবং এই জগতের আকর্ষণীয় বিষয়গুলির প্রতি আকর্ষিত হওয়াকে আমি অস্বীকার করি।

পবিত্র আত্মা ও ঈশ্বরের বাক্যের শক্তিতে আমি সকল প্রকারের দুর্গকে ধ্বংস করি ও এর সমস্ত ভিত্তিমূলকে আমার জীবন থেকে সরিয়ে দিই। প্রভু যীশুকে আমি আমার জীবনে সেই সকল ক্ষেত্রে তাঁর সত্য ও ধার্মিকতাকে স্থাপন করতে দিই, যেখানে শক্তিশালী দুর্গগুলি উপস্থিত ছিল। ঈশ্বরের বাক্য, তাঁর উপস্থিতি, এবং তাঁর সত্য হবে আমার জীবনে একমাত্র শক্তিশালী দুর্গ। পবিত্র আত্মা আমাকে সকল সত্যে, পবিত্রতায়, ও কোমলতায় পরিচালনা কর। যীশুর নামে, আমেন!

অল পিপলস্ চার্চের সাথে অংশীদারিত্ব করুন

অল পিপলস্ চার্চ একটি স্থানীয় মণ্ডলী রূপে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে পরিচর্যা করে থাকে, বিশেষ ভাবে উত্তর ভারতে, যেখানে আমরা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কেন্দ্র করি (ক) নেতাদের শক্তিযুক্ত করা, (খ) পরিচর্যার জন্য যুবক-যুবতীদের তৈরি করা এবং (গ) খ্রীষ্টের দেহকে গেঁথে তোলা। যুবক-যুবতীদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সেমিনার, এবং খ্রীষ্টিয় নেতাদের জন্য অধিবেশন সমস্ত বছর জুড়ে আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও, ইংরাজিতে ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় কয়েক হাজার পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে বিশ্বাসীদের বাক্যে ও আত্মায় তৈরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে।

আমরা আপনাকে আর্থিক ভাবে অংশীদারিত্ব করার জন্য আহ্বান জানাই। আপনারা আমাদের একবার দান করতে পারেন অথবা মাসিক ভাবে অর্থ দান করে সাহায্য করতে পারেন। আপনারা যে পরিমাণের অর্থ আমাদের পাঠান, সেটা সমগ্র দেশ জুড়ে পরিচর্যা কাজে ব্যবহৃত হবে ও আমরা অতিশয় কৃতজ্ঞ থাকবো আপনার সাহায্যের জন্য।

আপনারা আপনাদের উপহার এই নামে চেক/ব্যাংক ড্রাফটের দ্বারা পাঠাতে পারেন "All Peoples Church, Bangalore" এবং আমাদের কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাতে পারেন। অথবা, আপনি সরাসরি ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে দান করতে পারেন। আমাদের ব্যাংক একাউন্ট নিচে দেওয়া হল:

Account Name: All Peoples Church
Account Number: 0057213809
IFSC Code: CITI0000004
Bank: Citibank N.A., No. 5, M.G. Road, Bengaluru, Karnataka 560001

অনুগ্রহ করে লক্ষ্য রাখবেন: অল পিপলস্ চার্চ শুধুমাত্র কোনো ভারতীয় ব্যাংক থেকেই অর্থ গ্রহণ করতে পারে। যখন আপনি দান করছেন, যদি চান, তাহলে আপনি উল্লেখ করতে পারেন যে আমাদের পরিচর্যার কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য আপনি দান করছেন। অতিরিক্ত তথ্যের জন্য এই ওয়েবসাইট দেখুন: ***apcwo.org/give***

এ ছাড়াও, আমাদের জন্য ও আমাদের পরিচর্যার জন্য যখনই সম্ভব, প্রার্থনা করতে স্মরণে রাখবেন।
ধন্যবাদ ও ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন!

বিনামূল্যে যে পুস্তকগুলি উপলব্ধ আছে

A Church in Revival*
A Real Place Called Heaven
A Time for Every Purpose
Ancient Landmarks*
Baptism in the Holy Spirit
Being Spiritually Minded and Earthly Wise
Biblical Attitude Towards Work
Breaking Personal and Generational Bondages
Change*
Code of Honor
Divine Favor*
Divine Order in the Citywide Church
Don't Compromise Your Calling*
Don't Lose Hope
Equipping the Saints
Foundations (Track 1)
Fulfilling God's Purpose for Your Life
Gifts of the Holy Spirit
Giving Birth to the Purposes of God*
God Is a Good God
God's Word–The Miracle Seed
How to Help Your Pastor
Integrity
Kingdom Builders
Laying the Axe to the Root
Living Life Without Strife*
Marriage and Family
Ministering Healing and Deliverance
Offenses-Don't Take Them
Open Heavens*
Our Redemption
Receiving God's Guidance
Revivals, Visitations and Moves of God
Shhh! No Gossip!
The Conquest of the Mind
The Father's Love
The House of God
The Kingdom of God
The Mighty Name of Jesus
The Night Seasons of Life
The Power of Commitment*
The Presence of God
The Redemptive Heart of God
The Refiner's Fire
The Spirit of Wisdom, Revelation and Power*
The Wonderful Benefits of speaking in Tongues
Timeless Principles for the Workplace
Understanding the Prophetic
Water Baptism
We Are Different*
Who We Are in Christ
Women in the Workplace
Work Its Original Design

উপরের পুস্তকগুলির PDF সংস্করণ বিনামূল্যে চার্চের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন: **apcwo.org/books** এই পুস্তকগুলির মধ্যে অনেকগুলি অন্যান্য ভাষাতেও উপলব্ধ। আপনার বিনামূল্যে পুস্তকটি লাভ করার জন্য, এই ইমেইল ঠিকানায় লিখুন: **bookrequest@apcwo.org**

* শুধুমাত্র PDF সংস্করণ উপলব্ধ।

এ ছাড়াও, বিনামূল্যে অডিও ও ভিডিও-তে প্রচার শোনার জন্য, প্রচারের টীকা, এবং আরও অন্যান্য উপাদান লাভ করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন: **apcwo.org/sermons**

একটি সপ্তাহান্তিক স্কুলে অংশগ্রহণ করুন

বেঙ্গালুরু শহরে আয়োজিত সপ্তাহান্তিক স্কুলের উদ্দেশ্য হল বিশ্বাসীদের জীবন ও পরিচর্যার নির্দিষ্ট দিকে তৈরি করা ও প্রশিক্ষিত করা। এই ক্লাসগুলি সুবিধা অনুযায়ী রবিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৬টা পর্যন্ত আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই সপ্তাহান্তর স্কুল অন্যান্য মণ্ডলী ও ডিনোমিনেশনের প্রত্যেক বিশ্বাসীদের জন্য উপলব্ধ করা হয়েছে, বিশেষ করে যারা প্রশিক্ষিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। নিচে কয়েকটি সপ্তাহান্তিক স্কুলের তালিকা দেওয়া হল যা বর্তমানে আয়োজিত করা হচ্ছে।

ভাববাণী পরিচর্যার সপ্তাহান্তিক স্কুল
আরোগ্যদান ও মন্দ আত্মা থেকে মুক্ত করার সপ্তাহান্তিক স্কুল
আত্মার বরদান সপ্তাহান্তিক স্কুল
প্রার্থনা ও মধ্যস্ততার সপ্তাহান্তিক স্কুল
অন্তরের সম্পূর্ণতা লাভের সপ্তাহান্তিক স্কুল
জীবনশৈলী দ্বারা সুসমাচার প্রচারের সপ্তাহান্তিক স্কুল
কর্মক্ষেত্রে ঈশ্বর সপ্তাহান্তিক স্কুল
আরবান মিশন ও মণ্ডলী স্থাপনের সপ্তাহান্তিক স্কুল
খ্রিস্টিয়ান আপলোজেটিক্স সপ্তাহান্তিক স্কুল

বর্তমানে সময়সূচীর জন্য ও অনলাইন রেজিস্টার করার জন্য এই ওয়েবসাইট দেখুন: **apcwo.org/weekendschool**

খ্রীষ্টিয় নেতাদের জন্য একটি সম্মেলন আয়োজন করুন

All Peoples Church পালকদের জন্য, স্থানীয় মণ্ডলীর নেতাদের জন্য, খ্রীষ্টিয় সংস্থার নেতাদের জন্য এবং অন্যান্য ব্যক্তি, যারা খ্রীষ্টিয় পরিচর্যার সাথে যুক্ত আছে, তাদের জন্য আত্মায় অভিষিক্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করে। অভিষিক্ত শিক্ষা, আত্মা দ্বারা পরিচালিত পরিচর্যা ছাড়াও, আমাদের দলের লোকেরা অংশগ্রহণকারীদের সাথে ব্যক্তিগত ভাবে আলোচনা ও কথোপকথন করে। প্রত্যেকটা খ্রীষ্টিয় নেতাদের সম্মেলন সাধারণত ২-৩ দিনের জন্য আয়োজন করা হয় এবং একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর লক্ষ্য করে। অংশগ্রহণকারীরা প্রশিক্ষিত হয় এবং শক্তিযুক্ত হয়ে, পরিচর্যার জন্য আরও কার্যকারী হয়ে সম্মলন থেকে বেরিয়ে আসে। খ্রীষ্টিয় নেতাদের সম্মেলন সাধারণত কোন একটা স্থানীয় মণ্ডলীর দ্বারা, খ্রীষ্টিয় সংস্থার দ্বারা, অথবা কোন মিশন সংস্থার দ্বারা আয়জিত হয়। যে সংস্থা অথবা মণ্ডলী এই সভাটির আয়োজন করে, তারাই সমস্ত খরচ বহন করে ও সকল অংশগ্রহণকারীদের আমন্ত্রণ জানায়। All Peoples Church তাদের পরিচর্যাকারী দলকে প্রেরণ করবে যাতে তারা খ্রীষ্টিয় নেতাদের সম্মেলনের অংশগ্রহণকারীদের পরিচর্যা করতে পারে।

যে বিষয়গুলি আমাদের পরিচর্যাকারী দল শিক্ষা দেয়ঃ

- **Revivals, Visitations and Moves of God**
- **Presence and Glory**
- **Kingdom Builders (ঈশ্বরের রাজ্য নির্মাণকারী)**
- **Level Ground**
- **The House of God**
- **Apostolic and Prophetic Ministry**
- **Ministering Healing and Deliverance**
- **Gifts of the Spirit**
- **Marriage and Family**
- **Equipping the Saints and marketplace Transformation**

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য এবং খ্রীষ্টিয় নেতাদের সম্মেলনের বিষয়গুলির তালিকার জন্য, **apcwo.org/CLC** ওয়েবসাইট দেখুন।

একটা খ্রীষ্টিয় নেতাদের সম্মেলন আয়োজন করতে গেলে, আমাদের ইমেইল করুনঃ contact@apcwo.org

All Peoples Church এর সম্বন্ধে একটা ভূমিকা

All Peoples Church (APC) তে, আমাদের দর্শন হল বেঙ্গালুরু শহরে একটা লবন ও জ্যোতির ন্যায় হতে এবং সমুদয় ভারতবর্ষে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে একটা রব হতে।

APC তে, পবিত্র আত্মার অভিষেক ও প্রকাশ সহকারে সম্পূর্ণ এবং আপোসহীন ঈশ্বরের বাক্য উপস্থাপনা করার জন্য সমর্পিত। আমরা বিশ্বাস করি যে ভালো সঙ্গীত, সৃজনশীল উপস্থাপনা, অসাধারণ এপোলোজেটিক্স, সমসাময়িক পরিচর্যার পদ্ধতি, আধুনিক প্রযুক্তি, ইত্যাদি, কোন কিছুই পবিত্র আত্মার বরদান, আশ্চর্য কাজ, চিহ্ন সহকারে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করাকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না (১ করিন্থীয় ২:৪,৫; ইব্রীয় ২:৩,৪)। আমাদের কেন্দ্র স্থান হল যীশু, আমাদের বিষয়বস্তু হল ঈশ্বরের বাক্য, আমাদের পদ্ধতি হল পবিত্র আত্মার শক্তি, আমাদের আকাঙ্ক্ষা হল মানুষেরা, এবং আমাদের লক্ষ্য হল খ্রীষ্টের মতো পরিপক্কতা।

বেঙ্গালুরুতে আমাদের প্রধান কার্যালয় থাকা সত্ত্বেও, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে All Peoples Church এর অনেক মণ্ডলী স্থাপিত আছে। All Peoples Church এর মণ্ডলীর তালিকা এবং যোগাযোগ নম্বর পেতে গেলে, আমাদের ওয়েবসাইটে **www.apcwo.org/locations** দেখুন, অথবা **contact@apcwo.org** এ ই-মেইল পাঠান।

আপনি কি সেই ঈশ্বরকে জানেন যিনি আপনাকে প্রেম করেন?

প্রায় ২০০০ বছর আগে, ঈশ্বর মানব রূপ ধারন করে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। তাঁর নাম হল যীশু। তিনি একটা নিষ্পাপ জীবন যাপন করেছিলেন। যেহেতু যীশু মানব রূপে ঈশ্বর ছিলেন, তিনি যা কিছু বলেছে ও করেছেন, তার দ্বারা তিনি ঈশ্বরকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। যে কথাগুলি তিনি বলেছিলেন, সেইগুলি ঈশ্বরের কথা। তিনি যে কাজগুলি সাধন করেছিলেন, সেইগুলি ঈশ্বরের কাজ। এই পৃথিবীতে যীশু অনেক আশ্চর্য কাজ সাধন করেছিলেন। তিনি অসুস্থদের ও পীড়িতদের সুস্থ করেছিলেন। তিনি অন্ধ মানুষদের দৃষ্টিদান করেছিলেন, যারা শুনতে পেত না, তিনি তাদের শ্রবণ শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, খঞ্জদের চলতে সাহায্য করেছিলেন এবং প্রত্যেক ধরণের অসুস্থতা ও ব্যাধি সুস্থ করেছিলেন। আশ্চর্য ভাবে কয়েকটি রুটি দিয়ে তিনি অনেক ক্ষুধিত ব্যক্তিদের খাদ্য যোগান দিয়েছিলেন, ঝড় থামিয়েছিলেন এবং অনেক আশ্চর্য কাজ করেছিলেন।

এই সকল কিছু আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে ঈশ্বর উত্তম, যিনি চান যে লোকেরা যেন সুস্থ হয়, সম্পূর্ণ হয়, স্বাস্থ্যকর হয় এবং খুশী থাকে। ঈশ্বর তার লোকেদের প্রয়োজন মেটাতে চান।

তাহলে কেনই বা ঈশ্বর একটা মানব রূপ ধারণ করে আমাদের এই পৃথিবীতে এসেছিলেন? যীশু কেন এসেছিলেন?

আমরা সকলে পাপ করেছি এবং সেই সকল কাজ করেছি যা আমাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কাছে অগ্রহণীয়। পাপের পরিণাম আছে। পাপ হল ঈশ্বর এবং আমাদের মাঝে একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর। পাপ আমাদের ঈশ্বর থেকে পৃথক করে রেখেছে। এটা আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে জানতে ও তাঁর সাথে একটা অর্থপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে বাঁধা দেয়। সুতরাং, আমাদের অনেকেই এই শূন্য স্থানটি অন্যান্য বিষয় দিয়ে পূর্ণ করার চেষ্টা করি।

পাপের আরও একটা পরিণাম হল ঈশ্বরের থেকে অনন্তকালের জন্য পৃথক হয়ে যাওয়া। ঈশ্বরের আদালতে, পাপের বেতন মৃত্যু। মৃত্যু হল নরকে যাওয়ার দ্বারা ঈশ্বরের থেকে চিরকালের জন্য পৃথক হয়ে যাওয়া।

কিন্তু, আমাদের জন্য একটা সুসংবাদ আছে যে আমরা পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারি এবং ঈশ্বরের সাথে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি। বাইবেল বলে, **"কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন" (রোমীয় ৬:২৩)** যীশু তাঁর ক্রুশিয় মৃত্যু দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর পাপের মূল্য পরিশোধ করে দিলেন। তারপর, তিন দিন পর তিনি আবার বেঁচে উঠলেন, তিনি নিজেকে জীবিত অবস্থায়ে অনেক মানুষের কাছে দেখা দিলেন এবং তারপর তিনি স্বর্গে চলে গেলেন।

ঈশ্বর প্রেমের ও দয়ার ঈশ্বর। তিনি চান না যে একটা মানুষও নরকে শাস্তি না পাক। এবং সেই কারণে, তিনি এসেছিলেন, যাতে তিনি সমুদয় মানবজাতির জন্য পাপ থেকে ও পাপের পরিণাম থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা পথ প্রস্তুত করতে পারেন। তিনি পাপীদের উদ্ধার করতে এসেছিলেন – আপনার এবং আমার মতো মানুষদের পাপ থেকে ও অনন্তকালীন মৃত্যু থেকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন।

পাপের এই ক্ষমাকে বিনামূল্যে গ্রহণ করতে গেলে, বাইবেল আমাদের বলে যে আমাদের একটা কাজ করতে হবে – প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশের উপর কী করেছিলেন তা স্বীকার করা এবং তাঁকেই সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে বিশ্বাস করা।

"...যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে তাঁহার নামের গুণে পাপমোচন প্রাপ্ত হয়" (প্রেরিত ১০:৪৩)।

"কারণ তুমি যদি 'মুখে' যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর, এবং 'হৃদয়ে' বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, তবে পরিত্রাণ পাইবে" (রোমীয় ১০:৯)।

আপনি যদি প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করেন, তাহলে আপনিও আপনার পাপের ক্ষমা লাভ করতে পারেন ও শুচিকৃত হতে পারেন।

নিম্নলিখিত একটা সহজ প্রার্থনা লেখা আছে যা আপনাকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার তিনি ক্রুশের উপর কী করেছেন, সেটা সম্বন্ধীয় একটা সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। এই প্রার্থনাটি যীশুর বিষয়ে আপনার অঙ্গীকারকে ব্যক্ত করতে ও পাপ থেকে ক্ষমা ও শুচিকরণ লাভ করতে সাহায্য করবে। এই প্রার্থনাটি একটা রূপরেখা। এই প্রার্থনাটি আপনি আপনার নিজের ভাষাতেও করতে পারেন।

প্রিয় প্রভু যীশু, আজ আমি বুঝতে পেরেছি যে তুমি আমার জন্য ক্রুশের উপর কী সাধন করেছো। তুমি আমার জন্য মারা গিয়েছিলে, তুমি তোমার বহুমূল্য রক্ত আমার জন্য ঝরিয়েছিলে এবং আমার পাপের মূল্য মিটিয়ে দিয়েছিলে, যাতে আমি ক্ষমা লাভ করতে পারি। বাইবেল আমাকে বলে যে যে কেউ তোমার উপর বিশ্বাস করবে, সে তার পাপের ক্ষমা লাভ করবে।

আজ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করার এবং তুমি আমার জন্য কী করেছো, তা গ্রহণ করার একটা সিদ্ধান্ত নিই, এবং বিশ্বাস করি যে তুমি আমার জন্য ক্রুশে মারা গিয়েছিলে এবং আবার মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠেছিলে। আমি বিশ্বাস করি যে আমি আমার উত্তম কাজ দ্বারা নিজেকে উদ্ধার করতে পারব না, অথবা অন্য কোন মানুষও আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না। আমি আমার পাপের ক্ষমা অর্জন করতে পারি না।

আজ, আমি আমার হৃদয়ে বিশ্বাস করি এবং আমার মুখে স্বীকার করি যে তুমি আমার জন্য মারা গিয়েছিলে, তুমি আমার পাপের মূল্য মিটিয়েছিলে, তুমি মৃতগণদের মধ্যে থেকে বেঁচে উঠেছিলে, এবং তোমার উপর বিশ্বাস করার মধ্যে দিয়ে, আমি আমার পাপের ক্ষমা ও শুচিকরন লাভ করি।

যীশু তোমাকে ধন্যবাদ। আমাকে সাহায্য কর যেন আমি তোমাকে প্রেম করতে পারি, তোমাকে আরও জানতে পারি এবং তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারি। আমেন।

DOWNLOAD THE FREE APP!

Search for

"All Peoples Church Bangalore"
in the App or Google play stores.

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

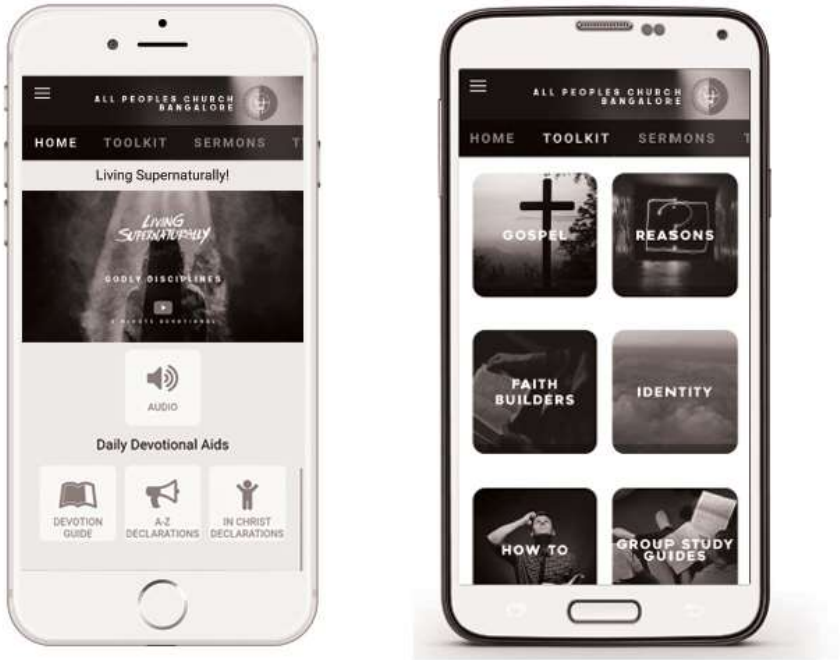

A daily 5-minute video devotional.
A daily Bible reading and prayer guide.
5-minute Sermon summary.
Toolkit with Scriptures on various topics to build faith and information to share the Gospel.
Resources with sermons, sermon notes, TV programs, books, music and more.

IF YOU LOVE IT, TELL OTHERS ABOUT IT!

বিল্ড টু ইম্প্যাক্ট: এই দর্শনের অংশীদার হন

বিল্ড

APC WORLD OUTREACH & EQUIPPING CENTER বেঙ্গালুরুতে একটি বিশ্বমানের স্টেট-অফ-দা-আর্ট প্রশিক্ষণ সেন্টার ও মিশনের ঘাঁটি হতে চলেছে যা সমগ্র দেশ জুড়ে খ্রীষ্টের দেহকে সেবা করবে।

ইম্প্যাক্ট

আধুনিক প্রযুক্তি ও সরঞ্জাম ব্যবহার করার দ্বারা আমরা আত্মায় অভিষিক্ত, বাইবেল ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করবো যা নতুন প্রজন্মের খ্রীষ্টিয় নেতাদের প্রশিক্ষিত করবে, প্রেরণ করবে ও সহযোগিতা করবে, উভয় স্থানীয় ভাবে ও বিশ্বব্যাপী ভাবে। এই স্থানে থাকবে একটি বাইবেল কলেজ যেখানে রেসিডেনশিয়াল ও নন-রেসিডেনশিয়াল শিক্ষার্থীরা প্রশিক্ষণ লাভ করবে, লাইভ ও অফ-লাইন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে এবং একটি মেডিয়া সেন্টার উপস্থিত থাকবে এই বিশ্বে লোকেদের কাছে পৌঁছে যাওয়ার জন্য। এই স্থানে একটি আরাধনা গৃহ, শিশুদের ও যুবক-যুবতীদের জন্য একটি কেন্দ্র ও ২৪*৭ প্রার্থনার একটি কেন্দ্র উপস্থিত থাকবে।

প্রভু আপনাকে যেমন ভাবে পরিচালনা করেন ও সক্ষম করেন, আমরা আপনাকে আমন্ত্রণ জানাই যেকোনো পরিমাণের আর্থিক সাহায্য করতে ও আমাদের এই দর্শনের সাথে অংশীদারিত্ব করতে ও এই বিল্ড টু ইম্প্যাক্ট সেন্টারটি নির্মাণ করতে সাহায্য করতে। বেঙ্গালুরুতে APC WORLD OUTREACH & EQUIPPING CENTER জন্য আর্থিক অবদানের জন্য এবং এই চলমান বিল্ড টু ইম্প্যাক্ট প্রোজেক্টের জন্য, নিচে দেওয়া তথ্য ব্যবহার করুন:

Wire Transfer	**Cheques**
Account: **All Peoples Church Building Fund AC** Account No: 520101021447450 IFSC Code: CORP0000656 Bank Name: Corporation Bank Branch Name: R.T Nagar Branch, Bangalore	In favor of: **All Peoples Church Building Fund AC** Cheques can be mailed to: All Peoples Church, #319, 2nd Floor, 7th Main, 2nd Block HRBR Layout, Kalyan Nagar, Bangalore 560043, Karnataka, India

যেকোনো ভারতীয় ব্যাংক থেকে আপনার অবদান আমরা স্বাগত জানাই। বিদেশী অর্থ সাহায্য লাভ করার সুব্যবস্থা আমাদের কাছে উপলব্ধ নেই। যেকোনো প্রশ্নের জন্য, আমাদের এই ঠিকানায় ইমেইল করুন: buildtoimpact@apcwo.org

প্রোজেক্টের অগ্রগতি সম্পর্কে জানার জন্য ও অন্যান্য তথ্য জানার জন্য দয়া করে এই ওয়েবসাইটে যান:

apcwo.org/buildtoimpact

All Peoples Church
apcbiblecollege.org

All Peoples Church বাইবেল কলেজ এবং পরিচর্যা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (APC-BC), যা বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত, আত্মায় পরিপূর্ণ, অভিষিক্ত এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে অলৌকিক ভাবে পরিচর্যা করার ক্ষমতা প্রদান করার মধ্যে দিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়, এবং তার সাথে নিরাময় ঈশ্বরের বাক্য শেখানো হয়। আমরা পরিচর্যার জন্য একটা ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ভাবে গঠন করাতে বিশ্বাস করি, যেখানে আমরা একটি ঐশ্বরিক চরিত্রে, ঈশ্বরের বাক্যে গভীরে প্রবেশ করা, এবং আশ্চর্য কাজ ও চিহ্ন কাজ দ্বারা পরিচর্যা করায় জোর দিই - যা প্রভুর সাথে একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক থেকে উত্থাপিত হয়।

APC-BC তে, নিরাময় বাক্য শেখানোর সাথে সাথে আমরা ঈশ্বরের প্রেমকে কাজে প্রকাশিত করার উপর গুরুত্ব দিই, পবিত্র আত্মার অভিষেক ও উপস্থিতি এবং ঈশ্বরের কাজের অলৌকিক কাজের উপর গুরুত্ব দিই। অনেক যুবক যুবতীরা প্রশিক্ষিত হয়ে ঈশ্বরের আহ্বান পূর্ণ করার জন্য প্রেরিত হয়েছে।

নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলি আমরা প্রদান করিঃ
এক বছরের Certificate in Theology and Christian Ministry (C.Th.)
দুই বছরের Diploma in Theology and Christian Ministry (D.Th.)
তিন বছরের Bachelor in Theology and Christian Ministry (B.Th.)

সপ্তাহের পাঁচ দিন ক্লাস নেওয়া হয়, **সোমবার থেকে শুক্রুবার, সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত।** কর্মজীবী লোকেরা, গৃহবধূরা এই কোর্সগুলি করতে পারে, এবং দুপুর ১টার পর তাদের প্রতিদিনের কাজকর্ম করতে পারে। আলাদা হস্টেলের ব্যবস্থা আছে সেই সকল শিক্ষার্থীদের জন্য, যারা সেই স্থানে থেকে এই কোর্সগুলি করতে চায়। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিচর্যার জন্য অংশগ্রহণ করে, বিশেষ সেমিনারে, প্রার্থনা ও আরাধনার সময়ে অংশগ্রহণ করে প্রতিদিন দুপুর ২ টো থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। দুপুরের অধিবেশনগুলি তাদের জন্য অনিবার্য নয়, যারা অন্যান্য কাজ করে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের কোন না কোন স্থানীয় মণ্ডলীতে সেবাকাজের জন্য উৎসাহিত করা হয়।

কলেজের সম্বন্ধে, পাঠ্যক্রমের সম্বন্ধে, যোগ্যতা, মূল্য সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত ভাবে জানতে গেলে **apcbiblecollege.org** ওয়েবসাইটে যান।

APC-BC is accredited by the Nations Association for Theological Accreditation (NATA).

যদিও ঈশ্বরের বাক্যকে মধুর সাথে তুলনা করা হয়েছে যার আস্বাদন নেওয়া উচিৎ, প্রতিদিনের খাদ্যের সাথে তুলনা করা হয়েছে যা আমরা উপভোগ করতে পারি, বৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়েছে যা সতেজতা আনে ও প্রদীপের সাথে তুলনা করা হয়েছে যা দিক নির্দেশ প্রদান করে, কিন্তু তবুও এই ঈশ্বরের বাক্য হল আগুন যা খড়কে জ্বালিয়ে দেয়, একটি হাতুড়ি যা পাথরকে চূর্ণ করে এবং একটি দ্বিধার তলোয়ার যা প্রাণ ও আত্মা ভেদ করে যায়। ঈশ্বরের বাক্য একটি হাতুড়ি, আগুন ও তলোয়ার হিসেবে যেন আমাদের জীবনের সেই সকল ক্ষেত্রে একটা পরিশুদ্ধকারি কাজ করে যেখানে পরিষ্কার করার প্রয়োজন আছে!

যদিও এটা সম্পূর্ণ ভাবে সত্য যে ঈশ্বর আমাদের জীবনে কাজ করার আকাঙ্ক্ষা করেন, আমাদের জীবনে কিছু নির্দিষ্ট বিষয় থাকতে পারে যা ঈশ্বরকে বাধা দিতে পারে আমাদের জীবনে কাজ করা থেকে। তখন সেই ক্ষেত্রগুলির সাথে মোকাবিলা করার প্রয়োজন হয়ে ওঠে।

আমিত্ব, অহংকার, হিংসা ও অভিলাষ হল কয়েকটি নেতিবাচক দিক যা আমাদের সাথে কাজ করতে ঈশ্বরকে বাধা দিতে পারে। যখন আমরা প্রভুকে অনুমতি দিই এইগুলির শেকড়ে লুরালি লাগিয়ে রাখার এবং একটি পরিশুদ্ধকারি কাজ করার, তখন আমরা শুধুমাত্র ঈশ্বরের জন্য নয়, কিন্তু পরস্পরের জন্য একজন উত্তম ব্যক্তি হয়ে উঠবো।

আশিস রাইচুর

All Peoples Church & World Outreach
#319, 2nd Floor, 7th Main, HRBR Layout,
2nd Block, Kalyan Nagar, Bangalore 560043
Karnataka, INDIA

Phone: +91-80-25452617
Email: contact@apcwo.org
Website: apcwo.org